বাংলা দৈনিক
জাতীয় খবর
JATIO KHOBOR
BANGLA DAINIK

web : www.rashtriyakhabar.com

Page » 8 Rate » 3 Rupee » Year » 03 Vol »233 »23 Joystha 1430 » epaper.rashtriyakhabar.com পৃষ্ঠা » ০৮ মূল্য » ৩ টাকা বর্ষ » ০৩ অংক » ২৩৩ » « ২৩শে, জ্যৈষ্ঠ ১৪৩০ »

ভারতে করমন্ডল এক্সপ্রেস দুর্ঘটনায় শোকবার্তা পাঠালেন যুক্তরাষ্ট্রের প্রেসিডেন্ট জো বাইডেন

নিউ ইয়র্ক ঃ ভারতে ওড়িশার বালেশ্বরে ভয়াবহ করমন্ডল এক্সপ্রেস দুর্ঘটনা নিয়ে প্রায় গোটা বিশ্ব থেকে শোকবার্তা এসেছে ভারতে। শোকবার্তা জানিয়ে বিবৃতি জারি করল হোয়াইট হাউসও। সেখানে ভারতকে যে কোনও মূল্যে পাশে থাকার বার্তা দিয়েছেন যুক্তরাষ্ট্রের প্রেসিডেন্ট জো বাইডেন। শনিবার ৩ জুন এই বিবৃতিটি জারি করা হয়েছিল। সেখানে বাইডেন বলেন, ভারতে ভয়াবহ ট্রেন দুর্ঘটনার খবর শুনে আমার ও ফার্স্ট লেডি জিল বাইডেনের কষ্টে বুক ফেটে যাচ্ছে। আমরা ভীষণই মর্মাহত। যারা এ দুর্ঘটনায় স্বজনদের হারিয়েছেন এবং যারা গুরুতর আহত হয়েছেন, তাদের সবার জন্য আমরা প্রার্থনা করছি। যুক্তরাষ্ট্র ও ভারতের মধ্যে গভীর সম্পর্ক রয়েছে। সংস্কৃতির বন্ধন এই দু'টি দেশকে এক করেছে। এই দুর্ঘটনায় ভারতের পাশাপাশি যুক্তরাষ্ট্রের বাসিন্দারাও শোকাহত। উদ্ধারকাজ চলা পর্যন্ত আমরা গোটা বিষয়টির উপর নজর রাখব। যে কোনও প্রয়োজনে ভারতের পাশে থাকব। উল্লেখ্য যুক্তরাজ্যের প্রধানমন্ত্রী ভারতীয় বংশোদ্ভূত ঋষি সুনাক থেকে শুরু করে আফগানিস্তানের তালিবান সরকার, সকলেই এই মর্মান্তিক ঘটনার পর ভারতের জন্য সহমর্মিতা জানিয়েছেন। সেখানে ভারতকে যে কোনও মূল্যে পাশে থাকার বার্তা দিয়েছেন মার্কিন প্রেসিডেন্ট জো বাইডেন।

বাজার দর

SENSEX : 62792.88 +5.41
NIFTY : 18599.00 +5.15

রাঁচি PARA UPDATE

সর্বোচ্চ	সর্বনিম্ন
40.00 °c	27.00 °c

সূর্যাস্ত (আজ) » 18 .33 টা
সূর্যোদয় (কাল) » 05 .01 টা

গহনার বাজার

সোনা (বিক্রী) 58,650 টাকা./10 গ্রাম
সোনা (ক্রয়) 61,580 টাকা./10 গ্রাম
রুপা » 83,700 টাকা./কিলো

তাইওয়ানের কাছে চীনের যুদ্ধজাহাজের মুখোমুখি হবার ভিডিও প্রকাশ করেছে যুক্তরাষ্ট্র

নিউ ইয়র্ক ঃ সোমবার সপ্তাহান্তে যুক্তরাষ্ট্রের সামরিক বাহিনী একটি ভিডিও প্রকাশ করেছে যেখানে বেইজিং'এর নৌবাহিনীর একটি জাহাজ আমেরিকার একটি ডেস্ট্রয়ারের কাছ দিয়ে তীব্রভাবে কেটে গেছে, যা এড়াতে যুক্তরাষ্ট্রের জাহাজটি গতি কমাতে বাধ্য হয়। যুক্তরাষ্ট্র এটিকে তাইওয়ান প্রণালীতে একটি অনিরাপদ চীনা কৌশল বলে অভিহিত করেছে।

ইন্দোপ্রশান্ত মহাসাগরীয় কমান্ডের মতে, শনিবারের ঘটনার সময় একটি চীনা গাইডেড মিসাইল ডেস্ট্রয়ার তার বন্দরের পাশে ইউএসএস চুংহুনকে ছাড়িয়ে যায়, তারপরে প্রায় ১৩৭ মিটার (১৫০ গজ) দূরত্বে ডানদিকে ঘুরে যায়। যুক্তরাষ্ট্রের সামরিক বাহিনী একথা জানায়। ভিডিওতে দেখা যায়, আমেরিকান ডেস্ট্রয়ারটি তার গতিপথ ধরে রেখেছিল। তবে সামরিক বাহিনী বলেছে, সংঘর্ষ এড়াতে এর গতি কমিয়ে ১০ নট করা হয়েছিল।

যুক্তরাষ্ট্রের জাহাজের কাছ দিয়ে যাবার পর চীনের জাহাজটি আবার সমান্তরাল দিকে যাত্রা করে। চীনা জাহাজ কানাডিয়ান ফ্রিগেটে অনুরূপ কৌশলের চেষ্টা করেনি। ঐ জাহাজটি আমেরিকান ডেস্ট্রয়ারের পেছনে ছিল।

যুক্তরাষ্ট্রের প্রতিরক্ষা মন্ত্রী লয়েড অস্টিন এবং চীনের প্রতিরক্ষা মন্ত্রী জেনারেল লি শাংফু উভয়েই সিঙ্গাপুরে একটি বার্ষিক সম্মেলনে যোগ দেয়ার দিনে ঘটনাটি ঘটে।

রবিবার লি তার দেশের পক্ষে কথা বলেছেন। তিনি দাবি করেছেন নেভিগেশন টহলের স্বাধীনতায় মিত্র পশ্চিমা জাহাজের চলাচল চীনের জন্য একটি উস্কানি ছিল। চীন তাইওয়ানকে তার ভূখণ্ডের অংশ হিসেবে দাবি করে। যুক্তরাষ্ট্র এক চীন নীতিকে স্বীকৃতি দেয় এবং বেইজিং তাইওয়ানকে নিজেদের বলে দাবি করে, তবে ওয়াশিংটন তাইপেইতে অস্ত্র বিক্রি করা জারি রেখেছে।

যুক্তরাষ্ট্র এবং ভারত প্রতিরক্ষা সহযোগিতা নিয়ে আলোচনা করেছে

নিউ ইয়র্ক ঃ ভারতের প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদির ওয়াশিংটন সফরের কয়েক সপ্তাহ আগে যুক্তরাষ্ট্র এবং ভারতের শীর্ষ প্রতিরক্ষা কর্মকর্তারা সোমবার নয়াদিল্লিতে প্রতিরক্ষা সহযোগিতা বৃদ্ধির বিষয়ে আলোচনা করতে বৈঠক করেছেন। ভারতের প্রতিরক্ষা মন্ত্রী রাজনাথ সিং টুইট করেছেন, যুক্তরাষ্ট্রের প্রতিরক্ষা মন্ত্রী লয়েড অস্টিনের সাথে আলোচনায় কৌশলগত স্বার্থের বিষয় এবং নিরাপত্তা সহযোগিতা বৃদ্ধি অন্তর্ভুক্ত রয়েছে। সিং বলেন, ভারত যুক্তরাষ্ট্রের অংশীদারিত্ব একটি মুক্ত, উন্মুক্ত এবং নিয়ম আবদ্ধ ইন্দো প্রশান্ত মহাসাগরীয় অঞ্চল নিশ্চিৎ করার জন্য গুরুত্বপূর্ণ। আমরা ক্ষমতা বৃদ্ধির জন্য এবং আমাদের কৌশলগত অংশীদারিত্বকে আরও সুসংহত করার জন্য যুক্তরাষ্ট্রের সাথে ঘনিষ্ঠভাবে কাজ করতে উন্মুখ। বৈঠকের পর অস্টিন সিং'এর প্রশংসা করে বলেন, ভারতের প্রতিরক্ষা মন্ত্রী আমাদের দুই দেশের মধ্যে গভীর সহযোগিতা, যৌথ মহড়া এবং প্রযুক্তি ভাগাভাগির পথ প্রশস্ত করতে সহায়তা করেছেন।

২২ জুন যুক্তরাষ্ট্রে রাষ্ট্রীয় সফরে যাওয়ার কথা রয়েছে মোদির।

চীনকে মোকাবিলা করার প্রচেষ্টার অংশ হিসেবে যুক্তরাষ্ট্র ভারতের সাথে সম্পর্ক গভীর করতে চায়।

ইন্দোনেশিয়া এশিয়াপ্রশান্ত মহাসাগরীয় উত্তেজনার মধ্যেই বহুপাক্ষিক নৌ মহড়া শুরু করেছে

ইন্দোনেশিয়া ঃ এশিয়াপ্রশান্ত মহাসাগরীয় অঞ্চলে উত্তেজনার মধ্যেই সোমবার ইন্দোনেশিয়া যুক্তরাষ্ট্র, ব্রিটেন, চীন, জাপান, রাশিয়া এবং দক্ষিণ কোরিয়াসহ দেশগুলোর নৌবাহিনীর পাশাপাশি তার জলসীমায় একটি বহুপাক্ষিক নৌ মহড়া শুরু করেছে। এক বিবৃতিতে ইন্দোনেশিয়ার নৌবাহিনী বলেছে, রুটিন কমোডো মহড়া একটি যুদ্ধবিহীন মহড়া। এর লক্ষ্য ৩৬টি দেশের নৌবাহিনীর মধ্যে সম্পর্ক জোরদার করা।

চীন এবং যুক্তরাষ্ট্র এই অঞ্চলে সামরিক কূটনীতি বৃদ্ধি করেছে, তাইওয়ানের আশেপাশে মিত্র এবং অংশীদারদের সাথে ও দক্ষিণ চীনে সাগর এবং পশ্চিম প্রশান্ত মহাসাগরের ব্যস্ত জলপথে আরও ঘন ঘন যুদ্ধ মহড়া পরিচালনা করছে।

মহড়াগুলো তাইওয়ান প্রণালীতে সপ্তাহান্তের একটি ঘটনার পরে হচ্ছে। ওই ঘটনায় যুক্তরাষ্ট্রের নৌবাহিনী বলেছিল, চীনের একটি যুদ্ধজাহাজ একটি অনিরাপদ মিথষ্ক্রিয়ায় যুক্তরাষ্ট্রের ডেস্ট্রয়ারের সামনে চলে আসে।

ইন্দোনেশিয়ার নৌবাহিনী জানিয়েছে, সোমবার কমোডো মহড়া শুরু হওয়ার সাথে সাথে চীন এবং রাশিয়ার পনেরোটি জাহাজ সুলাওয়েসি দ্বীপে নোঙর করেছে। সোমবার চীনের রাষ্ট্রীয় গণমাধ্যম জানিয়েছে, চীনা নৌবাহিনী তাদের ডেস্ট্রয়ার ঝানজিয়াং এবং ফ্রিগেট জুচাং দুইটিকেই গাইডেড ক্ষেপণাস্ত্র সজ্জিত মহড়ায় পাঠিয়েছে।

এই বছরের কমোডো মহড়া ২০১৪ সালে ইন্দোনেশিয়া প্রথম মহড়ার আয়োজন করার পর থেকে এই ধরনের চতুর্থ যৌথ নৌ মহড়া।

রাষ্ট্রীয় খবর সংক্ষিপ্ত খবর

হংকং'এর এক সাংবাদিক আদালতের বিরল রায়ে গণমাধ্যমের স্বাধীনতার পক্ষে আপিলে জিতেছেন

হংকং ঃ পুরস্কার জয়ী হংকং'এর সাংবাদিক সোমবার একটি অনুসন্ধানী তথ্যচিত্রের জন্য গবেষণা সম্পর্কিত দোষী সাব্যস্ততার অভিযোগ বাতিল করার একটি আপিলে জিতেছেন। এটি আদালতের বিরল একটি রায় যা চীনা ভূখণ্ডে গণমাধ্যমের স্বাধীনতাকে সমর্থন করে। বাও চয় ২০২১ সালের এপ্রিলে সাংবাদিকতার উদ্দেশ্যে গাড়ি মালিকানার রেকর্ড পেয়ে সরকারকে প্রতারণা করার অভিযোগে দোষী সাব্যস্ত হয়েছিলেন। কারণ এর আগে তিনি তার অনলাইন আবেদনে ঘোষণা করেছিলেন, তিনি অন্যান্য চলাচল এবং পরিবহন সম্পর্কিত সমস্যাগুলোর জন্য এ তথ্য ব্যবহার করবেন। অনুসন্ধানী এই সাংবাদিক তার তথ্যচিত্রে ২০১৯ সালে ব্যাপক সরকার বিরোধী বিক্ষোভের সময় একটি ট্রেন স্টেশনের ভেতরে বিক্ষোভকারী এবং যাত্রীদের ওপর হামলার অপরাধীদের খুঁজে বের করার চেষ্টা করেন। সেই সময়ে মিথ্যা বিবৃতি দেয়ার দায়ে চয়কে ৬ হাজার হংকং ডলার (৭৬৫ ডলার) জরিমানা করা হয়েছিল। এটিকে হংকং'এর সমস্ত সাংবাদিকের জন্য খুব অন্ধকার দিন বলে অভিহিত করা হয়েছিল। সেই রায়টি শহরের সংবাদপত্রের স্বাধীনতার সংকোচন নিয়ে স্থানীয় সাংবাদিকদের মধ্যে ক্ষোভের জন্ম দিয়েছে। চয়'এর সহপ্রযোজনায় সেভেন পয়েঃট টু ওয়ান ওনস দ্য ট্রুথ শিরোনামে গল্পটি ২০২১ সালে হিউম্যান রাইটস প্রেস এওয়ার্ডে চীনা ভাষার ডকুমেন্টারি পুরস্কার জিতেছে। বিচারক প্যানেল এটিকে একটি অনুসন্ধানমূলক প্রতিবেদনের ক্লাসিক হিসেবে অভিহিত করেছে যা সবচেয়ে ক্ষুদ্র সূত্রকেও অনুসরণ করেছে ভয় বা অনুগ্রহ ছাড়াই ক্ষমতাশালীদেরকে জিজ্ঞাসাবাদ করেছে। গত মাসে প্রকাশিত রিপোর্টার্স উইদাউট বর্ডার্স'এর সর্বসাম্প্রতিক ওয়ার্ল্ড প্রেস ফ্রিডম ইনডেক্সে ১৮০টি দেশ এবং অঞ্চলের মধ্যে হংকং ১৪০তম স্থানে রয়েছে। গ্লোবাল মিডিয়া ওয়াচডগ বলেছে, শহরটি ২০২০ সালে যখন নিরাপত্তা আইন চালু হয়েছিল তখন থেকে নজিরবিহীন চাপের সম্মুখীন হয়েছে।

মন্তব্য

ইউক্রেনে সীমান্তের কাছে রুশ শহর বেলগোরদে কিছু রুশ সৈন্যকে আটক করেছে

ইউক্রেনের পাল্টাহামলা ঠেকিয়ে ২৫০ শত্রুসেনা হত্যার দাবি রাশিয়ার

কিয়েভ ঃ রাশিয়ার প্রতিরক্ষা মন্ত্রণালয় দাবি করছে তারা দোনেৎস্কে একটি বড় ইউক্রেনীয় হামলা প্রতিহত করেছে এবং আড়াইশো ইউক্রেনীয় সৈন্যকে হত্যা করেছে। রুশ প্রতিরক্ষা মন্ত্রণালয় জানায়, তারা ইউক্রেনের অনেক সাঁজোয়া গাড়িও ধ্বংস করেছে।

লড়াইয়ের সময় ধারণ করা হয়েছে বলে দাবি করা হচ্ছে এমন ভিডিওতে দেখা যায় যুদ্ধক্ষেত্রে সামরিক যানবাহন তীব্র হামলার মুখে পড়েছে।

তবে রাশিয়ার এই দাবির ব্যাপারে কিয়েভ কোন মন্তব্য করেনি এবং রাশিয়ার এই দাবি স্বাধীন সূত্র থেকে যাচাই করা যায়নি।

ইউক্রেন একটি পাল্টা হামলা চালাতে পারে বলে অনেকদিন ধরেই ধারণা করা হচ্ছিল, কিন্তু কিয়েভ বলছে তারা এরকম হামলার কোন আগাম সংকেত দেবে না।

ইউক্রেন যে পাল্টাহামলার কথা বলছিল এটি তার সূচনা কি না তা বলার সময় এখনো আসেনি।

তবে যুদ্ধে অন্য কয়েকটি জায়গায় ইউক্রেন যেসব ছোটখাট সাফল্য দাবি করছে তাতে মনে হয় তাদের সামরিক তৎপরতা সাম্প্রতিক সময়ে বেড়েছে।

রাশিয়ার প্রতিরক্ষা মন্ত্রণালয় বলছে, ইউক্রেন রবিবার ব্যাপক মাত্রায় দোনেৎস্কে এক পাল্টাহামলা শুরু করেছিল ছয়টি যান্ত্রিক এবং দুটি ট্যাংক ব্যাটালিয়ন দিয়ে। রাশিয়া দাবি করছে, ইউক্রেনিয়ানরা চেষ্টা করেছিল রুশ প্রতিরক্ষা লাইন ভেদ করার। কারণ কিয়েভ মনে করে যুদ্ধক্ষেত্রে এখানেই ছিল রাশিয়ার সবচেয়ে বড় দুর্বলতা। তবে রাশিয়া বলছে, ইউক্রেনের এই লক্ষ্য অর্জিত হয়নি, তারা কোন সাফল্য পায়নি। মস্কো দাবি করছে এই লড়াইয়ে ইউক্রেনের আড়াইশো সেনা নিহত হয়েছে, সেই সঙ্গে ধ্বংস হয়েছে ১৬টি ট্যাংক। ভিডিও ফুটেজে দেখা যায় অস্ত্রশস্ত্রে সুসজ্জিত সেনাদের মুখে মুখোশ এবং তারা তাদের ঠোঁটের ওপর আঙ্গুল ধরে রেখেছে।

রুশ প্রতিরক্ষা মন্ত্রণালয়ের দাবি এখনো যাচাই করা যায়নি। ফুটেজে যেরকম দেখা যাচ্ছে, ইউক্রেনের সাঁজোয়া বহর যদি সত্যি সেরকম তীব্র আক্রমণের মুখে পড়ে থাকে, তাহলে বুঝতে হবে রুশ দখল থেকে নিজেদের ভূমি মুক্ত করতে গিয়ে ইউক্রেনের বাহিনীকে তীব্র প্রতিরোধের সম্মুখীন হতে হবে।

আর যদি এই ভিডিও ফুটেজ সত্যি না হয়, তাহলে বুঝতে হবে মস্কো আসলে যুদ্ধের বর্তমান অবস্থার ভিন্ন চিত্র তুলে ধরতে চাইছে তাদের মতো করে।

ইউক্রেন তাদের পাল্টা অভিযান কখন কিভাবে শুরু করবে, তা নিয়ে সম্প্রতি প্রচুর বার্তা দিচ্ছিল।

এই অভিযানের প্রস্তুতি তারা নিচ্ছে বহু মাস ধরে। তবে নিজেদের সৈন্যদের প্রস্তুত করা এবং পশ্চিমা দেশগুলোর কাছ থেকে আরও অত্যাধুনিক সমরাস্ত্র পাওয়ার জন্য তারা এটি যতটা সম্ভব পিছিয়ে দিচ্ছিল। কিয়েভের কর্মকর্তারা অবশ্য এই অভিযান নিয়ে জল্পনার বিরুদ্ধে হুঁশিয়ারি দিচ্ছিলেন, তারা বলছিলেন এরকম জল্পনা থেকে শত্রুপক্ষ লাভবান হতে পারে।

ইউক্রেনের এই অভিযানের ওপর অনেক কিছু নির্ভর করছে, কারণ পশ্চিমা মিত্র এবং দেশের জনগণকে কিয়েভের সরকারকে দেখাতে হবে যে তারা রাশিয়ার প্রতিরক্ষা লাইন ভেদ করতে সক্ষম।

সোমবার সকালে ইউক্রেনের বাহিনীর একজন কমান্ডার ওলেকসান্দর সিরস্কি বলেছেন, তার সৈন্যরা বাখমুটের দিকে এগিয়ে যাচ্ছে এবং শহরের কাছে একটি রুশ অবস্থান ধ্বংস করেছে।

অন্যদিকে মস্কোর বিরুদ্ধে যুদ্ধরত কিছু যোদ্ধা বলেছে, তারা ইউক্রেনে সীমান্তের কাছে রুশ শহর বেলগোরদে কিছু রুশ সৈন্যকে আটক করেছে।

লিবার্টি অব রাশিয়ান লিজিয়ন (এফআরএল) নামে একটি বাহিনী এই দাবি করেছে। একটি যুক্ত ঘোষণায় এই দাবি করা হয়, যেখানে রাশিয়ান ভলান্টিয়ার কোর (আরডিকে) বলে আরেকটি গ্রুপের নাম আছে।

এই দুটি গ্রুপই প্রেসিডেন্ট পুতিনকে ক্ষমতা থেকে সরাতে চায়। তারা ইউক্রেনে রাশিয়ার সর্বাত্মক অভিযানের বিরোধিতা করে। বেলগোরদের শীর্ষ কর্মকর্তা ভিয়াচেস্লাভ গ্লাদকভ জবাবে বলেছেন, যদি এই সৈন্যরা এখনো জীবিত থাকে তিনি তাদের জিম্মিকারীদের সঙ্গে দেখা করতে রাজী হয়েছিলেন। তবে এই যোদ্ধারা পরে দাবি করে, বেলগোরদের গভর্নর তাদের সঙ্গে দেখা করার সাহস করে উঠতে পারেন নি, তাই তারা এখন এই সৈন্যদের ইউক্রেনের হাতে তুলে দেবে। সীমান্তবর্তী এলাকায় সাম্প্রতিক হামলাগুলোর জন্য রাশিয়া ইউক্রেনকে দায়ী করেছে। তবে কিয়েভ বলেছে, তারা এর সঙ্গে সরাসরি সম্পৃক্ত নয়। বেলগোরদের কর্তৃপক্ষ জানান, সোমবার সকালে এক ড্রোন হামলার পর একটি জ্বালানি কেন্দ্রে আগুন ধরে গেছে। অন্যদিকে রাশিয়ার কালুগা অঞ্চলে যেটি মস্কোর লাগোয়া দক্ষিণ দিকের জেলারগুলোর কাছে, সেখানে রাস্তায় দুটি ড্রোন এসে পড়েছে বলে জানিয়েছেন গভর্নর ভ্লাডিস্লাভ শাপশা।

মি. শাপশা বলেন, সেখানে কোন বিস্ফোরণ ঘটেনি এবং পুরো এলাকাটি এখন ঘিরে ফেলা হয়েছে।

এই দুটি হামলার ঘটনাও স্বাধীনভাবে যাচাই করা যায়নি।

তবে মস্কো বলেছে, বেলগোরদে সম্প্রতি ইউক্রেন থেকে নিয়মিত হামলা করা হয়েছে।

আদালতে ধাক্কা। মালদার হবিবপুরে শুভেন্দু অধিকারীর সভা ২৭ তারিখের পরিবর্তে ১২ ই জুন

মালদা ঃ আদালতে ধাক্কা। মালদার হবিবপুরে শুভেন্দু অধিকারীর সভা পিছিয়ে দিল বিজেপি নেতৃত্ব। ২৭ তারিখের পরিবর্তে ১২ ই জুন হবিবপুরে সভা করবেন শুভেন্দু অধিকারী। জানালেন উত্তর মালদার সাংসদ খগেন মুর্মু। তবে আগামীকাল মালদার মানিকচকে সভা করবেন শুভেন্দু। প্রথমে অনুমতি দিয়ে পরে হবিপুর থানার পুলিশ তা বাতিল করায় তৃণমূলের ষড়যন্ত্র দেখছেন বিজেপি নেতৃত্ব।

মালদহে ২৭শে মে দুইটি সভা ছিল। একটি মালদহের মানিকচকের মথুরাপুর। অন্যটি ছিল হবিবপুর থানার কেন্দপুকুর এলাকায়। সেই মত প্রশাসনের কাছে সভার আবেদন করেন মালদহ জেলা বিজেপি।১৮ই মে থানায় সভার অনুমতি চেয়ে আবেদন করেন বিজেপি নেতৃত্ব। উত্তর মালদা সাংগঠনিক জেলার বিজেপি সভাপতি উজ্জ্বল দত্তের অভিযোগ ১৯ তারিখ সভার অনুমতি দেয় পুলিশ।এমনকি ২৪মে মাইক বাজানোর অনুমতি দেওয়া হয় মহাকুমা শাসকের তরফে। কিন্তু এরপর রাতে সভার অনুমতি বাতিল করে দেয় হবিবপুর থানার পুলিশ। একই দিনে মানিকচকে সভা ছিল শুভেন্দু অধিকারীর সেই কারণে পর্যাপ্ত পুলিশ মোতায়ন করা সম্ভব নয়, জমির মালিকের কাছ থেকে অনুমতি নেওয়া হয়নি এবং ১৫ দিন আগে আবেদন করা হয়নি বলে অনুমোদন বাতিল করা হয়েছে বলে হবিবপুর থানা উল্লেখ করে চিঠিতে। এরপর ২৫মে হাই কোর্টের দ্বারস্থ হয় বিজেপি। এরপর ওইদিন হাইকোর্ট হবিপুরের রাজ্যের বিরোধী দলনেতা শুভেন্দুর সভা বাতিল করে দেয়। কিন্তু মানিকচকের সভা ২৭মে হবে। সেই মত প্রস্তুতি শুরু হয়েছে।

দোকানের মালিকানা দাবি করে মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়কে চিঠি পাঠিয়েছে বিধান বাজার ব্যবসায়ী কমিটি

শিলিগুড়ি ঃ বিধান মার্কেটের অধীনস্থ সমস্ত দোকান ঘরের মালিকানার দাবিতে রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়কে চিঠি দিলেন বিধান মার্কেট ব্যবসায়ী সমিতির সদস্যরা।শুক্রবার শিলিগুড়ি মহাকুমার শাসকের কার্যালয়ের সামনে মালিকানার দাবিতে হাতে প্ল্যাকার্ড হাতে বিক্ষোভ দেখান ব্যবসায়ী সমিতির সদস্যরা।এরপর মহকুমার শাসকের মাধ্যমে মুখ্যমন্ত্রীর উদ্দেশ্যে স্মারকলিপি দিয়ে তাদের সমস্যায় কথা জানান।এদিন বিধান মার্কেট ব্যবসায়ী সমিতির সম্পাদক বাপী সাহা বলেন, আমরা আমাদের দোকানের মালিকানা চাই।আমরা জানি মুখ্যমন্ত্রী যদি আমাদের দুর্দশা জানতে পারেন, তাহলে অবশ্যই তিনি একটা কিছু করে দেবেন।তা নাহলে আমাদের আন্দোলন চলবে।

সময়মতো কাজ শেষ না করা এজেন্সিগুলোকে ব্ল্যাক লিস্টেড করার হুঁশিয়ারি

শিলিগুড়ি ঃ কোন এজেন্সি কাজ ফেলে রাখলে ও নির্ধারিত সময়ে কাজ শেষ না করলে তাদের ব্ল্যাক লিস্টেড করা হবে। এমনটাই সাফ জানালেন উত্তরবঙ্গ উন্নয়ন মন্ত্রী উদয়ন গুহ।

শুক্রবার উত্তরবঙ্গের প্রত্যেক জেলার আধিকারিকদের সঙ্গে বৈঠক করেন মন্ত্রী উদয়ন গুহ। উত্তরবঙ্গের শাখা সচিবালয় উত্তরকন্যায় ওই বৈঠক হয়। আর বৈঠকের পরই এজেন্সি নিয়ে কড়া পদক্ষেপের হুশিয়ারি দেন তিনি। জানা গিয়েছে এধরণের প্রায় ৪ টি এজেন্সি রয়েছে। তার মধ্যে কিছুজনকে ইতিমধ্যেই নোটিস পাঠানো হয়েছে।

এক ব্যক্তিকে খুনের ঘটনা অভিযোগে সুভম সাহানি(২৬) গ্রেফতার

শিলিগুড়ি ঃ গত ১মে মাসে এক ব্যক্তিকে খুনের ঘটনা ঘেরের চাঞ্চল্য ছড়িয়েছিল শিলিগুড়ি মহাকুমার ফাঁসিদেওয়া ব্লকের চটহাট অঞ্চলের চিকন মাটি গ্রামের। এরপরে ঘটনা খবর পেয়ে ফাঁসিদেওয়া থানার পুলিশ পৌঁছে পরিস্থিতি স্বাভাবিক করার চেষ্টা করে। এর পর মৃত কাগজি হাঁসদা পরিবারের তরফ থেকে ফাঁসিদেওয়া থানায় লিখিত অভিযোগ করা হয়। এরপরেই তদন্ত নেমে একজনকে গ্রেফতার করেছিল ফাঁসিদেওয়া থানা পুলিশ। আবারো গতকাল গোপন সূত্রে খবরের ভিত্তিতে এই খুনের পিছনে জড়িত থাকার অভিযোগে সুভম সাহানি(২৬) নামে চিকন মাটি মুন্ডা বস্তির বাসিন্দা গ্রেফতার করে ফাঁসিদেওয়া থানার পুলিশ। আজ ধৃতকে শিলিগুড়ি মহকুমা আদালতে তোলা হয়। ধৃতকে জিজ্ঞাসাবাদের জন্য আদালতের কাছে সাত দিনের পুলিশের হেফাজতে নেওয়ার আবেদন জানানো হয়েছে ।এই খুনের ঘটনায় আর কারা কারা যুক্ত পুরো ঘটনার তদন্ত শুরু করেছে ফাঁসিদেওয়া থানার পুলিশ।

প্রসূতি মৃত্যুর অভিযোগে মৃতার পরিজনদের বিক্ষোভ শিলিগুড়ি জেলা হাসপাতালে

শিলিগুড়ি ঃ প্রসূতি মৃত্যুর অভিযোগে মৃতার পরিজনদের বিক্ষোভ শিলিগুড়ি জেলা হাসপাতালে। শিলিগুড়ির চয়ন পাড়া নিবাসী সম্রাট মজুমদারের স্ত্রী মালা সরকার মজুমদার প্রসব বেদনা নিয়ে শিলিগুড়ি জেলা হাসপাতালে ভর্তি হয়। গত ২৪শে মে বুধবার সিজারে এক পুত্র সন্তানের জন্ম দেন মালা। গতকাল রাত আটটা পর্যন্ত তিনি সুস্থ ছিলেন এবং পরিবার লোকদের সাথে কথা বলেছেন বলে জানা যায়। তবে ২৫ তারিখ বৃহস্পতিবার সকাল সাতটায় হঠাৎ করেই পরিবারের লোকজনদের জানানো হয় তাদের রোগী গুরুতর অসুস্থ। তবে পরিবারের লোকজন গিয়ে দেখেন প্রস্তুতির মৃত্যু হয়েছে অনেক আগেই । এরপরই চিকিৎসায় গাফিলতির অভিযোগ এবং আয়া মাসিদের অবহেলার অভিযোগে হাসপাতাল চত্বরে বিক্ষোভ দেখাতে শুরু করেন রোগীর পরিজনরা। এরপর হাসপাতাল সুপার এর কাছে অভিযোগ জানান তারা। শিলিগুড়ি জেলা হাসপাতালের সুপার চন্দন ঘোষ বলেন ঘটনার তদন্ত করে অভিযুক্তদের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নেওয়া হবে

অকেজো ট্যাপ কল ভেঙ্গে গুড়িয়ে দিয়ে নতুন করে বসানো হল ট্যাপ

শিলিগুড়ি ঃ কল আছে কিন্তু জল নেই। সমস্যা একদিনের নয়, দীর্ঘদিনের। ঘটনার প্রতিবাদে শিলিগুড়ি পুর এলাকার ১৫ নম্বর ওয়ার্ডের বাসিন্দা সহ স্থানীয় বিজেপি নেতৃত্বরা একজোট হয়ে কামাক্ষ্যা মোড় সংলগ্ন এলাকায় একটি ট্যাপ কলের শ্রাদ্ধ করেছিলেন। ঘটনার পর অবশ্য হুঁশ ফিরল পুরনিগমের। অকেজো ট্যাপ কল ভেঙ্গে গুড়িয়ে দিয়ে নতুন করে বসানো হল ট্যাপ কল। ঘটনায় খুশি স্থানীয়রা। খুশি বিজেপি নেতৃত্বরাও। যদিও প্রশ্ন উঠছে তবে কি এবার পানীয় জল পরিষেবা পেতে ওয়ার্ডে ওয়ার্ডে অকেজো ট্যাপকলের শ্রাদ্ধ করতে হবে?

মাদক সহ এক ব্যক্তিকে অভিযান চালিয়ে গ্রেপ্তার করল বাগডোগরা থানার পুলিশ

শিলিগুড়ি ঃ ব্রাউন সুগার সহ এক ব্যক্তিকে অভিযান চালিয়ে গ্রেপ্তার করল বাগডোগরা থানার পুলিশ। ঘটনায় চাঞ্চল্য ছড়িয়েছে শহরে পুলিশ সূত্রে জানা গিয়েছে, ধৃতের নাম সাঁঝমল। তার কাছ থেকে উদ্ধার হয়েছে ৩০২ গ্রাম ব্রাউন সুগার। যার আনুমানিক বাজারমূল্য ৩০ লক্ষ টাকা। বুধবার মালদা থেকে ঠাকুরগঞ্জে যাওয়ার সময় শিলিগুড়ি সংলগ্ন কেষ্টপুরের কাছ থেকে ওই পাচারকারীকে গ্রেপ্তার করে বাগডোগরা থানার পুলিশ। ঘটনায় আর কেউ জড়িত রয়েছে কিনা তা খতিয়ে দেখছে পুলিশ।

কালচিনি ব্লকের বিভিন্ন চা বাগানে গেট মিটিং এ সামিল হল তৃণমূল চা বাগান শ্রমিক ইউনিয়ন

আলিপুরদুয়ার ঃ চা বাগানের শ্রমিকদের বর্ধিত ১৮ টাকা বেতন প্রদানের দাবিতে বৃহস্পতিবার সকালে কালচিনি ব্লকের বিভিন্ন চা বাগানে গেট মিটিং এ সামিল হল তৃণমূল চা বাগান শ্রমিক ইউনিয়ন। এদিন তৃণমূল চা বাগান শ্রমিক ইউনিয়নের পক্ষ থেকে কালচিনি ব্লকের মালঙ্গী,বীচ,দলসিংপাড়া,চুয়াপাড়া,ডীমা,ভাতখাওয়া, মধু সহ বিভিন্ন চা বাগানে এক ঘণ্টা গেট মিটিং আয়োজিত হয়।

তৃণমূল চা বাগান শ্রমিক ইউনিয়নের কেন্দ্রীয় সভাপতি বীরেন্দ্র ওরাও জানান শ্রমমন্ত্রী চা শ্রমিকদের ১৮ টাকা দৈনিক মজুরি বৃদ্ধি করেছে কিন্তু মালিকপক্ষ এই বর্ধিত বেতন দিতে ইচ্ছুক নয় তারা এর বিরুদ্ধে হাইকোর্টে আপিল করেছে আমাদের দাবি শীঘ্র চা শ্রমিকদের বেতন বৃদ্ধি করতে হবে। নচেৎ আমরা বৃহত্তর আন্দোলনে সামিল হব।

ফালাকাটা ব্লকের তাসাটি চা বাগানে গেট মিটিংয়

আলিপুরদুয়ার ঃ চা বাগানের শ্রমিকদের মজুরি বৃদ্ধির দাবি সহ আরও একাধিক দাবিতে বৃহস্পতিবার সকালে আলিপুরদুয়ার জেলার ফালাকাটা ব্লকের তাসাটি চা বাগানে গেট মিটিংয়ে সামিল হয় তৃণমূল কংগ্রেস। তৃণমূল কংগ্রেসের শ্রমিক সংগঠন আইএনটিটিইউসির উদ্যোগে ওই গেট মিটিংয়ের আয়োজন করা হয়। এদিনের ওই গেট মিটিং এ উপস্থিত ছিলেন শ্রমিক নেতা রবীন রাই, রামচন্দ্র লোহার,সিরিল বাঘোয়ার, আনন্দ খাড়িয়া প্রমুখ।

শিক্ষার মান আরো উন্নত করতে মন্ত্রী ও জেলা শাসকের উপস্থিতি বৈঠক

মালদা ঃ স্কুল কলেজের বিভিন্ন বিষয় নিয়ে প্রশাসনিক বৈঠকের আয়োজন মালদা প্রশাসনিক ভবনের সভাকক্ষে। করোনা কালে হয়নি বৈঠক। পরিস্থিতি স্বাভাবিক হওয়ার পর বৃহস্পতিবার দুপুরে মালদা জেলা প্রশাসনিক ভবনের সভাকক্ষে প্রশাসনিক বৈঠকের আয়োজন করা হয়। উপস্থিত ছিলেন রাজ্যের প্রতিমন্ত্রী সাবিনা ইয়াসমিন, জেলাশাসক নীতিন সিংহানিয়া, অতিরিক্ত জেলাশাসক শম্পা হাজরা, অতিরিক্ত পুলিশ সুপার শাহ কুমার অমিত সহ বিভিন্ন কলেজের প্রিন্সিপাল ও প্রতিনিধিরা।স্কুল কলেজে শিক্ষার পরিবেশ উন্নত করা, বিভিন্ন বিদ্যালয়ে পরিকাঠামো সঠিক রাখা, বিদ্যালয়ে মিড ডে মিলের খাওয়ার মান উন্নত করা , স্কুল কলেজে শিক্ষক শিক্ষিকাদের নিয়মিত উপস্থিতি এবং শিক্ষার মান উন্নত করতে প্রশাসনের পক্ষ থেকে কি কি করা প্রয়োজন তা নিয়ে প্রশাসনিক ভবনে বৈঠকের আয়োজন করা হয়।রাজ্যের প্রতিমন্ত্রী সাবিনা ইয়াসমিন বলেন, স্কুল কলেজে শিক্ষার মান উন্নত করার লক্ষ্যে বিভিন্ন বিষয়ে খতিয়ে দেখতে কলেজ ও স্কুল কর্তৃপক্ষকে নিয়ে বৈঠকের আয়োজন করা হয়।

উত্তরবঙ্গ মেডিক্যাল কলেজ ও হাসপাতাল পরিদর্শনে যান দার্জিলিংয়ের সাংসদ রাজু বিস্তা

শিলিগুড়ি ঃ শনিবার সকালে উত্তরবঙ্গ মেডিক্যাল কলেজ ও হাসপাতাল পরিদর্শনে যান দার্জিলিংয়ের সাংসদ রাজু বিস্তা। তার সঙ্গে উপস্থিত ছিলেন মাটিগাড়া নকশালবাড়ির বিধায়ক আনন্দময় বর্মন সহ অন্যান্যরা। এদিন তিনি হাসপাতালের বিভিন্ন ওয়ার্ডে যান, রোগী ও তাদের পরিজনদের সঙ্গে কথা বলেন তিনি। পাশাপাশি হাসপাতাল কর্তৃপক্ষের সঙ্গেও আলোচনা সারেন সাংসদ। বর্তমানে হাসপাতালের পরিস্থিতি কি রয়েছে সকলে সঠিক পরিষেবা পাচ্ছে কি না তাও খতিয়ে দেখেন সাংসদ।

অবশেষে দাবিপূরণ, নকশালবাড়ি স্টেশনে স্টপেজ দেওয়া শুরু করলো কাঞ্চনকন্যা এক্সপ্রেস

শিলিগুড়ি ঃ আলিপুরদুয়ার থেকে শিয়ালদার মধ্যে চলাচলকারী কাঞ্চনকন্যা এক্সপ্রেস ট্রেন নকশালবাড়ি স্টেশনের উপর দিয়েও চলাচল করলেও এতোদিন পর্যন্ত নকশালবাড়ি স্টেশনে কোনো স্টপেজ ছিল না ওই ট্রেনের। তাই এলাকার মানুষের দাবি ছিল কাঞ্চনকন্যা এক্সপ্রেস ট্রেনকে নকশালবাড়িতে স্টপেজ দেওয়া হোক। সেই দাবি মেনে শনিবার থেকে আনুষ্ঠানিকভাবে কাঞ্চনকন্যা এক্সপ্রেস ট্রেনের নকশালবাড়ি স্টেশনে স্টপেজ দেওয়া শুরু হলো।এদিন সকালে রেলের তরফে নকশালবাড়ি স্টেশনে একটি অনুষ্ঠান করা হয়। অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন দার্জিলিংয়ের সাংসদ রাজু বিস্ট। এদিন শিয়ালদা থেকে কাঞ্চনকন্যা এক্সপ্রেস ট্রেন নকশালবাড়িতে এসে পৌঁছানোর পর সেখানে দু মিনিট ট্রেন স্টপেজ দেয় ট্রেন। এরপর সবুজ পতাকা দেখিয়ে আলিপুরদুয়ারের উদ্দেশ্যে ট্রেনের যাত্রা শুরু করেন সাংসদ রাজু বিস্ট।এদিন এই অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন রেলের উচ্চপদস্থ কর্তারা।

হাতির হানায় মৃত ব্যাক্তির পরিবারের সদস্যের হাতে পাঁচ লক্ষ টাকার চেক প্রদান করলো বনদপ্তর

আলিপুরদুয়ার ঃ কালচিনি ব্লকের দলসিংপাড়া গোপালবাহাদুর বস্তি এলাকায় শনিবার সকালে এগারোটা হাতির হানায় মৃত ব্যাক্তির পরিবারের সদস্যের হাতে পাঁচ লক্ষ টাকার ক্ষতিপূরণের চেক প্রদান করলো বনদপ্তর। গত ১৭ই মে দলসিংপাড়া গোপালবাহাদুর বস্তি এলাকায় বুনো হাতির হানায় মারাত্মক ভাবে জখম হয় এলাকার বাসিন্দা শ্যাম সার্কি।পরবর্তীতে এলাকার বাসিন্দারা ও বনকর্মীরা আশঙ্কাজনক অবস্থায় প্রথমে তাকে লতাবাড়ি হাসপাতালে এবং পরবর্তীতে আলিপুরদুয়ার জেলা হাসপাতালে নিয়ে যায়।গত ১৮ই মে সকালে আলিপুরদুয়ার জেলা হাসপাতালে চিকিৎসাধীন অবস্থায় শ্যাম সার্কির মৃত্যু হয়। এদিন সকালে বনদপ্তরের হ্যামিল্টণগঞ্জ রেঞ্জ অফিসার অঙ্কন নন্দী, কালচিনি বনভূমি কর্মাধক্ষ্য রোশন ওরাও, দলসিংপাড়া প্রধান সুজাতা গোলে মৃত শ্যাম সার্কির বাড়িতে এসে শ্যাম সার্কির পরিবারের সদস্যদের হাতে বনদপ্তরের নিয়ম অনুযায়ী ক্ষতিপূরণের পাঁচ লক্ষ টাকার চেক প্রদান করেন।

শহরবাসীর সমস্যা শোনার জন্য প্রতি শনিবার পুরনিগমের প্রধান কার্যালয়ে 'টক টু মেয়র' কর্মসূচি সারেন মেয়র গৌতম দেব

শিলিগুড়ি ঃ শহরবাসীর সমস্যা শোনার জন্য প্রতি শনিবার পুরনিগমের প্রধান কার্যালয়ে 'টক টু মেয়র' কর্মসূচি সারেন মেয়র গৌতম দেব। একইভাবে শনিবার তিনি এই কর্মসূচির মাধ্যমে শহরবাসীর অভিযোগ শোনেন। সেই সমস্ত অভিযোগ নথিভুক্ত করা হয়। তার ওপর কাজ করার আশ্বাস দেন মেয়র। ইতিমধ্যেই টক টু মেয়র কর্মসূচিতে অভিযোগ পেয়ে একাধিক এলাকা পরিদর্শন করেছেন মেয়র। আগামীতে যেখানে প্রয়োজন হবে সেখানে নিজে পরিদর্শনে গিয়ে সমস্যা সমাধানের আশ্বাস দেন মেয়র।

চা বাগানের শ্রমিকদের বর্ধিত ১৮ টাকা বেতন প্রদানের দাবিতে শনিবার ও ডুয়ার্সের প্রতিটি চা বাগানে গেট মিটিং আয়োজিত হল

আলিপুরদুয়ার ঃচা বাগানের শ্রমিকদের বর্ধিত ১৮ টাকা বেতন প্রদানের দাবিতে শনিবার ও ডুয়ার্সের প্রতিটি চা বাগানে গেট মিটিং আয়োজিত হল । শনিবার সকালে কালচিনি ব্লকের দলসিংপাড়া মেচপাড়া,চুয়াপাড়া,মালঙ্গী,সাঁতালি,সুভাষিনি সহ বিভিন্ন চা বাগানে গেট মিটিং করল তৃণমূল চা বাগান শ্রমিক ইউনিয়ন ।চা বাগানের শ্রমিকদের ১৮ টাকা দৈনিক মজুরি বৃদ্ধির দাবিতে গত ২৫ মে থেকে চা বাগানে গেট মিটিং এ সামিল হয় তৃণমূল চা বাগান শ্রমিক ইউনিয়ন ।

সুদূর কলকাতা থেকে জলপাইগুড়ি তে কাজ করতে এসে হাতির হানায় মৃত্যু হলো এক মহিলার

জলপাইগুড়ি ঃ সুদূর কলকাতা থেকে জলপাইগুড়ি তে কাজ করতে এসে হাতির হানায় মৃত্যু হলো এক মহিলার। কলকাতার উত্তর ২৪ পরগনার বাসিন্দা প্রবীর মন্ডল,মাত্র কয়েকদিন হল স্ত্রী কে নিয়ে জলপাইগুড়িতে আসেন বাদাম তোলার কাজে। জলপাইগুড়ি সদর ব্লকের রঙধামালি সংলগ্ন ঠেঙ্গিপাড়া তিস্তার চর সংলগ্ন এলাকায় বাদাম খেতে বাদাম তোলার কাজে যোগ দিয়েছিলেন ১০ থেকে ১২ জন মানুষ। শুক্রবার গভীর রাতে বুনো হাতির একটি দল এই এলাকায় তান্ডব চালায়। একদাতাল হাতির কবলে পড়ে এলাকায় কাজ করতে আসা এক মহিলা। বছর ৩০ এর সন্ধ্যা রানী মন্ডল। রাতে ঘরের থেকে বাইরে বেরোলেই হাতির কবলে পড়ে মহিলা। তিস্তার চড় সংলগ্ন জমিতে বেশ কয়েকটি ঘর বানিয়ে কয়েকজন কৃষক জমি থেকে বাদাম তোলার কাজ করার জন্য ছিলেন। হাতির পাল চলে আসায় জমিসহ বাড়ি ঘর ক্ষতিগ্রস্ত হয়। রাতে ঘটনার পর সাথে সাথে আহত মহিলাকে জলপাইগুড়ি কলেজ ও হাসপাতালে নিয়ে আসা হলে কর্তব্যরত চিকিৎসক মৃত বলে ঘোষণা করেন।

কোচবিহার শহরেকে ফুটপাত মুক্ত জেলা প্রশাসনের বিশেষ অভিযান

কোচবিহার ঃ বৃহস্পতিবার কোচবিহার শহরের ভবানীগঞ্জ বাজারে শিবকালী মোড় এলাকা থেকে এন এন পার্ক পর্যন্ত কোচবিহার জেলা প্রশাসনের উদ্যোগে এবং কোচবিহার পৌরসভার সহযোগিতায় ফুটপাত মুক্ত অভিযান চালানো হয়। সেখানে এই ফুটপাত মুক্ত অভিযান চলাকালীন উপস্থিত ছিলেন কোচবিহারের সদর মহকুমা শাসক রাকিবুর রহমান সহ প্রশাসনের অন্যান্যকর্তারা এবং পৌরসভার আধিকারিকরা। অভিযান প্রসঙ্গে সদর মহকুমা শাসক বলেন , যেখানে আমরা ড্রেনগুলো পরিস্কার করতে পারছি না সেই জায়গাগুলিকে ফাঁকা করে দেওয়া হচ্ছে। আগেও তাদের সতর্ক করা হয়েছিল। কোথাও কোথাও ড্রেনের ওপরে দোকানপাট রয়েছে যার ফলে ড্রেন পরিস্কার করতে অসুবিধা হচ্ছে বলে তিনি জানান।

শিলিগুড়ির প্রধাননগর থানা অন্তর্গত বিভিন্ন এলাকায় বসানো হল নতুন CCTV ক্যামেরা, উদ্বোধন করলেন পুলিশ কমিশনার

শিলিগুড়ি ঃ প্রধান নগর থানার অন্তর্গত বিভিন্ন এলাকাতে বসানো হলো নতুন সিসিটিভি ক্যামেরা। শিলিগুড়ি প্রধাননগর থানায় আনুষ্ঠানিকভাবে সেই ক্যামেরাগুলির উদ্বোধন করলেন শিলিগুড়ি পুলিশ কমিশনার অখিলেশ চতুর্বেদী। একই সাথে উদ্বোধন করা হয় মনিটরিং রুমের।

জানা গিয়েছে, এদিন মোট ৭৫ টি নতুন ক্যামেরার উদ্বোধন করা হয়। তার মধ্যে চম্পাসারি মোড় থেকে তিনধারিয়া মোড় পর্যন্ত ৩০ টি, সার্কিট হাউজ মোড় থেকে সমননগর বটতলা মোড় পর্যন্ত ১৬ টি ও দার্জিলিং মোড় থেকে ইলাপাল চৌধুরীর স্কুলের মোড় পর্যন্ত ২৯ টি CCTV ক্যামেরা রয়েছে। এই ক্যামেরাগুলি মনিটরিং করার জন্য প্রধাননগর থানায় একটি মনিটরিং রুম তৈরি করা হয়েছে। এদিন এই রুম ও ক্যামেরার উদ্বোধন করা হয়। জানা গিয়েছে শিলিগুড়ি শহরের বিভিন্ন জায়গাতে এবং থানা গুলিতেও আরো সিসিটিভি ক্যামেরা লাগানো হবে। এদিন এই উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে পুলিশ কমিশনার অখিলেশ চতুর্বেদী ছাড়াও উপস্থিত ছিলেন ডিসিপি জয় টুডু, ADCP শুভেন্দ্র কুমার, ট্রাফিক DCP অভিষেক গুপ্তা সহ অন্যান্যরা।

পারা শিক্ষকদের বকেয়া বেতনের বিষয়ে ডিসির সঙ্গে দেখা করেছে ইউনিয়ন

চান্দিল ঃ ঝাড়খণ্ড প্রদেশের প্যারা টিচার্স নন প্যারা জেটেট সফল প্রার্থী অ্যাসোসিয়েশনের একটি প্রতিনিধি দল শুক্রবার জেলা প্রশাসক আরভা রাজকমলের সাথে দেখা করে এবং ইছাগড় ব্লকের দুই পারদ শিক্ষকের বকেয়া সম্মানী প্রদান সংক্রান্ত একটি স্মারকলিপি হস্তান্তর করেছে। ইউনিয়নের রাজ্য সভাপতি কুনাল দাস জানান, প্রয়াত পারদ শিক্ষক ডোমন চন্দ্র মাঞ্জি প্রায় দুই বছর আগে মারা গিয়েছিলেন। বিদ্যালয় ভবন নির্মাণ কাজে অনিয়মের কারণে চার বছর ধরে তার সম্মানী ভাতা বন্ধ ছিল। পরে ২০২০ সালে, মাননীয় হাইকোর্ট স্কুল ভবন নির্মাণ সমাপ্তির ক্ষেত্রে প্রয়াত প্যারা শিক্ষককে বকেয়া সম্মানী প্রদানের নির্দেশ দিয়েছিলেন। সম্মানী ভাতা তার বিধবা সুকুরমণি মাঝিকে প্রদান করতে হবে। কিন্তু জেলা শিক্ষা সুপারের কার্যালয় গত এক বছর ধরে তাদের বেতন হিমাগারে রেখেছে। এমতাবস্থায় আদিবাসী বিধবা হয়েও জীবনধারণের সমস্যায় পড়েছেন সুকুরমণি মাঝি।দুই সন্তান নিয়ে বেঁচে থাকা কঠিন হয়ে পড়ছে। অপরদিকে, ভবন নির্মাণ কাজে অনিয়মের আরেকটি ঘটনায়, বিইইও ইছাগড় প্যারা শিক্ষক অজিত কুমার মাহতোর বকেয়া সম্মানী প্রদানের অনুমোদন দিলেও এখন পর্যন্ত তা পরিশোধ করা হয়নি। শ্রী দাস আরও বলেন, বিভাগটি প্যারা শিক্ষকদের প্রতি সম্পূর্ণ সংবেদনশীল হয়ে পড়েছে। এ কারণে জেলা প্রশাসকের কাছে বিচার চেয়ে আবেদন জানাতে হয়েছে। এই প্রেক্ষাপটে যত তাড়াতাড়ি সম্ভব কোনও সমাধান না হলে সংঘ কঠোর আন্দোলন করতে বাধ্য হবে।

পুলিশ সুপার, এসডিপিও স্পেশাল টিমের নেতৃত্বে একটি বিশেষ অভিযানকারী দল গঠন করা হয়েছে। বৃহস্পতিবার রাতে আমান সাহুকে গ্রেফতার করে জেলহাজতে পাঠানো হয়েছে

হাজারীবাগ ঃ বরকাগাঁও থানা এলাকার এনটিপিসি অফিসের কাছে বারওয়াদিহে চাটি বড়িয়াতু কয়লা খনি ঋত্বিক কোম্পানিতে কর্মরত প্রকল্প কোঅর্ডিনেটর শরদ কুমারকে গুলি করে হত্যা করা হয়। আর তাঁর দেহরক্ষী রাজেন্দ্র প্রসাদ মাহাতো গুরুতর আহত হন। এ পরিপ্রেক্ষিতে বারকাগাঁও রেজিস্ট্রি করে যত দ্রুত সম্ভব এই মামলার তদন্ত ও গ্রেফতারের জন্য হাজারীবাগের পুলিশ সুপারের নির্দেশে বারকাগাঁও মহকুমা আধিকারিক অমিত কুমার সিংয়ের নেতৃত্বে একটি বিশেষ অভিযান দল গঠন করা হয়েছে। থানায় মামলা নং ০১৫৬২৩। উপরোক্ত দল গভীরভাবে গবেষণা করতে গিয়ে এই কেলেঙ্কারির পেছনের ষড়যন্ত্র এবং ষড়যন্ত্রকারীদের অতীতে ধরা পড়ে। এ প্রসঙ্গে আপনাদের সবাইকে আগেই জানানো হয়েছে। উপরোক্ত দলটি আরও গবেষণা করার সময়, এই কেলেঙ্কারির সাথে জড়িত শুটার এবং রেকিদের পরিচয়ও প্রতিষ্ঠিত হয়েছে এবং এই কেলেঙ্কারির তদন্ত করা হয়েছে। এই হত্যা মামলার ষড়যন্ত্রকারী, আমান সাহু এবং কথিত মায়াঙ্ক সিং, তার গ্যাংয়ের অত্যন্ত সক্রিয় সদস্য, চন্দন সাহুর পিতা, লোকনাথ সাহু থানা, পাত্রাটু জেলা, রামগড়ের নির্দেশে তার অন্যান্য সহযোগী জয় মঙ্গল মিশ্র, মো. , ওয়ারিস ওরফে ভুসা গ্রাম সাকুল থানা পাত্রতু জেলা রামগড়ের সাথে যৌথভাবে গঠিত। ২০২৩ সালের এপ্রিল মাসে এবং ০৪ এবং ০৬ মে মাসে বেশ কয়েকবার, এই দলের সদস্যরা ঘটনাস্থল এবং ঋত্বিক কোম্পানির অফিস এবং এর কর্মকর্তা এবং কর্মচারীদের এবং ঋত্বিকের প্রকল্প কোঅর্ডিনেটরের সাথে আসাযাওয়ার পথ পরিদর্শন করেছেন। কোম্পানীকে হত্যা করা হয় ০৯ মে। এই পরিপ্রেক্ষিতে, ২৩ মে ঝাড়খণ্ড আনসারি এবং জয় মঙ্গল মিশ্রকে গ্রেপ্তার করে বিচার বিভাগীয় হেফাজতে পাঠানো হয়েছিল। এরই ধারাবাহিকতায় শুক্রবার গোপন সংবাদের ভিত্তিতে আমান সাওর পিতা বাসুদেব সাও গ্রামের সাকুল থানার পাত্রটু জেলা রামগড়কে আটক করে বিচারিক হেফাজতে পাঠানো হয়েছে।

মাদারিহাটের পূর্ব খয়েরবাড়িতে প্রবল বৃষ্টির মধ্যে একটি পূর্ণ বয়স্ক মাদি হাতির বিদ্যুৎপৃষ্ঠ হয়ে মৃত্যুর ঘটনা ঘটেছে

আলিপুরদুয়ার ঃ মাদারিহাটের পূর্ব খয়েরবাড়িতে প্রবল বৃষ্টির মধ্যে একটি পূর্ণ বয়স্ক মাদি হাতির বিদ্যুৎপৃষ্ঠ হয়ে মৃত্যুর ঘটনা ঘটেছে। রাত আনুমানিক বারোটা নাগাদ এক সুপারি বাগানে হাতি হামলা করেছিল, ওপরে ছিলো হাইটেনশন লাইন, একটি সুপারি গাছও জ্বলে যায়, বনকর্তাদের প্রাথমিক অনুমান, ওই সুপারি গাছের সংস্পর্শে এসেই বিপত্তি ঘটে। ঘটনাস্থলে জলদাপাড়া জাতীয় উদ্যানের বনকর্মীরা।

আজকের দিনটি

মেষ ঃ পারিবারিক চিন্তা। আয় কম, খর্চা বেশী। স্বাস্থ্য বাধা।

বৃষ ঃ প্রেমি-প্রেমিকার মধ্যে মনোমালিন্য। আর্থিক দুরাবস্থা, স্বাস্থ্যর অবনতি।

মিথুন ঃ ভোগ বিলাসে সময় কাটবে। ধনের অপব্যায়, পারিবারিক কার্যে বাধা।

কর্ক ঃ মান-সম্মান ও প্রতিষ্ঠায় বৃদ্ধি। অনিষ্ঠ গ্রহের শান্তি করান অন্যথা দুর্ঘটনার সম্ভাবনা।

সিংহ ঃ মুখরোচক আহারের সম্ভাবনা। বিদের ভ্রমণ বা অন্যান্য স্থানে ভ্রমণের যোগ। পরিবারে কিঞ্চিত অশান্তি।

কন্যা ঃ স্বামী স্ত্রীর মধ্যে মধুর সম্পর্ক। ব্যবসায় লাভ।

বৃশ্চিক ঃ লম্বিত কার্য সম্পন্ন হইবে। সন্তান যোগের সম্ভাবনা। স্বামী স্ত্রীর মধ্যে সুসম্পর্ক ।

তুলা ঃ সন্তানের শারিরিক অবনতি। মা-বাবার সন্তান সুখ লাভ। গৃহ-ভূমি কেনার সম্ভাবনা।

ধনু ঃ নতুন কার্য ও নতুন ব্যাবসার উদ্বোধন। রাজনীতিজ্ঞদের উচ্চ পদ লাভ।

মকর ঃ পরিশ্রমদ্বারাই জীবনযাপন সুষ্ঠ ভাবে সম্ভব। স্বামী স্ত্রীর মধ্যে সুসম্পর্ক। ভ্রমণে সম্ভাবনা ।

কুম্ভ ঃ স্বামী স্ত্রীর মধ্যে মধুর সম্পর্ক। ব্যবসায় লাভ।

মীন ঃ ব্যবসায় লোকসান, হওয়া কাজে বাধা, মহিলারা নিজের সাস্থ্যের দিকে লক্ষ রাখুন।

তান্ত্রিক অশোক স্বামী

বিদ্যুৎ সহসা সুখবর নেই, শিল্পে কমছে উৎপাদন, বাড়ছে খরচ

ঢাকা ঃ লোডশেডিং ভয়াবহ রূপ নিয়েছে বাংলাদেশে। তীব্র তাপদাহের সঙ্গে লোডশেডিংয়ে জনজীবন অস্থির হয়ে উঠেছে।

খোদ রাজধানী ঢাকাতেই এখন লোডশেডিং হচ্ছে ৫ থেকে ৭ ঘন্টা। গ্রামে সেটা কোন কোন দিন ১০ ঘন্টাও পার হয়ে যাচ্ছে। বৃষ্টি ছাড়া আপাতত কোন সমাধান নেই বিদ্যুৎ বিভাগের কাছে। অন্তত ২০ দিনের মধ্যে সমাধানের কোন আশ্বাসও দিতে পারছেন না নীতিনির্ধারকেরা। এমন পরিস্থিতিতে শিল্পে উৎপাদন কমে যাচ্ছে। বাড়ছে খরচ।

বিদ্যুতের এই খারাপ সময়ের মধ্যে বন্ধ হয়েছে পায়রা বিদ্যুৎ কেন্দ্র। এর ফলে বন্ধ বিদ্যুৎ কেন্দ্রের ইউনিটের সংখ্যা দাঁড়ালো ৫৭টিতে। অর্থাৎ উৎপাদন ক্ষমতার অর্ধেকেরও নিচে নামলো গ্রাহক পর্যায়ে বিদ্যুৎ সরবরাহ সক্ষমতা। বর্তমানে দেশে বিদ্যুতের চাহিদা ১৭ হাজার মেগাওয়াটের মতো। পাওয়ার গ্রিড কোম্পানির (পিজিসিবি) প্রতিবেদন অনুযায়ী, গত রবিবার রাত ১টায় সর্বোচ্চ ৩ হাজার ২৪ মেগাওয়াট বিদ্যুতের লোডশেড হয়। ওই সময় ১৪ হাজার ৩০৮ মেগাওয়াট চাহিদার বিপরীতে বিদ্যুৎ আমদানি এবং উৎপাদিত হয় ১১ হাজার ২৮৪ মেগাওয়াট। এ দিন সবচেয়ে কম সকাল ৭টায় ১১ হাজার ১৩৪ মেগাওয়াট এবং সবচেয়ে বেশি রাত ৯টায় ১৩ হাজার ৭৮১ মেগাওয়াট বিদ্যুৎ উৎপাদিত হয়। বিদ্যুৎ উন্নয়ন বোর্ডের (পিডিবি) প্রকৌশলীরা জানান, দেশে বিদ্যুতের সর্বোচ্চ উৎপাদন হয় গত ১৯ এপ্রিলে ১৫ হাজার ৬৪৮ মেগাওয়াট। বর্তমানে যে গরম তাতে জ্বালানি সরবরাহ গেলে ১৭ হাজার মেগাওয়াট ছাড়িয়ে যেত উৎপাদন। সে বিবেচনায় লোডশেডিং প্রকৃতপক্ষে ৫ হাজার মেগাওয়াটেরও বেশি।

বর্তমানে আমদানিসহ দৈনিক ২৩ হাজার ৩৭০ মেগাওয়াট বিদ্যুৎ উৎপাদনের সক্ষমতা রয়েছে চালু থাকা ১৪৯টি কেন্দ্রের। রক্ষণাবেক্ষনের জন্য দীর্ঘমেয়াদে বন্ধ রয়েছে চারটি কেন্দ্র, যেগুলোর উৎপাদন ক্ষমতা আরো ৩০৯ মেগাওয়াট। এখন এক তৃতীয়াংশের বেশি কেন্দ্র বন্ধ এবং উৎপাদন ক্ষমতা অর্ধেকের নিচে নেমেছে। এখন গড় উৎপাদন হচ্ছে সাড়ে ১২ হাজার মেগাওয়াট। এর মধ্যে ভারত থেকে আমদানিকৃত দৈনিক এক হাজার ৬০০ থেকে এক হাজার ৭০০ মেগাওয়াট বিদ্যুৎও রয়েছে।

বাংলাদেশ ন্যাশনাল পাওয়ার সেলের মহাপরিচালক প্রকৌশলী মোহাম্মদ হোসাইন ডয়চে ভেলেকে বলেন, পায়রা বিদ্যুৎ কেন্দ্র বন্ধ হওয়ার কারণে যে ৬০০-৬৫০ মেগাওয়াট বিদ্যুৎ আমরা এখন কম পাব সেটা অন্যভাবে পুষিয়ে নেওয়ার উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে। আদানি থেকে এখন যে বিদ্যুৎ আসছে সেটা কিছুটা বাড়ানো হচ্ছে। পাশাপাশি রামপালেরও উৎপাদন বাড়ানো হচ্ছে। ফলে এই ঘাটতি আপাতত পূরণ করা সম্ভব হবে। তবে স্বাভাবিক পরিস্থিতি ফিরতে ২৩ জুন পর্যন্ত অপেক্ষা করতে হবে। ইতিমধ্যে কয়লা আমদানির ঋণপত্র খোলা হয়েছে। ১২ জুন ইন্দোনেশিয়া থেকে ৬০ হাজার টন কয়লা আসছে। ২৩ জুন সেটা পৌঁছবে। এরপর আবার চালু হবে পায়রা বিদ্যুৎ কেন্দ্র। ফলে সেই পর্যন্ত আমাদের অপেক্ষা করতে হবে।

তবে সংশ্লিষ্টরা বলছেন, ১২ জুন জাহাজ রওনা দিলেও ইন্দোনেশিয়া থেকে বাংলাদেশে আসতে অন্তত ১৫ দিন লাগবে। অর্থাৎ ২৭ জুনের আগে সেই কয়লা পৌঁছবে না। জাহাজ থেকে কয়লা নামানোর পর পায়রা বিদ্যুৎ কেন্দ্র চালু করতে ২৯-৩০ জুন হয়ে যাবে। এর মধ্যে সরকার ভারতের আলোচিত-সমালোচিত শিল্প গ্রুপ আদানির সঙ্গে যোগাযোগ করেছে। আদানি থেকে বর্তমানে ৭৫০ মেগাওয়াট বিদ্যুৎ আসছে। এখন সেটা বাড়িয়ে এক হাজার ৫০ মেগাওয়াট আনার চেষ্টা হচ্ছে। পাশাপাশি রামপালের উৎপাদনও কিছুটা বাড়ানোর চেষ্টা হচ্ছে। আবার শিল্পে কিছুটা গ্যাস কমিয়ে বিদ্যুতে দেওয়ার বিষয়টি আলোচিত হচ্ছে। জ্বালানি বিশেষজ্ঞ অধ্যাপক শামসুল আলম বলেন, এখন যদি আমরা ঋণপত্র খুলতে পারি, তাহলে ২০ দিন আগে সেটা কেন করিনি? অর্থাৎ আমাদের পরিকল্পনায়ও ঘাটতি আছে। ডলার সংকট তো আছেই? কিন্তু সেই সংকট এতটা না যে, আমরা কয়লা কিনতে পারব না। এখন তো আর ডলার উড়ে আসছে না। পরিকল্পনা করে যদি কয়েকদিন আগে ঋণপত্র খোলা যেত, তাহলে কিন্তু সাধারণ মানুষকে এত কষ্ট পেতে হতো না। তার চেয়েও বড় কথা হল, আমরা শুধু বিদ্যুৎ কেন্দ্র তৈরি করেছি, কিন্তু জ্বলানির দিকে মনোযোগ দেইনি। পরনির্ভরশীল হয়ে বিদ্যুৎ কেন্দ্র চালাতে চেয়েছি। সেটা তো কোন সঠিক সিদ্ধান্ত হতে পারে না। আমাদের উচিৎ ছিল জ্বালানির দিকে বেশি মনোযোগ দেওয়া। সরকার সেটা করেনি। এখন তার ফল পেতে হচ্ছে।

এখন যদি শিল্পে কমিয়ে বিদ্যুতে গ্যাস বাড়ানো হয় তাহলে শিল্প উৎপাদনে ভয়াবহ ধস নামবে বলে মনে করেন বাংলাদেশ নিটওয়্যার ম্যানুফ্যাকচারার্স অ্যান্ড এক্সপোর্টার্স অ্যাসোসিয়েশনের (বিকেএমইএ) নির্বাহী সভাপতি মোহাম্মদ হাতেম। ডয়চে ভেলেকে তিনি বলেন, বিদ্যুতের লোডশেডিং আর গ্যাস সংকটের কারণে এমনিতেই আমরা মহাসংকটে আছি। এরপর যদি গ্যাস কমিয়ে দেওয়া হয় তাহলে রপ্তানিতে ধস নামবে। আমাদের নিরবিচ্ছিন্ন গ্যাস দেওয়া হবে এই শর্তে গত ফেব্রুয়ারিতে আমরা গ্যাসের প্রতি ইউনিটের দাম ১১ টাকা থেকে বাড়িয়ে ৩০ টাকা দিতে রাজি হয়েছি। এখন দামও বাড়ানো হল, গ্যাসও পাচ্ছি না। জেনারেটর দিয়ে ফ্যাক্টরি চালাতে গিয়ে উৎপাদন খরচ ৩০ থেকে ৩৫ শতাংশ বেড়ে যাচ্ছে।

গাজীপুরের পুবাইল ও নরসিংদী বিসিকে দেশের অন্যতম শীর্ষস্থানীয় হস্তশিল্প রপ্তানিকারক প্রতিষ্ঠান ক্রিয়েশন প্রাইভেট লিমিটেডের দু'টি কারখানা রয়েছে। বিদ্যুৎ সরবরাহ পরিস্থিতির অবনতি হওয়ায় কারখানা দু'টিতে ডিজেলচালিত জেনারেটর দিয়ে উৎপাদন চালাতে হচ্ছে দিনের একটি বড় সময়ে। আবার সব যন্ত্র জেনারেটরে চালানো যায় না। তাই উৎপাদন ঠিক রাখতে কর্মীদের দিয়ে তিন-চার ঘণ্টা ওভারটাইম করানো হচ্ছে। তাতে উৎপাদন খরচ বেড়ে গেছে ১০-১৫ শতাংশ।

প্রতিষ্ঠানটির ব্যবস্থাপনা পরিচালক মো. রাশেদুল করিম মুন্না বলেন, রোববার আমার পুবাইলের কারখানায় সাত থেকে আটবার লোডশেডিং হয়েছে। আর নরসংদীর কারখানায় পাঁচ থেকে ছয়বার। অবস্থা এমন যে আমরা বসে থাকি, কখন বিদ্যুৎ আসবে। সামনের দিনে বিদ্যুতের অবস্থার আরও অবনতি হলে লোকসান ছাড়া আর কোনো উপায় থাকবে না। বর্তমানে এলাকা ভাগ করে কোন এলাকায় কখন বিদ্যুৎ থাকবে না, সেটি পরিষ্কার করে আগে থেকেই সবাইকে জানানো প্রয়োজন। তাহলে আমরা সেইভাবে প্রস্তুতি রাখতে পারি।গ্যাস সংকটের পাশাপাশি লাগামছাড়া লোডশেডিংয়ে গার্মেন্টস কারখানার উৎপাদনও কমছে। রপ্তানি পণ্যের সরবরাহ বাধাগ্রস্থ, বিদেশি ক্রেতা হারানো ও বায়ারদের কাছে জরিমানার আশঙ্কা করছেন গার্মেন্টস মালিকরা। লোডশেডিংয়ের সময় যারা নিজস্ব জেনারেটরে কারখানা চালাচ্ছেন, তাদের উৎপাদন খরচ বেড়েছে অনেক। অনেক কারখানার শ্রমিকরা দিনের বড় অংশ অলস সময় কাটাচ্ছেন। বিদ্যুতের ঘন ঘন যাওয়া-আসার কারণে কারখানার যন্ত্রপাতিও ক্ষতিগ্রস্থ হচ্ছে। নষ্ট হচ্ছে শিল্পের কাঁচামাল। কমেছে শ্রমিকদের আয়।

লোডশেডিংয়ে গার্মেন্ট শিল্পে কী প্রভাব পড়ছে? জানতে চাইলে বাংলাদেশ পোশাক প্রস্তুতকারক ও রপ্তানিকারক সমিতির (বিজিএমইএ) ভারপ্রাপ্ত সভাপতি শহীদুল্লাহ আজিম বলেন, এখন তো আমাদের অর্ডার এমনিতেই কম। তার মধ্যে লোডশেডিংয়ের কারণে আমাদের জেনারেটরের উপর ভরসা করতে হচ্ছে। সেখানে তেল কিনতে বিপুল অংকের টাকা খরচ হচ্ছে। আবার শ্রমিকদের দিয়ে ওভারটাইম করাতে গিয়ে তাদের অতিরিক্ত টাকা দিতে হচ্ছে। এতে উৎপাদন খরচ অন্তত ৩৫ শতাংশ বেড়ে যাচ্ছে। কিন্তু আমরা তো বায়ারদের কাছ থেকে বেশি টাকা নিতে পারছি না। ফলে লোকসান হওয়া ছাড়া কোন পথ নেই। তারপরও লাভ লোকসান না দেখে নির্ধারিত সময়ে শিপমেন্টের দিকেই আমরা মনোযোগ দিচ্ছি। কিন্তু এভাবে দীর্ঘদিন চললে রপ্তানিতে অবশ্যই ধস নামবে।

ভারতকে সাবমেরিন দিতে পারে জার্মানি

বার্লিন ঃ অস্ত্র নিয়ে রাশিয়ার উপর থেকে ভারতের নির্ভরতা কমুক, চায় জার্মানি। ভারতকে সাবমেরিন দিতে পারে জার্মানি।

জার্মানির প্রতিরক্ষামন্ত্রী বরিস পিস্টোরিয়াস ইন্দোনেশিয়া সফর করছেন। সেখান থেকে তিনি ভারতে আসবেন। ইন্দোনেশিয়ায় ডিডাব্লিউর প্রতিনিধি নিনা হ্যাসের সঙ্গে সাক্ষাৎকারে বরিস বলেছেন, জার্মানি চায় না, ভারত এই ভাবে রাশিয়ার অস্ত্রের উপর নিভরশীল থাকুক। জার্মানির প্রতিরক্ষামন্ত্রী বলেছেন, ''জার্মানি একা এই পরিস্থিতি বদলাতে পারবে না। সহযোগী দেশগুলির সঙ্গে একসঙ্গে কাজ করতে হবে। তবে ভারত যদি রাশিয়ার অস্ত্রের উপর নির্ভরশীল থাকে সেটা দীর্ঘমেয়াদী ভিত্তিতে জার্মানির স্বার্থের পক্ষে ভালো নয়। '' বরিস জানিয়েছেন, ''আমি ভারত ও ইন্দোনেশিয়ার মতো নির্ভরযোগ্য সহযোগীদের একটা সিগন্যাল দিতে চাই। আমরা তাদের সাহায্য করব। তাদের সাবমেরিন দেয়ার সম্ভাবনাও আছে।''

জার্মান প্রতিরক্ষামন্ত্রী বলেছেন, ''আমি এখানে এসেছি, কারণ, একুশ শতকে নিরাপত্তা, নৌচলাচলের স্বাধীনতা এবং আন্তর্জাতিক আর্থিক চ্যালেঞ্জের মোকাবিলায় সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা নেবে এই অঞ্চল। তাই শুধু জার্মানি নয়, গোটা ইউরোপের কাছেই এই অঞ্চলের গুরুত্ব খুব বেশি।'' ইন্দোনেশিয়ার সঙ্গে সামরিক সম্পর্ক ঘনিষ্ঠ করা নিয়ে দুই দেশের প্রতিরক্ষামন্ত্রীদের আলোচনা হয়েছে। তবে সেখানে অস্ত্র কেনাবেচা নিয়ে কোনো সিদ্ধান্ত হয়নি। জার্মান প্রতিরক্ষামন্ত্রী বলেছেন, ''আমার স্যুটকেসে কোনো অস্ত্র নেই। তবে আশ্বাস ও প্রতিশ্রুতি আছে যে, আমরা ব্যস্ত থাকব।'' তিনি জানিয়েছেন, ''এই অঞ্চলের নির্ভরযোগ্য সহযোগীদের সঙ্গে আমরা সহযোগিতা করতে চাই।''

ইরানে বন্দি জার্মান নাগরিক অসুস্থ

তেহরানঃ ২০২০ সালে জাতীয় নিরাপত্তা আইনে বন্দি করা হয়েছিল ওই জার্মান-ইরানি নাগরিককে। ৬৬ বছরের নাহিদ তাঘাভি দীর্ঘদিন ধরে ইরানের জেলে বন্দি। তার এক সহবন্দি জানিয়েছেন, জেলে ক্রমশ অসুস্থ হয়ে পড়ছেন নাহিদ। বিছানা থেকে ওঠার অবস্থায় নেই তিনি। তার শরীরে এতটাই যন্ত্রণা যে প্রতিদিন ব্যাথা কমানোর ইঞ্জেকশন দিতে হচ্ছে তাকে। ইরানের জেল কর্তৃপক্ষ অবশ্য এবিষয়ে কোনো মন্তব্য করেনি। মানবাধিকার কর্মী নাহিদকে ২০২০ সালে জাতীয় নিরাপত্তা আইনে গ্রেপ্তার করে ইরানের পুলিশ। এর একবছর পর ইরানের আদালত তাকে দোষী বলে সাব্যস্ত করে। ১১ বছরের হাজতবাসের নির্দেশ দেয়া হয়। এরপর টানা ৭ মাস নাহিদকে আইসোলেশন সেলে রাখা হয়। সেই সময় থেকেই নাহিদের শরীর ভাঙতে শুরু করে বলে জানিয়েছেন তার সহবন্দি। একটি ইনস্টাগ্রাম পোস্ট করেছেন নারগেস মহম্মদী। সেখানে বলা হয়েছে, এই জার্মান-ইরানি মানবাধিকার কর্মীর শারীরিক অবস্থা খুবই খারাপ। চোখে মুখে সেই ছাপ ফুটে উঠছে নাহিদের। তিনি বিছানা ছেড়ে উঠতেই পারছেন না। মহম্মদী জানিয়েছেন, নাহিদের মেরুদণ্ডে সমস্যা আছে। ব্যাথা মূলত সেখান থেকেই হচ্ছে। এছাড়াও উচ্চরক্তচাপ এবং সুগারের সমস্যা শুরু হয়েছে তার। মহম্মদীর ইনস্টাগ্রাম প্রোফাইল তার পরিবার চালায় ফ্রান্স থেকে। মহম্মদীর সঙ্গে যা কথা হয়, তার উপর ভিত্তি করেই এই পোস্টগুলি করা হয়। নাহিদ ছাড়াও ইরানের জেলে বন্দি নারী রাজনৈতিক বন্দি এবং বিশেষত বিদেশি বন্দিদের বিষয়ে নিয়মিত পোস্ট করেন মহম্মদী। তাদের উপর কী ধরনের অত্যাচার হচ্ছে, সার্বিকভাবে জেলের অবস্থা এই সমস্ত বিষয়ে পোস্ট করেন মহম্মদী। বস্তুত, গত কয়েকবছরে বহু বিদেশি মানবাধিকার কর্মীকে গ্রেপ্তার করেছে ইরান। আন্তর্জাতিক চাপ থাকলেও তাদের ছাড়া হচ্ছে না। আরো বেশ কয়েকজন বিদেশি বন্দির শারীরিক অবস্থাও ভালো নয় বলে জানিয়েছেন মহম্মদী।

যুদ্ধবিমানের ইঞ্জিন বানাবে ভারত আমেরিকা

নয়া দিল্লি ঃ যৌথভাবে ফাইটার জেটের ইঞ্জিন তৈরি নিয়ে সমঝোতায় পৌঁছাল ভারত এবং অ্যামেরিকা। মোদীর মার্কিন সফরে চুক্তি হবে।

মার্কিন প্রতিরক্ষামন্ত্রী লয়েড অস্টিন এখন ভারত সফর করছেন। সোমবার ভারতের প্রতিরক্ষামন্ত্রী রাজনাথ সিংয়ের সঙ্গে অস্টিনের বৈঠক হয়। সেখানেই এই বিষয়ে সমঝোতা হয়েছে। মোদীর মার্কিন সফরের সময় এই বিষয় চুক্তি হবে।

সংবাদসংস্থা রয়টার্স আগেই জানিয়েছিল, বাইডেন প্রশাসন জেনারেল ইলেকট্রিকস(জিই)-কে ভারতীয় সেনাবাহিনীর জন্য যুদ্ধবিমানের ইঞ্জিন বানাবার অনুমতি দিচ্ছে। হোয়াইট হাউস গত জানুয়ারিতে জানিয়েছিল, তারা ভারতের সঙ্গে যৌথভাবে এই ইঞ্জিন বানানোর আবেদন পেয়েছে।

গত বেশ কয়েক দশক ধরে অস্ত্র আমদানির ক্ষেত্রে ভারত খুব বেশি করে রাশিয়ার উপর নির্ভরশীল। এখন পরিস্থিতি বদলাচ্ছে। ভারতে অস্ত্র বিক্রি করা নিয়ে উৎসাহ দেখাচ্ছে পশ্চিমা দেশগুলি। জার্মানি ভারতকে সাবমেরিন দেয়ার ইঙ্গিত দিয়েছে। অ্যামেরিকা ভারতের সঙ্গে যৌথভাবে যুদ্ধবিমানের ইঞ্জিন তৈরিতে রাজি হয়েছে। ইউক্রেন যুদ্ধের পর পশ্চিমা দেশগুলি চাইছে, রাশিয়ার প্রতি তাদের অস্ত্র-নির্ভরতা কম করুক ভারত।

এই পরিস্থিতিতে অস্টিন-রাজনাথ বৈঠক ছিল খুবই গুরুত্বপূর্ণ। দ্য প্রিন্ট জানাচ্ছে, হাইপারসনিক অস্ত্র, আন্ডারওয়াটার ডোমেইন অ্যাওয়ারনেস(ইউডিএ)-

-সহ অত্যাধুনিক প্রযুক্তির অস্ত্রশস্ত্র নিয়েও আলোচনা হয়েছে।

তাছাড়া আলোচনায় গুরুত্ব পেয়েছে চীন ও পাকিস্তান। এশিয়া-প্যাসিফিকের নিরাপত্তা পরিস্থিতি নিয়ে বিশদে কথা হয়েছে।

সূত্র জানাচ্ছে, রাজনাথ বৈঠকে অস্টিনকে অনুরোধ করেছেন, অ্যামেরিকার কোম্পানিগুলি যাতে ভারত থেকে জিনিস কেনে সেটা নিশ্চিত করতে। ভারতীয় কোম্পানিগুলি যখন মার্কিন প্রযুক্তি কিনতে চায়, তখন প্রশাসনিক জটিলতার মধ্যে তাদের পড়তে হয়। এই পরিস্থিতির মধ্যে যাতে তাদের পড়তে না হয়, সেই অনুরোধও রাজনাথ অস্টিনকে করেছেন।

তবে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ হলো, যৌথভাবে জেট ইঞ্জিন তৈরির বিষয়টি। গত প্রায় এক দশক ধরে এই আলোচনা চলছে। রাষ্ট্রায়ত্ব হিন্দুস্তান অ্যারোনটিক্স লিমিটেডের সঙ্গে যৌথভাবে জিই ভারতের যুদ্ধবিমানের জন্য ইঞ্জিন বানাবে। জিই এই প্রযুক্তি দেবে। জিই এফ৪১৪ ইঞ্জিন তখন ভারতে তৈরি হবে। মোদীর আসন্ন মার্কন সফরের সময় এই চুক্তি হবে।

রাজনাথ বৈঠকে চীন ও পাকিস্তানের প্রসঙ্গ তোলেন। ভারতের তরফ থেকে জানিয়ে দেয়া হয়, চীন ও পাকিস্তান বিশ্বস্ত বন্ধু হতে পারে না। তাই তাদের সঙ্গে অ্যামেরিকা যেন কোনো প্রতিরক্ষা সমঝোতা না করে।

১০১টি দেহ এখনো চিহ্নিত করা যায়নি

বালাসোর ঃ ওড়িশা রেল দুর্ঘটনায় নিহত ১০১টি দেহ এখনো শনাক্ত করা যায়নি। সোমবার বিকেলের পর ট্রেল চলাচল আবার শুরু হয়েছে। ওড়িশার বালেশ্বরের ট্রেন দুর্ঘটনার স্মৃতি এখনো টাটকা। ঘটনাস্থলে এখনো পড়ে আছে দুর্ঘটনার কবলে পড়া করমণ্ডল এক্সপ্রেসের বগি। এখনো ঘটনাস্থল ঘিরে হাহাকার আর কান্নার রোল। প্রিয় মানুষকে খুঁজে ফিরছেন আত্মীয়স্বজনেরা। তারই মধ্যে রেলের তরফে মঙ্গলবার জানানো হয়েছে, ১০১টি মৃতদেহ এখনো মর্গে পড়ে আছে। তাদের চিহ্নিত করা যায়নি। দেহগুলি একাধিক মর্গে ভাগ করে রাখা হয়েছে। পূর্ব মধ্য রেলের ডিভিশনাল রেলওয়ে ম্যানেজার রিনকেশ রায় সাংবাদিকদের বলেছেন, সব মিলিয়ে ২৭৫ জনের মৃত্যু হয়েছে। ১১০০ মানুষ আহত অবস্থায় হাসপাতালে ভর্তি হয়েছিলেন। তার মধ্যে ৯০০ জনকে ছেড়ে দেওয়া হয়েছে। ২০০ জনের অবস্থা আশঙ্কাজনক। তাদের এখনো হাসপাতালে চিকিৎসা চলছে। তবে যে দেহগুলি চিহ্নিত হয়নি, সেগুলি নিয়ে কী করা হবে, তা নিয়ে উদ্বেগে রেল কর্তৃপক্ষ। এতগুলি দেহ একসঙ্গে রাখা কঠিন বলে জানিয়েছে প্রশাসন। শুক্রবার সন্ধ্যায় ওড়িশার বালেশ্বরের কাছে একটি মালগাড়ির সঙ্গে মুখোমুখি সংঘর্ষ হয় করমণ্ডল এক্সপ্রেসের। বহুদিনের মধ্যে এত ভয়ংকর দুর্ঘটনা ঘটেনি রেলে। ঘটনাস্থলে কার্যত মুড়ির টিনের মতো উল্টে যায় যাত্রী বোঝাই ট্রেনটি। প্রাথমিক তদন্তে মনে করা হচ্ছে, সিগনালিংয়ের গন্ডগোলের জন্যই এই দুর্ঘটনা ঘটেছে। তবে তদন্ত এখনো পুরোপুরি শেষ হয়নি। এদিকে স্থানীয় হাসপাতালগুলি জানিয়েছে, প্রতিদিন শয়ে শয়ে ফোন আসছে তাদের কাছে। আত্মীয়দের খুঁজতে শয়ে শয়ে মানুষ প্রতিদিন হাসপাতালে ভিড় জমাচ্ছেন। আহতদের কাছেও ধীরে ধীরে আত্মীয়েরা পৌঁছাচ্ছেন। বিএমসি হাসপাতালে ১৯৩টি মৃতদেহ রাখা আছে। তার মধ্যে মাত্র ৮০টি চিহ্নিত হয়েছে। ৫৫টি দেহ আত্মীয়দের হাতে তুলে দেওয়া সম্ভব হয়েছে। এদিকে সোমবার বিকেলের পর ওই রুটে আবার ট্রেন চলাচল শুরু হয়েছে।

দক্ষিণ চীন সাগরে রণতরি পাঠাবে জার্মানি

বার্লিন ঃ এশীয়-প্রশান্ত মহাসাগরীয় অঞ্চলে শান্তি ও স্থিতিশীলতা বজায় রাখতে জার্মানি ২০২৪ সালে দুটি রণতরি পাঠাতে চলেছে। জার্মান প্রতিরক্ষামন্ত্রী নিয়ম-ভিত্তিক আন্তর্জাতিক কাঠামোর পক্ষে জোরালো সওয়াল করেছেন। সিঙ্গাপুরে সদ্য সমাপ্ত 'শাংরি লা ডায়ালগস' নামের প্রতিরক্ষা বিষয়ক সম্মেলনে চীনের বেড়ে চলা প্রভাব-প্রতিপত্তি বেশ গুরুত্ব পেয়েছে। বিশেষ করে দক্ষিণ চীন সাগরে বেইজিং যেভাবে আধিপত্য বিস্তার করার চেষ্টা করছে, তার ফলে বৃহত্তর আঞ্চলিক সংকটের আশঙ্কা বাড়ছে। তাইওয়ানকে ঘিরে চীনের তর্জনগর্জনও আন্তর্জাতিক স্তরে দুশ্চিন্তার কারণ হয়ে উঠেছে। সম্মেলনে চীনা ও মার্কিন প্রতিরক্ষামন্ত্রীর সাক্ষাৎ হলেও চীন সরাসরি আলোচনা চালাতে অস্বীকার করছে। এমন পরিস্থিতিতে অ্যামেরিকা ও অস্ট্রেলিয়াসহ চীনের অনেক প্রতিবেশী দেশ পারস্পরিক সহযোগিতার বাড়ানোর উদ্যোগ নিচ্ছে। মার্কিন প্রতিরক্ষামন্ত্রী লয়েড অস্টিন সোমবার নতুন দিল্লিতে ভারতের সঙ্গে সামরিক সম্পর্ক আরও নিবিড় করার পক্ষে সওয়াল করেছেন। দুই দেশই এক্ষেত্রে প্রযুক্তিগত সহযোগিতা আরও বাড়ানোর সিদ্ধান্ত নিয়েছে। আগামী ২২শে জুন ওয়াশিংটনে ভারতের প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীর রাষ্ট্রীয় সফরের সময় আরো কিছু ঘোষণার সম্ভাবনা বাড়ছে। জার্মানির প্রতিরক্ষামন্ত্রী বরিস পিস্টোরিউস সিঙ্গাপুরের সম্মেলনে দক্ষিণ চীন সাগরের পরিস্থিতি সম্পর্কে উদ্বেগ প্রকাশ করেন। ২০২৪ সালে সেখানে দুটি রণতরী পাঠানোর ঘোষণা করেন তিনি। তবে তাঁর মতে, এর মাধ্যমে চীন বা অন্য কোনো দেশের বিরুদ্ধে পদক্ষেপ নেওয়া হচ্ছে না। পিস্টোরিউস বলেন, নিয়ম-ভিত্তিক আন্তর্জাতিক কাঠামোর পক্ষে সব দেশের জোরালো সমর্থন আরও জরুরি হয়ে উঠেছে। তাছাড়া বিশ্বের গুরুত্বপূর্ণ সমুদ্রপথগুলির সুরক্ষাও নিশ্চিত করা প্রয়োজন।

সম্পাদকীয়

তৃণমূল যাত্রায়, বিজেপি সভায়, বামেরা গণমাধ্যমে

প্রচারে নেমে পড়লো পশ্চিমবঙ্গের দলগুলি। তৃণমূলের 'যাত্রার পাল্টা বিজেপির জনসম্পর্ক অভিযান। বাম ব্যস্ত সামাজিক মাধ্যমে। প্রচণ্ড গরমের মধ্যেই পুরোদস্তর প্রচারে পশ্চিমবঙ্গের বিভিন্ন রাজনৈতিক দল। তৃণমূলের 'নব জোয়ারের' পাল্টা বিজেপির জনসম্পর্ক অভিযান। সেই তুলনায় ম্রিয়মাণ বাম, কংগ্রেস। পঞ্চায়েত ভোটের ঘোষণা এখনো হয়নি। নির্বাচন কবে হবে তা নিয়ে জল্পনা চলছে। এর উপর রাজ্যের বিভিন্ন জেলায় চলছে তাপপ্রবাহ। চলতি সপ্তাহের শেষ অবধি গরম থেকে রেহাই নেই। কিন্তু রাজনীতির ময়দান দেখে তা মনে হচ্ছে না। জেলায় জেলায় ঘুরে জনসংযোগ করছেন তৃণমূলের সর্বভারতীয় সাধারণ সম্পাদক অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়। রোড শো থেকে জনসভা ঘিরে তৃণমূল কর্মীসমর্থকরা উজ্জীবীত হচ্ছেন বলে দলের নেতারা মনে করছেন। ২৫ এপ্রিল থেকে শুরু হয়ে ৬০ দিন ধরে এই কর্মসূচি চলবে। ছাউনি ফেলে গোপন ব্যালটের মাধ্যমে পঞ্চায়েতের প্রার্থী বাছাই করছেন অভিষেক। দুইটি স্থানে অভিষেকের সঙ্গে যোগ দিয়েছেন তৃণমূল নেত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। আজ অভিষেকের কর্মসূচি রয়েছে হুগলিতে। হরিপালে হয়েছে অভিনব ট্র্যাক্টর রোড শো। রাতে সভা আরামবাগে।

এই কর্মসূচিতে অভিষেক নিজে সাধারণ মানুষের অভিযোগ শুনছেন, সমাধানের কথা বলছেন। তৃণমূল সাংসদ শান্তনু সেনের বক্তব্য, ''নব জোয়ারে মানুষের উৎসাহ দেখে ভয় পেয়েছে বিজেপি। তাই সিবিআই, ইডি দিয়ে তৃণমূল নেতাদের হেনস্থা করছে।'' আবার বিজেপি বলচে, সিবিআই, ইডির থেকে মানুষের নজর ঘোরাতে এই যাত্রা করছেন অভিষেক। শাসক দলের পাল্টা মহা জনসম্পর্ক অভিযান চালাচ্ছে বিজেপি। ৯০ দিন এই কর্মসূচি চলবে। শুরু হয়েছে পয়লা জুন। শেষ হবে ৩১ আগস্ট। হাজারটি সভা হবে। তিনটি বড় সভার পরিকল্পনা রয়েছে এ মাসে। আসতে পারেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীও। কেন্দ্রের বিজেপি সরকারের নবম বর্ষপূর্তিতে সাফল্যের প্রচার করতে চাইছে গেরুয়া শিবির। পঞ্চায়েত ভোটের মুখে রাজ্যের শাসক ও প্রধান বিরোধী দল খুবই বড় মাপের কর্মসূচি নিয়েছে। তাদের প্রচার দেখে বোঝা ভার, সামনে গ্রাম বাংলার ভোটের লড়াই রয়েছে। বরং মনে হচ্ছে, প্রায় এক বছর বাদে হতে চলা লোকসভা ভোটেরই প্রচার শুরু হয়ে গিয়েছে যেন! কেন্দ্রীয় সংস্থার তৎপরতা থেকে ১০০ দিনের কাজ, বালেশ্বরের রেল দুর্ঘটনা থেকে বিজেপি বিরোধী জোট, এমন নানা বিষয় ঘিরে বিবৃতির যুদ্ধ চলছে প্রধান দুই শিবিরে। এমনকী বিজেপির শীর্ষ নেতা অমিত শাহ পশ্চিমবঙ্গে এসে লোকসভা ভোটের টার্গেটও স্থির করে দিয়েছেন। বলেছেন, রাজ্যের ৪২টি আসনের মধ্যে ৩৫টিতে জয় তাদের লক্ষ্য। গত লোকসভা ভোটে এই রাজ্যে ১৮ কেন্দ্রে জিতেছিল বিজেপি। পঞ্চায়েত ভোট নিয়ে কিছু বলেননি শাহ। তাহলে কি পঞ্চায়েত নিয়ে আশাবাদী নয় তারা? বিজেপি মুখপাত্র শমীক ভট্টাচার্য বলেন, ''বড় নেতারা পঞ্চায়েত ভোটের প্রচারে অংশ নেন না। আমরা নির্বাচনে লড়তে তৈরি। কিন্তু তৃণমূল পঞ্চায়েত ভোট করাতে চায় বলে মনে হচ্ছে না।'' সেই তুলনায় কংগ্রেস ও বামপন্থীরা কিছুটা নিষ্প্রভ। অন্তত কর্মসূচির বিচারে তাদের মধ্যে বাড়তি কোনো তৎপরতা এখনো দেখা যাচ্ছে না তৃণমূল বা বিজেপির মতো। প্রদেশ কংগ্রেস সভাপতি অধীর চৌধুরী একাই চষে বেড়াচ্ছেন বিভিন্ন জেলা। কংগ্রেসের সংগঠনও আগের তুলনায় অনেকটা দুর্বল। তাদের মতো বামেরাও রুটিন সভা সমিতি মিছিলে সীমাবদ্ধ রয়েছে।

মাছের ত্বকে রংয়ের বাহার ও নক্সার রহস্য

অ্যাকুরিয়ামে রংবেরংয়ের মাছ দেখতে কার না ভালো লাগে! কিন্তু সেই মাছের ত্বকে এত রং ও নক্সার বাহার এলো কোথা থেকে? প্রায় এক শতাব্দী ধরে বিজ্ঞানীরা সেই প্রশ্নের উত্তর খুঁজছেন। এবার সেই রহস্যের কিছুটা সমাধান করা গেছে।

কিছু মাছের ত্বক ডোরাকাটা আর অন্য মাছের ত্বকে বিন্দু থাকে কেন? কয়েকশ কোটি বছর ধরে পৃথিবীর বুকে মাছ বিচরণ করছে। পানির এই বাসিন্দার রং ও নক্সার বৈচিত্র্যের শেষ নেই। এবার মলিকিউলার বায়োলজির কৌশল প্রয়োগ করে সেই বৈচিত্র্যের রহস্য উন্মোচন করা সম্ভব হচ্ছে। সিক্লিড মাছ গবেষকদের কাছে বিশেষভাবে আকর্ষণীয়। কারণ সেই মাছ বেশিরভাগ প্রজাতির মাছের বিবর্তনের ক্ষেত্রে নানা ধরনের আকার ও নক্সার বন্দোবস্ত করেছে।

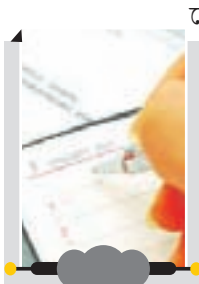

কর্নেলিয়া বরমান
প্রাবন্ধিক

আফ্রিকার ভিক্টোরিয়া হ্রদে বিবর্তন যেন 'টাইম ল্যাপ্স'এর মতো দ্রুত গতিতে ঘটেছে। মাত্র কয়েক হাজার বছরের মধ্যে সেখানে প্রায় ৫০০ প্রজাতির সিক্লিড মাছের আবির্ভাব ঘটেছে। আশেপাশের হ্রদ থেকে আসা হাতে গোনা কয়েক পূর্বপুরুষের দৌলতে এমন বৈচিত্র্য সম্ভব হয়েছে।

ভিক্টোরিয়া হ্রদে বিভিন্ন ধরনের হ্যাবিটাট বা বাসস্থান রয়েছে। এই প্রজাতির মাছ সে সবের সঙ্গে মানিয়ে নিয়েছে। যে সব মাছ জলজ উদ্ভিদের মধ্যে বাস করে, সেগুলির গা ডোরাকাটা হলে শিকারিদের চোখ এড়ানো সহজ হয়। অন্যদিকে খোলা পানির মধ্যে চরে বেড়ানো মাছের সেই ছদ্মবেশের প্রয়োজন হয় না। বরং 'হরাইজন্টাল স্ট্রাইপ' বা আনুভূমিক রেখা তাদের জন্য ভালো। কারণ সে ক্ষেত্রে শিকারিদের পক্ষে কোনো একটি মাছের প্রতি মনোযোগ দেওয়া সহজ হয় না।

এই প্রজাতির মাছের ত্বকে ভিন্ন ধরনের দাগ কীভাবে আসে, বিবর্তন সংক্রান্ত জীববিজ্ঞানীরা সেই রহস্য উন্মোচন করেছেন। একাধিক পরীক্ষায় তাঁরা ডোরাকাটা ত্বকের নর মাছের সঙ্গে আনুভূমিক রেখার পাঁচ জন করে মাদি মাছ একসঙ্গে রেখেছিলেন।

দেখা গেল, সেই মাছের সন্তানগুলির মধ্যে একটিরও শরীরে আনুভূমিক রেখা সৃষ্টি হলো না। সেই একই দল থেকে নতুন গ্রুপ সৃষ্টি করা হলো, যার মধ্যে একটি নর ও অনেকগুলি মাদি রয়েছে। সেই মাছের এক চতুর্থাংশ সন্তানের ক্ষেত্রে আনুভূমিক রেখা দেখা গেল। অর্থাৎ আনুভূমিক রেখা তখনই দেখা যায়, যখন বাবা এবং মা, দুজনের কাছ থেকেই সন্তান সেই জিন পায়।

মিডাস প্রজাতির সিক্লিড মাছের ক্ষেত্রে রংয়ের বৈচিত্র্যের পেছনে সম্ভবত তথাকথিত 'জাম্পিং জিন'এর ভূমিকা আছে। মিডাস প্রজাতির সব সিক্লিড মাছের প্রথমে একটা ঘন রং থাকে। তারপর শরীরের বিকাশের সময় 'জাম্পিং জিন'এর কল্যাণে কমলা, হলুদ বা এমনকি সাদা রংও দেখা যায়।

ঘন রং থেকে সোনালিতে পরিবর্তনের জন্য মেলানিন নামের ঘন পিগমেন্টভরা কোষ দায়ী, যেগুলি মাছের ত্বকে মরে যায়। সেটা আসলে মাছের রং হারানোর প্রক্রিয়া। তা ছাড়া 'জাম্পিং জিন' মাছের আঁশের মধ্যে প্রোটিন তৈরির প্রক্রিয়া পরিবর্তন করে।

গবেষকরা একশ বছরেরও বেশি সময় ধরে মাছের ত্বকের রং ও নক্সার বিকাশ নিয়ে কাজ করছেন। এখনো অনেক রহস্যের উন্মোচন সম্ভব হয় নি।

জেএনইউ দুই, জামিয়া তিন, আলিগড় নয় নম্বরে

ভারতের উচ্চশিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলির মানের তালিকা প্রকাশ করলো ন্যাশনাল ইনস্টিউশনাল রেকিং ফ্রেমওয়ার্ক(এনইআরএফ)। রাজ্যের প্রতিষ্ঠানের মান কমেছে।

২০২৩ সালের তালিকা থেকে তিনটি বিষয় তাৎপর্যপূর্ণ। পশ্চিমবঙ্গের অধিকাংশ উচ্চশিক্ষা প্রতিষ্ঠানের মান কমেছে। দ্বিতীয়ত, যে সব শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানগুলিকে জাতীয়তাবিরোধীদের পীঠস্থান বলে আখ্যা দেয়া হয়, সেই জওহরলাল নেহরু বিশ্ববিদ্যালয়(জেএনইউ), যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়, জামিয়া মিলিয়া, আলিগড় বিশ্ববিদ্যালয় দেশের প্রথম দশ বিশ্ববিদ্যালয়ের মধ্যে আছে। তৃতীয়ত, দেশের প্রথম দশটি কলেজের মধ্যে পাঁচটি দিল্লির, দুইটি কলকাতার এবং দুইটি চেন্নাইয়ের। ফলে দিল্লির কলেজে পড়ার জন্য কেন সারা দেশ থেকে পড়ুয়ারা ছুটে আসেন তা এই তালিকা থেকে স্পষ্ট।

রাজ্যের উচ্চশিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলির মধ্যে সবচেয়ে ভালো জায়গায় আছে যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়। দেশের বিশ্ববিদ্যালয়গুলির মধ্যে যাদবপুরের স্থান চার নম্বরে। গতবছরেও একই স্থানে ছিল তারা। কিন্তু সব শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের মিলিত তালিকার ক্ষেত্রে যাদবপুর একধাপ পিছিয়ে ১৩ নম্বরে আছে।

কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের অবস্থা আরো খারাপ। তারা দেশের বিশ্ববিদ্যালয়গুলির মধ্যে প্রথম ১০এ নেই। গতবারের থেকে চারধাপ পিছিয়ে তারা ১২ নম্বরে। আর সব শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের মিলিত তালিকায় তারা গতবারের তুলনায় আটধাপ পিছিয়ে ২৩ নম্বরে আছে।

আইআইটি খড়্গপুরের মতো প্রতিষ্ঠানও সার্বিকভাবে এক ধাপ পিছিয়ে গেছে।

গবেষণার ক্ষেত্রে যাদবপুর ছয়ধাপ পিছিয়ে ১৯ নম্বরে। কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় গতবার প্রথম একশর মধ্যে ছিল না। তারা এবার ৩৫ নম্বরে আছে।

পশ্চিমবঙ্গের জন্য একটাই সুখবর। কলেজের প্রথম ১০এর তালিকায় রাজ্যের দুইটি কলেজ আছে। সেন্ট জেভিয়ার্স পাঁচ নম্বরে এবং রহড়া রামকৃষ্ণ মিশন কলেজ আট নম্বরে।

গত কয়েক বছর ধরে জেএনইউ, যাদবপুর, জামিয়া মিলিয়া, আলিগড় বিশ্ববিদ্যালয় নিয়ে কম কথা হয়নি। হামেশাই অভিযোগ করা হয়েছে, এই বিশ্ববিদ্যালয়গুলি জাতীয়তাবিরোধীদের কেন্দ্র। সেইসব বিশ্ববিদ্যালয়গুলির মান যে যথেষ্ট ভালো তা এই তালিকা থেকে প্রমাণ হয়ে গেছে।

বিশ্ববিদ্যালয়ের তালিকায় জেএনইউ দুই নম্বরে, জামিয়া মিলিয়া তিন নম্বরে, আলিগড় নয় নম্বরে এবং হায়দরাবাদ ১০ নম্বরে।

এক নম্বরে আছে ইন্ডিয়ান ইনস্টিটিউট অফ সায়েন্স বেঙ্গালুরু।

দেশের প্রথম ১০টি কলেজের মধ্যে দিল্লিরই পাঁচটি। এক নম্বরে আছে মিরান্ডা হাউস, দুইয়ে হিন্দু কলেজ, ছয়ে আত্মারাম সনাতনধর্ম কলেজ, নয়ে কিরোরিমল এবং দশ নম্বরে লেডি শ্রীরাম কলেজ।পশ্চিমবঙ্গের সেন্ট জেভিয়ার্স ও রহড়া রামকৃষ্ণ মিশন এবং চেন্নাইয়ের প্রেসিডেন্সি কলেজ ও লয়োলা কলেজ প্রথম দশে আছে। এছাড়া আছে কোয়েম্বাটোরের কৃষ্ণম্মল কলেজ।

প্রতি বছর দিল্লির কলেজগুলোতে পড়ার জন্য সারা দেশ থেকে ছাত্রছাত্রীরা আসে। অনেক বিষয় কাট অফ মার্কস থাকে একশ শতাংশ। সেটা যে কেন হয়, তা এই তালিকা থেকে স্পষ্ট। কলেজ শিক্ষার ক্ষেত্রে দিল্লি অন্য রাজ্য ও শহরের তুলনায় অনেকটাই এগিয়ে।

বিদেশ যেতে দেয়া হলো না অভিষেকের স্ত্রীকে

দুবাই যাচ্ছিলেন অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়ের স্ত্রী রুজিরা। বিমানবন্দরে তাকে আটকে দেয়া হলো। ইডি দপ্তরে ডাকা হয়েছে।

সোমবার ছেলেমেয়েকে নিয়ে দুবাই যাচ্ছিলেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের ভাইপো অভিষেকের স্ত্রী রুজিরা নারুলা বন্দ্যোপাধ্যায়। কিন্তু অভিবাসন দপ্তর তাকে যেতে দেয়নি। অনেকক্ষণ অপেক্ষা করেও দুবাইয়ের বিমান ধরতে পারেননি তিনি।

অভিবাসন দপ্তর জানিয়েছে, রুজিরার নামে লুক আউট নোটিস জারি করা আছে। তাই তিনি বিদেশে যেতে পারবেন না। পরে জানা যায়, আগামী বৃহস্পতিবার ইডি অফিসে যেতে হবে রুজিরাকে। সেই নোটিস তাকে দেয়া হয়েছে। কয়লাকাণ্ড নিয়ে তাকে ইডির জিজ্ঞাসাবাদের মুখে পড়তে হবে।

কয়লা পাচারকাণ্ডে অভিষেক ঘনিষ্ঠ মন্ত্রী মলয় ঘটককেও জেরার জন্য দিল্লিতে ডেকে পাঠিয়েছে ইডি। তাকে ১৮ জুন ডাকা হয়েছে।

অভিষেকের স্ত্রীকে বিমানবন্দরে আটকে দেয়া প্রসঙ্গে মুখ্যমন্ত্রী প্রথমে বলেন, ''ওরাই ভাল করে বলতে পারবে।'' তারপর মমতা বলেন, রুজিরা পঞ্জাবি মেয়ে। মা খুব অসুস্থ। তার দাবি, সুপ্রিম কোর্ট বলেছিল, যদি কখনও বাইরে যায়, ইডিকে জানাতে হবে। রুজিরা ইডিকে অনেক দিন আগেই জানিয়েছে। তখনই ইডি মানা করতে পারত। কিন্তু বিমানবন্দরে গিয়ে হাতে নোটিস ধরিয়ে বলা হলো, ইডি অফিসে আসতে হবে। এটা তো অমানবিক।

মুখ্যমন্ত্রীর দার্জিলিং যাওয়ার কথা ছিল। কিন্তু তার সেই সফর বাতিল করা হয়েছে। মূলত করমণ্ডল ও সুপারফাস্ট এক্সপ্রেসে প্রচুর বাঙালি যাত্রীর মৃতদেহ এখনো শনাক্ত করা যায়নি। তার জন্যই তিনি কলকাতায় থেকে গেলেন বলে মনে করা হচ্ছে।

তৃণমূলের একাধিক নেতা বলেছেন, অভিষেক এখন নবজোয়ার যাত্রা করছেন। সেখানে বিপুল সাড়া পাচ্ছেন। সেই নবজোয়ার যাত্রা থেকে মানুষের দৃষ্টি অন্যদিকে ফেরাতেই এই সব করছে বিজেপি।

বিরোধী নেতা শুভেন্দু অধিকারী সোমবার অভিযোগ করেছিলেন, রুজিরা বিদেশ থেকে বেআইনিভাবে সোনা নিয়ে এসেছিলেন।

তার জবাবে অভিষেক বলেছেন, ''বিমানবন্দরে পাঁচশটি সিসিটিভি ক্যামেরা আছে। তার ফুটেজ দেখা হোক। দুই কিলো সোনা দূরে থাক, দুই গ্রাম সোনাও কখনো নিয়ে আসেননি রুজিরা।''

সাময়িকী

ভারত থেকে সক্রিয় রাজনীতিতে বিএনপির সালাহউদ্দিন

২০ ১৫ সাল থেকে ভারতে অবস্থান করলেও রাজনীতিতে সক্রিয় আছেন বলে জানিয়েছেন বিএনপির জাতীয় স্থায়ী কমিটির সদস্য সালাহউদ্দিন আহমেদ। বর্তমানে দেশে ফেরার চেষ্টা করছেন তিনি।

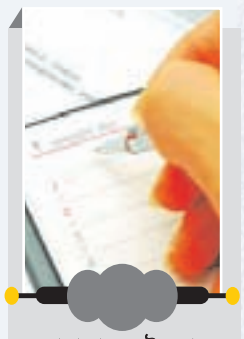

আরাফাতুল ইসলাম
কলামিস্ট

২০১৫ সালে আইনশৃঙ্খলা বাহিনী দুইমাস আটকে রাখার পর তাকে ভারতে রেখে এসেছিল বলে ডয়চে ভেলের কাছে দাবি করেছেন বিএনপি নেতা সালাহউদ্দিন আহমেদ। বর্তমানে দেশে ফেরার অপেক্ষায় আছেন তিনি।

২০১৫ সাল থেকে ভারতে অবস্থান করলেও রাজনীতিতে সক্রিয় আছেন বলে জানিয়েছেন বিএনপির জাতীয় স্থায়ী কমিটির সদস্য সালাহউদ্দিন আহমেদ। বর্তমানে দেশে ফেরার চেষ্টা করছেন তিনি।

গণমাধ্যমের খবর অনুযায়ী, ভারতের মেঘালয় রাজ্যের রাজধানী শিলংয়ে ২০১৫ সালের ১১মে পাওয়া গিয়েছিল আলোচিত বিএনপি নেতা সালাহউদ্দিন আহমেদকে। তার দুই মাস আগে ২০১৫ সালের ১০ মার্চ ঢাকায় হঠাৎ নিখোঁজ হন তিনি। সেসময়কার কথা জানতে চাইলে তিনি বলেন, ''আইনশৃঙ্খলারক্ষাকারী বাহিনীর পরিচয়ে সাদা পোশাকে অস্ত্রধারী ব্যক্তিরা আমাকে চোখ বেঁধে এবং হ্যান্ডকাফ পরিয়ে তুলে নিয়ে যায়। তারপর প্রায় ৬১ দিনের মতো একটা গোপন জায়গায় আমাকে আটক করে রাখে।''

''এরপর ২০১৫ সালের ১০ মে তারা দুপুরের দিকে চোখ বাঁধা এবং হ্যান্ডকাফ পরা অবস্থায় একটি গাড়িতে করে আমাকে নিয়ে রওয়ানা দেয়,'' যোগ করেন আহমেদ। তিনি দাবি করেন যে, আইনশৃঙ্খলা বাহিনী তাকে শিলংয়ে রেখে এসেছিল।

২০১৫ সালের ১১ মে ভারতে অনুপ্রবেশের দায়ে বিএনপির এই নেতার বিরুদ্ধে মামলা করে শিলং পুলিশ। সম্প্রতি সেখানকার একটি আদালত সেই মামলা থেকে তাকে বেকসুর খালাস করে দিয়েছে এবং তাকে দেশে ফেরানোর নির্দেশ দিয়েছে। ডয়চে ভেলেকে দেয়া সাক্ষাৎকারে সালাহউদ্দিন বলেন, ''ভারতে বাংলাদেশ দূতাবাসের গুয়াহাটিতে একটা সহকারী হাইকমিশন আছে। আমি সেখানে ৮ মে আনুষ্ঠানিকভাবে আমার জন্য একটি ট্রাভেল ডকুমেঃট বা ট্রাভেল পাস পেতে আবেদন করেছি। কিন্তু এখনো পর্যন্ত কোনোরকম সাড়া পাইনি।''

বর্তমানে শিলং অবস্থান করা এই রাজনীতিবিদ জানান, ভারতে নিজের খরচেই চলছেন তিনি। এবং তার পরিবারের সদস্যরা মাঝেমাঝে সেখানে গিয়ে তার সঙ্গে সাক্ষাৎ করেন। যেকোনো পরিস্থিতিতেই বাংলাদেশে ফিরে আসতে আগ্রহের কথা জানিয়ে আহমেদ বলেন, ''যদি তারা (বাংলাদেশি কর্তৃপক্ষ) আমাকে ট্রাভেল পাস ইস্যু না করে, সেক্ষেত্রে কিছু করা যায় কিনা দেখা যাবে।''

ভারতে অবস্থান করলেও বিএনপির রাজনীতিতে সক্রিয় রয়েছেন সালাহউদ্দিন আহমেদ। দলটির স্থায়ী কমিটির বৈঠকে অংশ নিচ্ছেন বলেও জানিয়েছেন। দেশে ফিরেও রাজনীতি অব্যাহত রাখার কথাও বলেছেন কক্সবাজার ১ আসনের সাবেক এই সংসদ সদস্য।

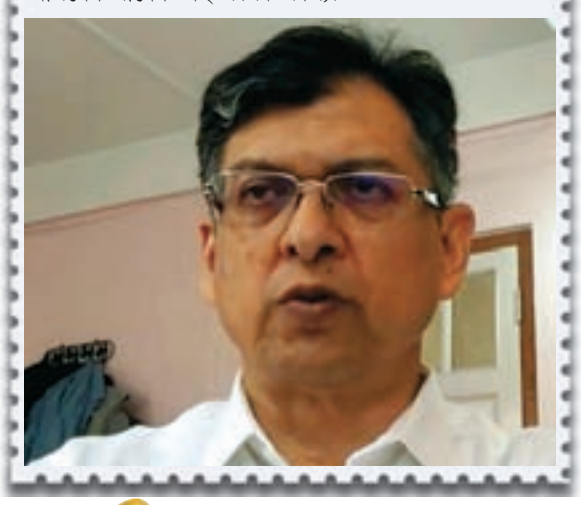

জানা অজানা

এই পৃথিবীতে কেউ সেকুলার নয়

সুনীল কুমার দে

এই পৃথিবীতে কেউ সেকুলার নয়,সবাই কোনো না কোনো দল,সম্প্রদায় ও জাতি ভূক্ত। কেউ হিন্দু, কেউ মুসলমান, কেউ শিখ,কেউ ক্রিস্টান,কেউ কংগ্রেসি, কেউ বিজেপি,কেউ,বামপন্থী, কেউ তৃণমূলী,কেউ ঝারখন্ডী,কেউ বিহারী কেউ বাঙালি,কেউ মারাঠি,তেলেগু,কেউ ব্রাহ্মণ,কেউ ক্ষত্রীয়,কেউ বৈশ্য, কেউ শূদ্র,কেউ আদিবাসী, কেউ হরিজন,কেউ দলিত ইত্যাদি,অর্থাৎ সবাই সাম্প্রদায়িক।কিন্তু দুঃখের বিষয় আমাদের দেশে এই সেকুলার শব্দ নিয়ে কত তর্ক বিতর্ক হয়,কত রাজনীতি হয়।একজন হিন্দু যদি নিজেকে হিন্দু বলে পরিচয় দেয়,কেউ যদি ভারত মাতা কি জয় বলে,বন্দে মাতরম বলে ,জয় শ্রিরাম বলে তবে তাকে সাম্প্রদায়িক বলা হয়,অসেকুলার বাদী বলা হয়।সেকুলারের অর্থ কি ধর্ম কে না মানা কিংবা সকল ধর্ম কে সম্মান দেওয়া কোন টা।ভারত মাতার বন্দনা করা,নিজের দেশ কে মা বলে ডাকা ও পূজা করা কে কি সাম্প্রদায়িকতা বলে।একজন মুসলমান ও একজন খ্রিস্টান কে নিজের ধর্ম পালন করার জন্য সাম্প্রদায়িক বলা হয় না কিন্তু একজন হিন্দু কে নিজের ধর্ম পালন করার জন্য সাম্প্রদায়িক বলা হয়।নিজের ধর্ম কে পালন করার নাম সাম্প্র দায়িকতা নয়।ধর্ম কে না মানা বা অন্য ধর্মকে স্বীকার না করা ,ঘৃণা করা ও শ্রদ্ধা সম্মান না দেওয়াই হলো সাম্প্রদায়িকতা তাই রাজনিতি রুটি সেঁকার জন্য আর কেউ মানুষকে বোকা বানাবার চেষ্টা করবেন না আর সেকুলার ও অসাম্প্রদায়িকতার গান গাইবেন না।

পাঠকের চিঠি

তীর্থে যাওয়ার কোনো বয়স ও সময় নেই

আগেকার দিনে মানুষের ধারণা ছিলো সংসারের সব কাজ শেষ হয়ে গেলে অর্থাৎ বুড়ো বয়সে ধর্ম করতে হয়।আর এই ধর্ম করার জন্য তীর্থে যেতে হয়।তীর্থে গেলে জীবনের সব পাপ তাপ চলে যায়।মা সারদা দেবী বলেছেন,,যার মন এক জায়গায় স্থির আছে ও যে এক জায়গায় শান্তিতে আছে তার আর তীর্থ করার দরকার নেই।সব তীর্থ মনে।মনেই বদ্ধ ও মনেই মুক্ত।আমার মনেহয় আজকের দিনে কেউ শান্তিতে নেই ও কেউ এক জায়গায় স্থির নেই।তাই তীর্থ করার প্রয়োজন আছে।তবে কি তীর্থ করলে সব পাপ তাপ কেটে যায় ও মনে শান্তি পাওয়া যায়।সারদা মা বলেছেন,,কর্মফল সবাই কে ভোগ করতে হবে,ভগবানের নাম করলে কি দুটো শিং বের হয় তা নয়,ভগবানের নাম করলে কর্মক্ষয় হয়।হয়তো পা কেটে যাওয়ার কথা ছিলো তা না হয়ে সুই ফুটে ভোগ হয়ে গেল।ভগবানের নাম করার কোনো সময় নেই ও বয়স নেই।তেমনি তীর্থে যাওয়ার ও কোনো বয়স ও সময় নেই।তীর্থে গেলেই যে সব পাপ তাপ দূর হয়ে যাবে তা নয়,তীর্থে গেলে মন পরিস্কার হয়,ভগবানের লীলা ভূমি ও কর্ম ভূমি দেখে মনে ভক্তি ভাবের উদয় হয়।তীর্থে গেলে সংসারের কথা ভুল হয়ে যায়,মনে শান্তি ও আনন্দ পাওয়া যায়।কত নুতন মানুষের সাথে পরিচয় হয়,এই পৃথিবীটা যে কত সুন্দর তা দেখতে পাওয়া যায় ও অনুভব করা যায়।আর এ সব বুড়ো বয়সে হয় না।বুড়ো বয়সে বাত, কফ,পিত্ত,প্রেসার,সুগারের জ্বালা ভুগতে হবে,শরীরে শক্তি থাকবে না,মন পড়ে থাকবে শরীরের দিকে তখন না ভগবানের নাম হবে না তীর্থে যাওয়া হবে।তাই ছেলে মেয়ের বিয়ে হয়ে যাক,নাতি পুতি হউক,কর্ম থেকে অবসর নি তারপর তীর্থে যাবো এই মন ভাব থাকলে জীবনে তার কোনোদিন তীর্থে যাওয়া হবে না।তাই কম বয়সে ও শরীরে যখন শক্তি থাকবে তখন তীর্থে যেতে হবে।তীর্থ করার কোনো বয়স নেই আর ভগবান কে ডাকার ও কোনো বয়স নেই।ঠাকুর রামকৃষ্ণ দেব বলেছেন,,ভগবান কে ডাকার অভ্যেস বাল্য কাল থেকেই করতে হবে,বুড়ো বয়সে কিছু হবে না।বাঁশ যখন কাঁচা থাকে তখন নোয়ানো যায় পাকা অবস্থায় নোয়াতে গেলে নুয়ে না বরং ভেঙে যায়।ছেলে বেলায় শলো আনা মন নিজের কাছে থাকে।বিয়ে করে সংসার করলে মন ভাগ হয়ে যায়।শেষ পর্যন্ত ভগবান কে দেওয়ার জন্য কিছুই বাঁচে না,তাই বাল্য কাল থেকেই ভগবান কে ডাকার অভ্যেস করতে হবে কারন মনুষ্য জীবনের একমাত্র উদ্দেশ্য ঈশ্বর লাভ,সংসার করা নয়।ভগবানের প্রতি ভক্তি ও ভালোবাসা কে জাগরিত করার জন্য তীর্থে যেতে হয় আর এই তীর্থে যাওয়ার কোনো বয়স ও সময় নেই।

সুনীল কুমার দে, জামশেদপুর

স্বত্বাধিকারী, মুদ্রক, প্রকাশক, সম্পাদক ঃ রজত কুমার গুপ্তা, দ্বারা এচ.আই. ২৫৪, হরমু হাউসিং কলোনী, রাঁচি-৮৩৪০০২ থেকে প্রকাশিত এবং বৃন্দা মিডিয়া পাবলিকেশন প্রা.লি. চিরৌন্দী, বোড়েয়া রোড রাঁচি থেকে মুদ্রিত। নির্বাহী সম্পাদক ঃ আদিত্য কুমার চ্যাটার্জী* ফোন ঃ ০৬৫১২২৪৪৬০৫, ফৈক্স ঃ ০৬৫১২২৪৪৫০৫ (*পীআরবী অধিনিয়ম অনুযায়ী খবরের চয়নের জন্য উত্তরদায়ী)
Printed, Published & Edited by Rajat Kumar Gupta and printed at Vrinda Media publication pvt.ltd, Chiraundi, Boraiya Road, Ranchi, Published at HI 254, Harmu Housing Colony, Harmu Road, Ranchi-834001, Jharkhand, : Executive Editor :Aditya Kumar Chatterjee * Phone : 0651-2244555, 0651-2244505 (*Responsible for news as per PRB Act) RNI Registration : JHABEN 00015 email-rashtriyokhobor@gmail.com www.rashtriyakhabar.com

ভারতে যৌন হেনস্থার অভিযোগে আন্দোলনরত কুস্তিগিরদের সঙ্গে বৈঠক কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রীর

নয়া দিল্লি ঃ ভারতের কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহ অবশেষে ভারতের কুস্তি ফেডারেশনের সভাপতি ব্রিজভূষণ শরণ সিং'এর বিরুদ্ধে ভারতীয় মহিলা কুস্তিগীরদের করা যৌন হেনস্থা কান্ডে হস্তক্ষেপ করলেন। প্রতিবাদী কুস্তিগিরদের প্রধান দুই মুখ সাক্ষী মালিক ও বজরং পুনিয়ার বৈঠক হয়েছে অমিত শাহের সঙ্গে। সংবাদ সূত্রের খবর, কেন্দ্রের স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী তাঁদের আশ্বাস দিয়েছেন, ব্রিজভূষণের বিরুদ্ধে দ্রুত চার্জশিট পেশ করার জন্য পুলিশকে বলা হবে।

পুনিয়া ও মালিকের সঙ্গে শাহের বৈঠকটি হয় গত শনিবার ৩রা জুন বেশি রাতে, স্বরাষ্ট্রমন্ত্রীর বাড়িতে। দু'ঘণ্টা ধরে আলোচনা চলে। দুই কুস্তিগির শাহকে কুস্তি ফেডারেশনের প্রেসিডেন্টের বিরুদ্ধে তাঁদের অভিযোগগুলি এক'দুই'তিন করে তুলে ধরেন। কীভাবে যৌন হয়রানি করেছেন ব্রিজভূষণ তার বিশদ বর্ণনা দেন। সংবাদ সূত্রের খবর, আন্দোলনকারীদের তরফে সাক্ষী ও বজরং দিল্লি পুলিশের তদন্ত নিয়েই সবচেয়ে বেশি সরব ছিলেন। তদন্তের অগ্রগতি নিয়েও সংশয় প্রকাশ করেন। তাঁরা স্বরাষ্ট্রমন্ত্রীকে জানান, পুলিশের কাছে অনেকেই অভিযোগের সপক্ষে সাক্ষ্য দিয়েছেন। ব্রিজভূষণের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নিতে দেরি হওয়ার কারণ জানতে চান তাঁরা।

প্রসঙ্গত, এই বিষয়ে কেন্দ্র সরকারের নীরবতার প্রতিবাদে এর আগে প্রতিবাদী কুস্তিগিরেরা হরিদ্বারের গঙ্গায় মেডেল ভাসিয়ে দেওয়ার সিদ্ধান্ত নিয়েছিলেন। কৃষক নেতা মহেন্দ্র সিং টিকায়েতের হস্তক্ষেপে সেই কর্মসূচি স্থগিত রেখে সরকারকে পাঁচদিনের সময়সীমা বেঁধে দেওয়া হয়েছিল। সময়সীমা পেরনোর আগেই শাহ ডেকে নেন সাক্ষীদের।

শনিবার বৈঠক হলেও কোনও পক্ষই এই ব্যাপারে রবিবার পর্যন্ত মুখ খোলেনি। সোমবার ৫ জুন পুনিয়া বৈঠকের কথা জানিয়ে বলেন, আমরা অপেক্ষা করব।

সংবাদ সূত্রে জানা গিয়েছে, শাহ ব্যবস্থা গ্রহণের প্রশ্নে আইনি পথকেই আশ্রয় করেছেন। তিনি শুধু কথা দিয়েছেন, নিয়ম মেনে নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যেই পুলিশ চার্জশিট দেবে। প্রসঙ্গত, যে সাতজন ব্রিজভূষণের বিরুদ্ধে অভিযোগ দায়ের করেছেন তাঁদের মধ্যে একজন নাবালিকা কুস্তিগিরও আছেন। অভিযোগ দায়ের করেছেন নাবালিকার বাবা। নাবালিকাকে যৌন হেনস্থার অভিযোগে পকসো (প্রোটেকশন অফ চাইল্ড ফ্রম সেক্সুয়াল অফেন্সেস) আইনে মামলা হয়েছে ব্রিজভূষণের বিরুদ্ধে। ওই আইনে তিন মাসের মধ্যে মামলার নিষ্পত্তি করার কথা।

এদিকে, ব্রিজভূষণ অযোধ্যায় সাধুদের নিয়ে তাঁর সোমবারের সমাবেশ বাতিল করলেও তাঁর নিজের সংসদীয় কেন্দ্রে আগামী ১২ জুন সভা করবেন এবং সেটা হবে দলের উদ্যোগেই। মোদী সরকারের নয় বছর পূর্তি উপলক্ষ্যে বিজেপির মহা'জনসম্পর্ক অভিযানের অংশ হিসাবে নিজের সংসদীয় কেন্দ্রের ওই সভায় শক্তি পরীক্ষার আয়োজন করছেন ব্রিজভূষণ।

যদিও বিজেপির একাংশ মনে করছে, তাঁর বিরুদ্ধে যে ধরনের অভিযোগ কুস্তিগিরেরা করেছে তাতে দলের উচিৎ ব্রিজভূষণের থেকে দূরত্ব তৈরি করা। লক্ষণীয়, দলগতভাবে বিজেপি গোড়া থেকেই এই ব্যাপারে নীরব। ব্রিজভূষণের পক্ষে না দাঁড়ালেও ব্যবস্থা নেওয়া নিয়েও রা কাড়েনি দল। গোটাটাই পুলিশি তদন্তের উপর ছেড়ে রাখা হয়েছে।

উত্তরপ্রদেশে পুরভোটের প্রচারে ব্রিজভূষণকে প্রচারের সামনের সারিতে রাখেনি দল। বিজেপি সূত্রের খবর, মুখ্যমন্ত্রী যোগী আদিত্যনাথের আপত্তিতেই এই সিদ্ধান্ত। বিশেষজ্ঞদের মত দল সরাসরি পাশে না দাঁড়ানোয় ব্রিজভূষণ অযোধ্যার সাধুদের পাশে পাওয়ার চেষ্টা করেছিলেন যাতে আগামী লোকসভা নির্বাচনে দল তাঁর টিকিট বাতিল না করে এবং সাধু সমাজকে পাশে রেখে ফের ভোটে জিততে পারেন। কিন্তু পরিবেশ দিবসের অনুষ্ঠানের ব্যস্ততার কথা বলে যোগীর পুলিশ অনুমতি দেয়নি।

১৪ টি লোকসভা কেন্দ্রে জনসভার আযোজন, উপস্থিত থাকবেন স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহ, সভাপতি জেপি নাড্ডা

জন সম্পর্ক অভিযানের ক্ষেত্রে রাজ্য বিজেপির ব্যাপক আয়োজন

গুয়াহাটি (সব্যসাচী শর্মা) ঃ আসন্ন লোকসভা নির্বাচনকে কেন্দ্র ব্যাপক তৎপরতা শুরু করেছে রাজ্য বিজেপি। অসম সহ সারা দেশের সর্বাঙ্গীন উন্নয়নের জন্য প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি নেতৃত্বাধীন কেন্দ্রীয় সরকার সফলভাবে রূপায়ণ করা বিভিন্ন প্রকল্প সম্পর্কে বিশদভাবে জানাতে রাজ্যের ১৪ টি লোকসভা কেন্দ্রে বিজেপি অসম প্রদেশের উদ্যোগে বিশাল জনসমাবেশের আযোজন করা হবে। আগামী ১১ জুন থেকে ৩০ জুনের মধ্যে অনুষ্ঠেয় এই জনসমাবেশে স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহ, সভাপতি জেপি নাড্ডা সহ দলের শীর্ষ নেতারা অংশগ্রহণ করবেন। গুয়াহাটি মহানগরের বৈশিষ্ট স্থিত রাজ্য বিজেপির মুখ্য কার্যালয় অটলবিহারী বাজপেয়ী ভবনে আযোজিত সাংবাদিক বৈঠকে অসম প্রদেশ সভাপতি ভবেশ কলিতা জানান এই জনসমাবেশ গুলোতে কেন্দ্রীয় মন্ত্রী সর্বানন্দ সোনোয়াল, দলীয় প্রভারী বৈজয়ন্ত জয় পান্ডা, কেন্দ্রীয় মন্ত্রী কিরন রিজিজু সহ ভারত সরকারের মন্ত্রী এবং দলের অন্যান্য কেন্দ্রীয় নেতারা অংশগ্রহণ করবেন। তিনি জানান স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহ আগামী ২৭ জুন নগাঁও লোকসভা কেন্দ্রের হোজাই এবং সর্বভারতীয় সভাপতি জেপি নাড্ডা আগামী ১৯ জুন যোরহাট লোকসভা কেন্দ্রের শিবসাগরে অনুষ্ঠেয় জনসভায় অংশগ্রহণ করবেন। রাজ্য সভাপতি ভবেশ কলিতা জানান তিনি বরাক উপত্যকার দুটি জনসভায় অংশগ্রহণ করা ছাড়াও কোকরাঝাড় ধুবড়ি এবং বরপেটা লোকসভা কেন্দ্রে অনুষ্ঠিয় জনসভায় অংশগ্রহণ করবেন। অন্যদিকে ডিফু, তেজপুর, লক্ষ্মীমপুর, যোরহাট, ধুবড়ি এবং নগাঁও লোকসভা কেন্দ্রে আযোজিত জনসভা গুলোতে মুখ্যমন্ত্রী ড০ হিমন্ত বিশ্ব শর্মা উপস্থিত থাকবেন। একইভাবে গুয়াহাটি মঙ্গলদৈ, কলিয়াবর এবং ডিব্রুগড় জনসভায় উপস্থিত থাকবেন কেন্দ্রীয় মন্ত্রী সর্বানন্দ সোনোয়াল। তাছাড়া কেন্দ্রীয় মন্ত্রী কিরন রিজিজু কলিয়াবর এবং নগাঁও লোকসভা কেন্দ্রের জনসভায় অংশ নেবেন। বিজেপির অসম প্রদেশ সভাপতি ভবেশ কলিতা গত ৯ বছরে কেন্দ্রের এনডিএ সরকার অসমে রূপায়ণ করা বিভিন্ন প্রকল্পের বিষয়ে নানা তথ্য প্রদান করেন। উত্তর পূর্বাঞ্চলের সর্বাঙ্গে উন্নয়নের জন্য কেন্দ্রীয় সরকার গ্রহণ করা নানা প্রকল্পের কথা উল্লেখ করে তিনি বলেন স্বাধীনতার পর থেকে বর্তমান সময়ে তীব্র গতিতে সর্বাধিক উন্নয়নের কাজ সম্পূর্ণ হয়েছে। ভবেশ কলিতা বলেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীর নেতৃত্বে ভারতীয় জনতা পার্টি নেতৃত্বাধীন জাতীয় গণতান্ত্রিক মোর্চা সরকার নয় বছর সফলভাবে সম্পন্ন করেছে। এই সময়ে অসম কোন ধরনের আঃেদালন না করেই কেন্দ্রীয় সরকার থেকে রাজ্যের সর্বাঙ্গীণ বিকাশের জন্য রেকর্ড সংখ্যায় প্রকল্প লাভ করতে সক্ষম হয়েছে। ২০১৪ সাল থেকে বর্তমান সময় পর্যন্ত অসম নরেন্দ্র মোদী নেতৃত্বাধীন সরকার থেকে বিভিন্ন প্রকল্পের বিপরীতে প্রায় ছয় লক্ষ কোটি টাকা পেয়েছে। গত ৯ বছরে মোদি সরকার সারাদেশের পাশাপাশি অসময়ের আর্থসামাজিক পরিকাঠামো সবল করার স্বার্থে সর্বাধিক গুরুত্ব দিয়ে বিভিন্ন কল্যাণমুখী প্রকল্প রূপায়ণ করেছে বলে তিনি উল্লেখ করেন। রাজ্য বিজেপি সভাপতি ভবেশ কলিতা বলেন জলজীবন মিশনের অধীনে অসমের ২৫ হাজার গ্রাম অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে। প্রায় ১২ লক্ষ পরিবার প্রধানমন্ত্রী আবাস যোজনা অধীনে ঘর পেয়েছে স্বাস্থ্য ক্ষেত্রের উন্নয়নের জন্য মোদি সরকার বিশেষভাবে তৎপর হয়ে বিভিন্ন প্রকল্প সম্পূর্ণ করে তুলেছে। ইতিমধ্যে অসমে এইমস শুরু হয়েছে। তাছাড়া রাজ্যে ১৪ টি নতুন মেডিকেল কলেজ নির্মাণ করা হয়েছে। ৩০০ টি মডেল হাসপাতাল, ৬০০টি প্রাথমিক স্বাস্থ্যকেন্দ্র, ১৭ টি ক্যান্সার প্রতিষ্ঠান এবং ৫০০ টির অধিক নতুন আইসিইউ বিছানা বিভিন্ন সরকারি চিকিৎসালয় সংলগ্ন করা হয়েছে বলে উল্লেখ করেন তিনি। রাজ্য বিজেপির সভাপতি বলেন ক্রীড়া ক্ষেত্রের উন্নয়নের মাধ্যমে যুব শক্তিকে বিশ্ব জয়ের জন্য প্রস্তুত করানো নরেন্দ্র মোদী নেতৃত্বাধীন সরকারের অন্যতম লক্ষ্য। ইতিমধ্যে লক্ষিমপুর, তিনসুকিয়া, কোকরাঝাড় এবং গুয়াহাটিতে সাই এর অধীনে ক্রীড়া প্রকল্প নির্মাণ সম্পন্ন করে তোলা হয়েছে। নতুন ক্রীড়াবিদদের আন্তর্জাতিক পর্যায়ে প্রশিক্ষণ ইত্যাদির জন্য বিভিন্ন ধরনের সহায় সহযোগিতা করার ক্ষেত্রে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি বিশেষ উদ্যোগ নিয়েছেন বলে উল্লেখ করেন তিনি। ভবেশ কলিতা বলেন পরিকাঠামো উন্নয়নের মাধ্যমে রাজ্যের সামগ্রিক আর্থিক বিকাশ ত্বরান্বিত করা বিজিবি সরকারের এক অন্যতম সফলতা। ইতিমধ্যে ১০ হাজার কিলোমিটার জাতীয় সড়ক নির্মাণ সম্পন্ন করা হয়েছে। ১৮০০ টি নতুন পাকা সেতু নির্মাণ করা হয়েছে। ব্রহ্মপুত্রের উপরে বগীবিল, ধলা সদিয়া, সরাইঘাট সেতু নির্মাণ সম্পন্ন করা হয়েছে। তাছাড়া আরো পাঁচটি নতুন সেতু নির্মাণের কাজ দ্রুতগতিতে এগিয়ে চলেছে। যোগীঘোপাতে লজিস্টিক পার্ক নির্মাণ করা হয়েছে। পান্ডু এবং বগীবিল বন্দরের আধুনিকীকরণ করা হয়েছে। গুয়াহাটি বিমানবন্দরকে নতুন রুপ দেওয়ার প্রক্রিয়া চলছে। তাছাড়া ডিব্রুগড় বিমানবন্দরে রান ওয়ে সম্প্রসারণের কাজ শুরু হয়েছে। গুয়াহাটি মহানগরে স্মার্ট সিটি প্রকল্প নির্মাণ রয়েছে। দ্বৈত্য রেললাইন সম্প্রসারণ এবং রেল পথ বৈদ্যুতিকরণ সম্পূর্ণ করা হয়েছে। মহানগর থেকে বন্দে ভারত রেলের শুভারম্ভ হয়েছে। আমগুড়িতে সৌরশক্তি প্রকল্পের কাজ শুরু করা হয়েছে। সীমান্তে কাঁটাতারের বেড়া নির্মাণ কাজ সম্পন্ন হয়েছে বলে মন্তব্য করেছেন তিনি। সাংবাদিক সম্মেলনে দলের সংবাদ বিভাগের আহ্বায়ক দেবান ধ্রুবজ্যোতি মরল এবং রাজ্য মুখপাত্র রঞ্জিব কুমার শর্মা উপস্থিত ছিলেন।

রাশিয়া বলেছে, তারা ডনেটস্কে ইউক্রেনের হামলা প্রতিরোধ করেছে

মাস্কো ঃ যুক্তরাষ্ট্রের প্রেসিডেন্ট জো বাইডেন সোমবার ডেনমার্কের প্রধানমন্ত্রী মেট ফ্রেডেরিকসেনের সাথে আলোচনার আয়োজন করছেন। আলোচনায় ইউক্রেনের জন্য সমর্থন এবং চতুর্থ প্রজন্মের যুদ্ধবিমানগুলোতে ইউক্রেনের পাইলটদের প্রশিক্ষণের আলোচনা অন্তর্ভুক্ত হবে বলে আশা করা হচ্ছে।

ফিনান্সিয়াল টাইমস তাদের প্রতিবেদনে বলেছে, পশ্চিমা দেশগুলো চিন্তিত যে, চীন এবং রাশিয়া আর্কটিক অঞ্চলে তাদের প্রভাব বাড়াতে এই উত্তেজনাকে ব্যবহার করতে পারে। কানাডা, ডেনমার্ক, ফিনল্যান্ড, আইসল্যান্ড, নরওয়ে, সুইডেন এবং যুক্তরাষ্ট্র ইউক্রেনে রাশিয়ার আগ্রাসনের প্রতিক্রিয়ায় গত বছর আর্কটিক কাউন্সিলের সদস্য হিসেবে রাশিয়ার সাথে তাদের পারস্পরিক সহযোগিতা বন্ধ করে দেয়। সোমবার রাশিয়া বলেছে, তাদের বাহিনী দক্ষিণ ইউক্রেনের ডনেটস্ক অঞ্চলে ইউক্রেনের বড় আকারের একটি হামলা প্রতিহত করেছে। রাশিয়ার প্রতিরক্ষা মন্ত্রক বলেছে, ইউক্রেনের লক্ষ্য ছিল, সামনের লাইন বরাবর দুর্বলতম এলাকাটি ভেঙে ফেলার চেষ্টা করা, কিন্তু এটি কোনো সফলতা পায়নি। ডনেটস্ক রাশিয়ার অধিগ্রহণকৃত এলাকাগুলোর মধ্যে একটি। গত বছর প্রেসিডেন্ট ভ্লাদিমির পুতিন তার এক পদক্ষেপে ডনেটস্ককে অধিগ্রহণের দাবি করেছিলেন। আন্তর্জাতিক সম্প্রদায় তার এই দাবি প্রত্যাখ্যান করে। ইউক্রেনের প্রেসিডেন্ট ভলোদিমির জেলেন্সকি রবিবার তার রাতের ভাষণে শনিবার শেষের দিকে নিপ্রো অঞ্চলে নিহত হওয়া দুই বছর বয়সী একটি মেয়েসহ ২০১৪ সাল থেকে যারা রাশিয়ার আগ্রাসনের ফলে মারা গেছে তাদেরকে স্মরণ করেন।

জেলেন্সকি বলেন, রাশিয়ার হামলায় ৪৮৫ শিশু প্রাণ হারিয়েছে।

তিনি ১৯ হাজার ৫০৫ জন ইউক্রেনীয় শিশুর কথাও উল্লেখ করেছেন যাদেরকে রাশিয়ায় নির্বাসিত করা হয়েছে। তিনি বলেন, তারা এখনো শত্রুর হাতে রয়েছে।

জাতিসংঘ বলছে, ইউক্রেনের আরও এক হাজার শিশু আহত হয়েছে।

এবার থেকে মাধ্যমিক পরীক্ষার গুরুত্ব থাকবে না, মেট্রিক সামান্য বিদ্যালয়ের শ্রেণী পরীক্ষার রূপ নেবে, দ্বাদশ শ্রেণীর পরীক্ষা বোর্ড আযোজেন করবে বলে মন্তব্য মুখ্যমন্ত্রী ড০ হিমন্ত বিশ্ব শর্মার

সেবা এবং হায়ার সেকেন্ডারি কাউন্সিলকে এক করে নতুন বোর্ড গঠনের পোষকতা

সব্যসাচী শর্মা

গুয়াহাটি ঃ অবশেষে মেট্রিক পরীক্ষা নিজস্ব গরিমা, নিজের গৌরব হারাতে চলেছে। এবার থেকে দশম শ্রেণীর পরীক্ষার আর গুরুত্ব থাকবে না। এটা এক চিরাচরিত বিদ্যালয়ের শ্রেণী পরীক্ষায় রূপান্তরিত হবে। শুধুমাত্র একাদশ শ্রেণীতে উত্তীর্ণ হওয়ার নিছক এক পরীক্ষা। যেভাবে সপ্তম, অষ্টম, কিংবা নবম শ্রেণীর পরীক্ষা থাকে, মাধ্যমিক অথবা মেট্রিক কিংবা দশম শ্রেণীর পরীক্ষা ঠিক একই মর্যাদা পাবে। দশম শ্রেণীর পরীক্ষা নয় বরং দ্বাদশ শ্রেণীর পরীক্ষা আযোজেন করবে বোর্ড। এর জন্য সেবা এবং হায়ার সেকেন্ডারি কাউন্সিলকে এক করে নতুন বোর্ড গঠন করা হবে বলে ঘোষণা করলেন মুখ্যমন্ত্রী ড০ হিমন্ত বিশ্ব শর্মা। মাধ্যমিক পরীক্ষা নিয়ে বর্তমান যে পরিবেশের সৃষ্টি হয় সেটা বর্তমান সমাজের প্রতি ব্যক্তি কম বেশি পরিমাণে অবগত। মেট্রিক কিংবা মাধ্যমিক পরীক্ষা নিয়ে ছাত্রছাত্রী তথা অভিভাবকদের মধ্যে যে অস্থির কৌতুহল, মানসিক চাপ, পরীক্ষার ক্ষেত্রে এক নতুন ধরনের তৎপরতার সৃষ্টি হয় সেটা এবার থেকে আর থাকবে না। শুধুমাত্র মাধ্যমিক পরীক্ষার দিন গুলো নয়, মেট্রিক পরীক্ষার ফলাফল প্রকাশের দিন রাজ্যজুড়ে যে এক হুলুস্থুল পরিবেশের সৃষ্টি হয় সেটাও আর দেখা যাবে না। কারণ নতুন শিক্ষানীতি অনুসারে মাধ্যমিক পরীক্ষার গুরুত্ব কমে যাচ্ছে বলে মন্তব্য করেছেন মুখ্যমন্ত্রী ড০ হিমন্ত বিশ্ব শর্মা। তিনি বলেন মেট্রিক পরীক্ষার ক্ষেত্রে পূর্বে রাজ্যে যে পরিবেশের সৃষ্টি হতো সেটা ভবিষ্যতে আর পরিলক্ষিত না। সরকারের তৎপরতায় ইতিমধ্যে নির্মাণ সম্পূর্ণ হওয়া বিভিন্ন সড়কের আনুষ্ঠানিক উদ্বোধনের জন্য সোমবার মঙ্গলদৈ আযোজিত এক জনসভায় অংশ নেওয়ার পর সাংবাদিকদের সঙ্গে মতবিনিময় করেছেন মুখ্যমন্ত্রী ড০ হিমন্ত বিশ্ব শর্মা। তিনি বলেন এবার থেকে মাধ্যমিক পরীক্ষার গুরুত্ব থাকবে না। কারণ মেট্রিক পরীক্ষা আযোজেন করবে না বোর্ড। অন্যান্য শ্রেণীর মতন বিদ্যালয় দশম শ্রেণির পরীক্ষা অনুষ্ঠিত করবে। তবে এই পরীক্ষা জেলা বোর্ড আযোজেন করবে কিনা সেটা শিক্ষা বিভাগ সিদ্ধান্ত নেবে। মাধ্যমিক সামান্য বিদ্যালয়ের শ্রেণী পরীক্ষার রূপ নেবে। শুধুমাত্র একাদশ শ্রেণীতে উত্তীর্ণ হওয়ার জন্য এই পরীক্ষায় আযোজেন করা হবে। তবে এই পরীক্ষায় পাশ ফেল থাকবে। একাদশ শ্রেণীতে নতুন করে ছাত্রছাত্রীদের এডমিশন নিতে হবে না। মূল পরীক্ষা অনুষ্ঠিত হবে দ্বাদশ শ্রেণীতে। দ্বাদশ শ্রেণীর পরীক্ষা বোর্ড আযোজেন করবে বলে জানান মুখ্যমন্ত্রী। তিনি বলেন জাতীয় শিক্ষানীতি অনুযায়ী মাধ্যমিক কিংবা মেট্রিক পরীক্ষা নিজের গুরুত্ব হারাবে। মুখ্যমন্ত্রী ড০ হিমন্ত বিশ্ব শর্মা বলেন সেবা এবং হায়ার সেকেন্ডারি কাউন্সিলকে এক করে নতুন বোর্ড গঠন করা হবে। এই বোর্ড দ্বাদশ শ্রেণীর পরীক্ষা আযোজেন করবে। তবে এই বোর্ড গঠনের ক্ষেত্রে আগের সেবা এবং হায়ার সেকেন্ডারি কাউন্সিলের কারো চাকরি যাবে না বলে স্পষ্ট জানিয়ে দিয়েছেন তিনি। প্রসঙ্গত গত এপ্রিল মাসের শেষের দিকে শিক্ষা ক্ষেত্রের উন্নয়নের লক্ষ্যে অসমে সেবা এবং হায়ার সেকেন্ডারি কাউন্সিলকে এক করে নতুন বোর্ড গঠনের পোষকতা করেছিল সরকার। এক্ষেত্রে আসন্ন বিধানসভার অধিবেশনে বিল আনার সিদ্ধান্ত পর্যন্ত নেওয়া হয়েছে। তাছাড়া সরকারের সিদ্ধান্ত অনুযায়ী বিলুপ্ত করা হবে সেবা এবং শিক্ষা সংসদ।

আইসিসির ট্রফি জেতার চাপ নেই ভারতের

কলকাতা (ওয়েবডেস্ক) ঃ গত এক দশকে আইসিসির কোনো ট্রফি জিততে পারেনি ভারত। ২০১৩ সালে মহেন্দ্র সিং ধোনির নেতৃত্বে ইংল্যান্ডের মাটিতে আইসিসি চ্যাম্পিয়নস ট্রফি জয়ই বৈশ্বিক টুর্নামেন্টে ভারতের শেষ সাফল্য। এরপর ওয়ানডে বিশ্বকাপ, টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপ কিংবা চ্যাম্পিয়নস ট্রফিকোনো টুর্নামেন্টেই শিরোপা আর জেতা হয়নি তাদের। হেরেছে গত মৌসুমে টেস্ট ক্রিকেটের বিশ্ব চ্যাম্পিয়নশিপের ফাইনালেও। তবু ভারতের ওপর আইসিসি ট্রফি জেতার চাপ দেখছেন না দলটির কোচ রাহুল দ্রাবিড়। আরেকটি টেস্ট চ্যাম্পিয়নশিপের ফাইনালে মাঠে নামার আগে এ কথা বলেছেন দ্রাবিড়।

ভারত গত টেস্ট চ্যাম্পিয়নশিপের ফাইনালে হেরেছিল নিউজিল্যান্ডের কাছে। সেই ফাইনালে ভারতের কোচ ছিলেন রবি শাস্ত্রী, অধিনায়ক বিরাট কোহলি। এবার দায়িত্ব দ্রাবিড় ও রোহিত শর্মা জুটির। নিউজিল্যান্ড নয়, আগামীকালের ফাইনালে এবার তাঁদের প্রতিপক্ষ অস্ট্রেলিয়া। এর আগে গতকাল ভারতীয় কোচ রাহুল দ্রাবিড়ের কাছে আইসিসি ট্রফি জেতার চাপ নিয়ে স্বাভাবিকভাবেই প্রশ্ন এসেছিল। সেই প্রশ্নের উত্তরে দ্রাবিড় বলেছেন, 'না, একদমই না। আমরা আইসিসি ট্রফি জেতার কোনো চাপ অনুভব করছি না। জিততে পারলে অবশ্যই দারুণ হবে। তবে আমরা যা করেছি, সেটা দেখুন। এটা কিন্তু দুই বছর ধরে ভালো খেলার ফল।'

বেশ কয়েক বছর ধরেই বিশ্বের অন্যতম সেরা দল ভারত। যে কয়েকটি দল ধারাবাহিকভাবে তিন সংস্করণে দাপট দেখাচ্ছে, তার মধ্যে ভারত একটি, যার ছাপ আছে আইসিসি র‍্যাঙ্কিংয়েও। আইসিসির টেস্ট ও টি-টোয়েন্টি র‍্যাঙ্কিংয়ের শীর্ষে ভারত, আর ওয়ানডেতে আছে ৩ নম্বরে। দ্রাবিড় গতকাল সংবাদ সম্মেলনে এই ধারাবাহিক ভারতের কথাই মনে করিয়ে দিয়েছেন, 'পয়েন্ট তালিকায় ভারতের অবস্থান থেকে অনেক ইতিবাচক কিছু নেওয়ার আছে। অস্ট্রেলিয়ায় সিরিজ জেতা, ড্র করা। গত ৫-৬ বছরে বিশ্বের যে জায়গাতেই খেলুক না কেন, এই দলটা প্রতিদ্বন্দ্বিতা করেছে। আইসিসি ট্রফি থাকুক বা নাথাকুকএই বিষয়গুলো পরিবর্তন হবে না।'

পেপ গার্দিওলার মানসিকতা বোঝার পর থেকেই সিটির সমর্থক কোহলি

কলকাতা (ওয়েবডেস্ক) তিন দিন কেটে গেছে। গত শনিবার রাতেই ছবিটা সামাজিক যোগোযোগমাধ্যমে ছড়িয়ে পড়েছিল। এফএ কাপের ফাইনাল দেখতে স্ত্রী আনুশকা শর্মাকে নিয়ে মাঠে ছিলেন বিরাট কোহলি। সেখানে ম্যানচেস্টার সিটির শিরোপা জয়ের রাতে গ্যালারিতে বেশ উচ্ছ্বসিতই দেখা গেছে কোহলিআনুশকাকে। কীভাবে কোহলি পেপ গার্দিওলার দলের সমর্থক হলেন, সেই গল্প জানা গেল সিটির পোস্ট করা এক ভিডিওতে। গতকাল সিটির টুইটার অ্যাকাউন্ট থেকে কোহলি ও আনুশকার একটি সাক্ষাৎকারের ভিডিও প্রকাশ করা হয়। যে সাক্ষাৎকারটি নেওয়া হয়েছে এফএ কাপের ফাইনালের দিন। ভারতের সাবেক অধিনায়ক কোহলি জানিয়েছেন, গার্দিওলার সঙ্গে সাক্ষাতের পর থেকেই সিটির সমর্থক হয়েছেন তিনি। সাক্ষাৎকারে গার্দিওলার প্রশংসা করে কোহলি বলেছেন, 'ম্যান সিটির খেলা মাঠে বসে দেখা আমার জন্য দারুণ কিছু। যখন পেপের (গার্দিওলার) সঙ্গে দেখা করেছি , তাঁর মানসিকতা বুঝেছি, তখন থেকেই এই দলটাকে আমি অনেক কাছ থেকে অনুসরণ করি। সে যে কারণে এখানে এসেছে, ক্লাবের জন্য যা করেছে, তা সত্যিই দুর্দান্ত।' কোহলির মতে ফুটবল মাঠে প্রতিদিনই যে পরিবেশ দেখা যায়, ক্রিকেটে তা দেখা যায় শুধু বড় ম্যাচে, 'পৃথিবীর বিভিন্ন জায়গায় খেলেছি। আপনারা যে পরিবেশ প্রতিটি ফুটবল ম্যাচে পান, আমরা সেটা বড় ম্যাচগুলোয় পাই যেমন ভারত-পাকিস্তান ম্যাচ, বিশ্বকাপের ম্যাচে।' সাক্ষাৎকার শেষে কোহলি ও আনুশকাকে সিটির জার্সি উপহার দেওয়া হয়। আজ সপ্তমবারের মতো এফএ কাপ জেতা ম্যানচেস্টার সিটিকে ইনস্টাগ্রামে একটি ভিডিও পোস্ট করে অভিনন্দন জানিয়েছেন কোহলি ও আনুশকা। সেই পোস্টে সিটির ইনস্টাগ্রাম অ্যাকাউন্ট থেকে সিটিকে সমর্থনের জন্য কোহলি-দম্পতিকে ধন্যবাদ জানানো হয়েছে।

'রিয়ালের সর্বকালের অন্যতম সেরা' বেনজেমাকে আবেগী বিদায়

প্যারিস ঃ পুরস্কার হাতে দাঁড়িয়ে আছেন ক্রিস্টিয়ানো রোনালদো, টনি ক্রুস ও সের্হিও রামোস। একটু পেছনে দাঁড়িয়ে হাসিমুখে তালি দিচ্ছেন করিম বেনজেমা। হাসির তো নানা রকম অর্থ হয়। বেনজেমার সেই হাসিতে সতীর্থদের প্রাপ্তির সঙ্গে খানিকটা বেদনাও লুকিয়ে ছিল, সেটি ছিল কারও ছায়ায় আড়াল হয়ে থাকার বেদনা। সেই ছবি যদি অসহায়ত্বের প্রতীক হয়, তবে গত মৌসুমে ব্যালন ডি'অর জয়ের পর অ্যাডিডাসের পোস্ট করার সোনালি ব্যান্ডেজ মোড়ানো হাতের আইকনিক ছবিটি ছিল বেনজেমার ঘুরে দাঁড়ানোর প্রতীক। এই দুই ছবিতে চাইলে বেনজেমার পুরো ক্যারিয়ারকে দেখে ফেলা যায়। শূন্য থেকে চূড়ায় উঠে বৃত্ত পূরণ করা বেনজেমা অবশেষে তাঁর সাদা-কালো জার্সির যাত্রাটাকে শেষ করেছেন। রিয়াল মাদ্রিদ আজ যখন বেনজেমাকে বিদায় জানাচ্ছিল, তিনি তখন 'লস ব্লাঙ্কোস' ইতিহাসে সর্বকালের অন্যতম সেরা তারকাদের একজন। রিয়ালের হয়ে যৌথভাবে সর্বোচ্চ ২৫ ট্রফির মালিক (অন্য খেলোয়াড়টি হলেন সাবেক ব্রাজিলিয়ান ডিফেন্ডার মার্সেলো) হয়ে বিদায় নিতে যাচ্ছেন বেনজেমা। আগামী মৌসুমে সৌদি আরবের ক্লাব আল ইত্তিহাদের হয়ে খেলবেন বেনজেমা।

রিয়ালের ইতিহাসে বেনজেমার অবস্থান কোথায়, সে সম্পর্কে আন্দাজ পেতে দারস্থ হওয়া যায় ক্লাব সভাপতি ফ্লোরেন্তিনো পেরেজের কাছে। ফরাসি স্ট্রাইকারকে বিদায় জানাতে গিয়ে পেরেজ ফিরে গেছেন ১৪ বছর আগের স্মৃতিতে, যখন প্রথমবারের মতো রিয়ালের জার্সিতে খেলতে নেমেছিলেন বেনজেমা। রিয়াল সভাপতি বলেছেন, 'আজকের দিনটা আমার জন্য খুবই কঠিন। এটা এমন দিন, যখন গত ১৪ বছরের স্মৃতি এবং আবেগের অভিজ্ঞতাটুকু আমার মনে ফিরে এসেছে। এটা রিয়াল মাদ্রিদের সব ভক্তদের জন্য আবেগী হওয়ার দিন। ১৪ বছর আগে এ মঞ্চটি রিয়াল মাদ্রিদের জন্য ছিল বিপুল উৎসাহের, যা কিনা আমাদের ১২১ বছরে ইতিহাসে সবচেয়ে দুর্দান্ত মুহূর্তগুলোর একটি।'

নিজের আবেগী বার্তাটাকে আরেকটু দীর্ঘায়িত করে পেরেজ আরও বলেছেন, 'প্রিয় করিম, ১৪ বছর আগে তুমি রিয়াল মাদ্রিদে এসেছিলে। তুমি আমাদের সর্বকালের সেরা খেলোয়াড়দের একজন। আজ যারা তোমার বিদায়ে বেদনার্ত, তাদের জন্য বলতে চাই, এটা সেই মুহূর্তটিও মনে রাখার মতো। কারণ, অনেক বছর ধরে আমাদের তার ফুটবল উপভোগ করার সৌভাগ্য হয়েছে। আমরা তোমাকে বিশ্বব্যাপী আমাদের জন্য অবিশ্বাস্য সব কীর্তি গড়তে দেখেছি। মাদ্রিদের কোনো সমর্থক এটা ভুলতে পারবে না। তুমি খুব অল্প বয়সে এসেছিলে এবং আমাদের প্রতীকে পরিণত হয়েছিলে। পাশাপাশি তুমি আমাদের সর্বকালের সেরা খেলোয়াড়দের একজনও। তুমি যেভাবে খেলাটাকে বুঝতে পার, তা আমাদের তাড়িত করেছে। তুমি একেবারে অন্য রকম একজন খেলোয়াড়। কারও কারও তোমাকে বুঝতে কিছুটা সময় লাগতে পারে।' শূন্য থেকে শুরু করে নানা ঝড়ো পথ পাড়ি দিয়ে রিয়ালের আর্মব্যান্ড পরার সুযোগ পেয়েছিলেন বেনজেমা। বিশেষ করে ক্রিস্টিয়ানো রোনালদোর বিদায়ের পর বেনজেমায় হয়ে ওঠেন রিয়ালের বড় অস্ত্র। বিদায় বেলায় বেনজেমাকে প্রশংসায় ভাসিয়ে পেরেজ আরও বলেছেন, 'তুমি এই দলের নেতৃত্ব দিয়েছ। তুমি আমাদের আত্মপরিচয়ের প্রতীক হয়ে ওঠার সেরা উদাহরণ। যখন কোনো অসম্ভব দেখায়, যখন কেউ আমাদের ওপর বিশ্বাস রাখতে পারে না, তখন সতীর্থদের সঙ্গে মিলে তুমি দেখিয়ে দাও রিয়াল কখনো হাল ছাড়ে না। গত বছরে তোমার হাত ধরে অসম্ভবকে সম্ভব করে ঘুরে দাঁড়ানোর মুহূর্তকে মাদ্রিদ-ভক্তরা কখনো ভুলতে পারবে না।'

একসময় রোনালদোর কারণে কিছুটা আড়ালে পড়ে ছিলেন বেনজেমা। কিন্তু কখনো হাল ছাড়েননি তিনি। রোনালদোর বিদায়ের পর বেনজেমা অনেকটা একক-ভাবে টেনেছেন রিয়ালের ফরোয়ার্ড লাইনকে। বিদায় বেলায় আবেগ ছুঁয়ে গেল তাঁকে, 'রিয়াল মাদ্রিদ সব সময় আমার পরিবার এবং আমি সব সময় দলের খেলা দেখব। আমার ইচ্ছা ছিল রিয়ালের হয়ে ক্যারিয়ার শেষ করব। কিন্তু জীবন আপনার সামনে আরেকটি সুযোগ নিয়ে আসে।' রিয়ালকে বেছে নেওয়ার সিদ্ধান্তটা যে সঠিক ছিল, তা উল্লেখ করে বেনজেমা আরও বলেছেন, 'এটা আমার জীবনের জন্য ভালো পথ ছিল। আমি আমার শৈশবের স্বপ্নকে পূরণ করতে পেরেছি, সে জন্য প্রেসিডেন্টকে ধন্যবাদ। আমি যখন তাঁকে দেখি, তখন বলি ওনি হলেন সেই মানুষ, যিনি রোনালদো ও জিদানকে নিয়ে এসেছিলেন। এটা অবিশ্বাস্য। আজ হচ্ছে যাওয়ার দিন এবং অন্য একটি গল্পের দিন। আমার জন্য যা গুরুত্বপূর্ণ, তা হলো আমি একজন শিশুর মতো উপভোগ করেছি।'

গত মৌসুমে কোচ কার্লো আনচেলত্তির অধীনে খেলে নিজেকে নতুনভাবে আবিষ্কার করেন বেনজেমা। লিগ ও চ্যাম্পিয়নস লিগ জয়ের পর ব্যক্তিগত শ্রেষ্ঠত্বের পুরস্কার ব্যালন ডি'অরও জিতে নেন বেনজেমা। বিদায়ের মুহূর্তে কোচকে স্মরণ করে বেনজেমা বলেছেন, 'আনচেলত্তিকেও ধন্যবাদ, যিনি শুরু থেকে আমাকে আত্মবিশ্বাস দিয়ে গেছেন। আমি আপনার কাছ থেকে অনেক কিছু শিখেছি। এটা আমার জন্য কিছুটা দুঃখের দিন। কারণ, আমি আমার ক্লাব ছেড়ে যাচ্ছি। আমাকে শক্ত রাখার জন্য সমর্থকদেরও ধন্যবাদ।'

রুশ-ইউক্রেন যুদ্ধের ছায়া টেনিস কোর্টেও

প্যারিস ঃ ম্যাচ শেষে কোর্টে নেট ধরে দাঁড়িয়ে অপেক্ষা করছেন আরিয়ানা সাবালেঙ্কা। অপেক্ষা কোয়ার্টার ফাইনাল প্রতিপক্ষ এলিনা সভিতোলিনার জন্য। কিন্তু সেই অপেক্ষা ফুরোয়নি সাবালেঙ্কার। হাত মেলাতে এগিয়ে আসেননি ইউক্রেনীয় প্রতিপক্ষ সভিতোলিনা।

দ্বিতীয় বাছাই বেলারুশ তারকা কিছুক্ষণ আগেই ইউক্রেনের এলিনা সভিতোলিনাকে সরাসরি সেটে (৬-৪, ৬-৪) হারিয়ে সেমিফাইনালে ওঠেন। ম্যাচ শেষে নিয়ম অনুযায়ী প্রতিপক্ষের সঙ্গে হাত মেলাতে নেটের ওপাশে দাঁড়িয়ে অপেক্ষা করছিলেন সাবালেঙ্কা। কিন্তু সভিতোলিনা নিয়ম মানার ধার ধারেননি। তাঁর দেশে সামরিক হামলা চালিয়েছে রাশিয়া।

সেই যুদ্ধে রাশিয়ার সহযোগী বেলারুশ। প্রতিবাদে রাশিয়া কিংবা বেলারুশের কোনো খেলোয়াড়ের সঙ্গে হাত মেলাবেন না ঠিক করেছিলেন সভিতোলিনা। সাবালেঙ্কার সঙ্গে সেটাই করেছেন। সাবালেঙ্কার জন্য অবশ্য এই অভিজ্ঞতা নতুন কিছু নয়। প্রথম রাউন্ডে আরেক ইউক্রেনীয় প্রতিযোগী মার্তা কস্তিয়ুকও হাত মেলাননি সাবালেঙ্কার সঙ্গে।

সংবাদ সংস্থা রয়টার্স জানিয়েছে, গত বছর মাতৃত্বের স্বাদ পাওয়া সভিতোলিনা রাশিয়া কিংবা বেলারুশের খেলোয়াড়ের সঙ্গে হাত মেলাতে অস্বীকৃতি জানিয়েছেন। 'বিশেষ সামরিক অভিযান' নামে গত বছর তাঁর দেশে হামলা চালায় রাশিয়া। সেই যুদ্ধ এখনো থামেনি।

সেমিফাইনালে চেক প্রজাতন্ত্রের ক্যারোলিনা মুখোভার মুখোমুখি হবেন সাবালেঙ্কা। রাশিয়া-ইউক্রেন যুদ্ধ নিয়ে সমালোচিত সাবালেঙ্কা আগের দুটি ম্যাচে সংবাদ সম্মেলন এড়িয়ে যান। ইউক্রেনের এক সংবাদকর্মী রাশিয়ার হামলা নিয়ে সাবালেঙ্কাকে তুলোধুনো করার পর এর আগে সর্বশেষ দুটি ম্যাচে সংবাদ সম্মেলনে আসেননি সাবালেঙ্কা। আজ অবশ্য তার ব্যত্যয় ঘটেছে।

আজকের ম্যাচে ফিলিপে শাতরিয়ের স্টেডিয়ামে প্রায় অর্ধেক খালি গ্যালারিতেও ইউক্রেনের বেশ কিছু পতাকা দেখা গেছে। বিবিসির সংবাদকর্মী ডেলিথ লয়েড অবশ্য জানিয়েছেন, ম্যাচ শেষে সভিতোলিনা তাঁর সঙ্গে হাত মেলাতে আসবেন, এমন প্রত্যাশা করেননি সাবালেঙ্কা। সভিতোলিনা হাত না মেলানোর পর গ্যালারি থেকে কিছু দর্শক তাঁকে দুয়ো দিয়েছেন।

সংক্ষিপ্ত ››

তীব্র গরমে যেভাবে ঠান্ডা থাকতে পারেন

কলকাতা ঃ গ্রীষ্মকাল অনেকের কাছে পছন্দের হতে পারে, কিন্তু তাপপ্রবাহ আমাদের শরীরের জন্য অনেক সময় ক্ষতির কারণও হতে পারে। এই মূহুর্তে চলছে গ্রীষ্মের খরতাপ, স্বাভাবিকভাবেই জনজীবনে চলছে হাসফাঁস অবস্থা। আপাতত আবহাওয়া অধিদপ্তরের পূর্বাভাসেও নেই তীব্র গরম কমার কোন খবর। আর এই গরমে রোগবালাই এড়িয়ে সুস্থ থাকা বেশ কষ্টসাধ্য একটি ব্যাপার। চিকিৎসক ও পুষ্টিবিদেরা এ সময়ে সুস্থ থাকার জন্য নানা পরামর্শ দেন।

যুক্তরাজ্যের স্বাস্থ্য বিষয়ক লেখক এবং পুষ্টিবিদ কেরি টরেন্স জানিয়েছেন যে কিভাবে তাপকে পরাস্ত করে গ্রীষ্মেও ঠান্ডা থাকা যায়।

তাপপ্রবাহ চলছে...

আমরা অনেকেই হয়তো সূর্য্যের আলো পছন্দ করি, কিন্তু অতি উচ্চ তাপমাত্রা আমাদের স্বাস্থ্যের জন্য ক্ষতিকর হতে পারে। তাপপ্রবাহ কারো কারো জন্য একটু বেশি ক্লান্তিকর এবং হিট ট্রোকে আক্রান্ত হওয়ার আশংকাও থাকে অনেকের। যাদের শারীরিক ওজন বেশি, বয়স্ক কিংবা অপ্রাপ্তবয়স্ক, নিয়মিত কোন রোগের ওষুধ সেবন করছেন কিংবা যারা কোন দীর্ঘমেয়াদি অসুখে ভুগছেন তাদের ক্ষেত্রে এ ঝুঁকি অনেকটাই বেড়ে যায়। গরমে করনীয়

যাদের আগে থেকেই কোন স্বাস্থ্য ঝুঁকি আছে যেমন হৃদরোগ বা বক্ষব্যাধী রয়েছে, এই গরম আবহাওয়ায় তাদের শরীরে উপসর্গ আরো খারাপ হতে পারে, ফলে তাদের সচেতন থাকাটা জরুরী। কারণ গরম আবহওয়ার সাথে মানিয়ে নিতে আমাদের হৃদপিন্ড ও শ্বাসযন্ত্রের কাজ বেড়ে যায়। এই চরম আবহাওয়ায় আপনার নিজেকে এবং অন্যদের নিরাপদে রাখাটা গুরুত্বপূর্ণ। তাই আপনি যখন বাইরে থাকেন কিংবা বাইরে বের হওয়ার চিন্তা করছেন বা জনসমাগম রয়েছে এমন কোথাও রয়েছেন তখন নিজেকে নিরাপদে রাখার চেষ্টা করুন। এটা জানা জরুরী যে সব এয়ার কন্ডিশনিং ব্যবস্থাই একটানা বিরামহীনভাবে চালানোর জন্য অনুমোদিত। কিন্তু আপনার যদি কোন ধরণের সন্দেহ থাকে তাহলে ব্যক্তিগত নিরাপত্তার স্বার্থে অবশ্যই সেটি পরীক্ষা করিয়ে নেয়া উচিত।

আপনার বাড়িতে সহজ কিছু পদক্ষেপ নিলে সেটি ঘরের পরিবেশকে আরো তাপ সহনশীল করে তুলবে। এগুলো হচ্ছে

দিনের বেলা ঘরের সব পর্দা টেনে রাখুন। সরাসরি সূর্য্যের আলো প্রবেশ করে এমন স্থান বন্ধ করে রাখার ব্যবস্থা করুন। ঘর যখন ঠান্ডা হয়ে আসবে তখন জানালা খুলে দিন। যেমন বাড়িতে ছায়া থাকলে সেটি বাতাস চলাচলের সুযোগ সৃষ্টি করবে। বাড়িতে বাতাসের চলাচলের ব্যবস্থা রাখাটা ঘর ঠান্ডা রাখতে সাহায্য করতে পারে। বৈদ্যুতিক পাখা বাতাস চলাচল বাড়ানোর জন্য সুবিধাজনক। তবে আপনার বাড়িতে যদি কারো বায়ুবাহিত রোগে আক্রান্ত হয়ে থাকে তাহলে পাখা চালানো থেকে বিরত থাকুন।

গরমে সুস্থতার উপায়

অনেক সময় বাইরের বাতাস ঘরের ভেতরের ঘরে তুলনায় ঠান্ডা হতে পারে। সেক্ষেত্রে বাইরে বের হতে হলে জনসমাগম এড়িয়ে চলার চেষ্টা করুন।

ঘরে ঠান্ডা করার যেসব যন্ত্রপাতি আছে যেমন ফ্রিজ বা ফ্রিজারসেগুলো ঠিকঠাক কাজ করছে কিনা তা খতিয়ে দেখুন।

ঘরের তাপমাত্রা নিয়ে কোন সন্দেহ থাকলে সেটি পরীক্ষা করানোর ব্যবস্থা করুন।

যেভাবে নিজের খেয়াল রাখবেন

উচ্চ তাপমাত্রার সাথে মানিয়ে চলার জন্য একজন আপনি নিজের জন্য যেসব পদক্ষেপ নিতে পারেন তা হলো

গরমের সময় আপনার দেহে তরলের চাহিদা বেড়ে যায় কারণ ঘামের জন্য আপনার দেহ থেকে যে তরল বের হয়ে যায় তার ঘাটতি পূরণের জন্য অতিরিক্ত তরল পানের দরকার হয়।

যে কারোরই জলশূন্যতা দেখা দিতে পারে তবে বয়স্ক ব্যক্তি, শিশু এবং নবজাতকরা সবচেয়ে বেশি ঝুঁকিতে থাকেন। পানিশূন্যতা দূর করার জন্য পানি পান করাটাই সবচেয়ে ভাল উপায়।

এছাড়া কম চর্বিযুক্ত দুধ, চা এবং কফিও খাওয়া যেতে পারে।

যুদ্ধের গরিণতি নিয়ে হুঁশিয়ারি চীনা মন্ত্রীর, চীনমার্কিন সংঘাত কি অবধারিত?

বেইজিং (ওয়েবডেস্ক)ঃ সিংগাপুরে নিরাপত্তার ওপর আন্তর্জাতিক এক সম্মেলনে রোববার চীনা প্রতিরক্ষামন্ত্রী লি শাংফু হুঁশিয়ার করেছেন চীন ও আমেরিকার মধ্যে যুদ্ধ হলে তা পুরো বিশ্বের জন্য অসহনীয় এক বিপর্যয় ডেকে আনবে।

মার্চে দায়িত্ব নেওয়ার পর তার প্রথম কোনো গুরুত্বপূর্ণ ভাষণে চীনা মন্ত্রী বলেন, বাইরের কিছু দেশ এশিয়াতে একটি অস্ত্র প্রতিযোগিতা উসকে দিচ্ছে। স্পষ্টতই তিনি আমেরিকা এবং তার মিত্রদের দিকে ইঙ্গিত করেছেন।

সাংরিলা ডায়ালগ নামে পরিচিত ঐ সম্মেলনের ভাষণে জেনারেল লি শীতল যুদ্ধের মানসিকতা লালনের জন্য যুক্তরাষ্ট্রকে অভিযুক্ত করে বলেন এই মানসিকতা নিরাপত্তার জন্য চরম ঝুঁকি তৈরি করেছে।

সিংগাপুরে নিরাপত্তা নিয়ে এই সম্মেলন চলার সময়েই তাইওয়ান প্রণালীতে একটি চীনা এবং একটি মার্কিন যুদ্ধজাহাজের মধ্যে বিপদজনক পরিস্থিতি তৈরি হয়। যুক্তরাষ্ট্র অভিযোগ করেছে চীনা জাহাজটি তাদের একটি জাহাজের সামনে হঠাৎ এমনভাবে হাজির হয় যা নিরাপত্তা ঝুঁকি তৈরি করে। চীনারা পাল্টা অভিযোগ করেছে আমেরিকা ইচ্ছাকৃতভাবে উসকানি দেয়ার চেষ্টা করছে।

সাংরিলা সম্মেলনে চীনা প্রতিরক্ষামন্ত্রী বলেন এই পৃথিবী এত বড় যে চীন ও যুক্তরাষ্ট্র উভয় দেশই সেখানে জায়গা করে নিতে পারে এবং দুই পরাশক্তির উচিৎ অভিন্ন স্বার্থের পথ খোঁজা।

কিন্তু সেই সহাবস্থানের জন্য বিশ্বাসযোগ্য কোনো উদ্যোগ কি এই দুই দেশের রয়েছে? কেউই তা দেখতে পাচ্ছেন না। কারণ চীনা প্রতিরক্ষামন্ত্রী স্বয়ং তার ভাষণে যুদ্ধের পরিণতি সম্পর্কে বিশ্বকে সাবধান করলেও তেমন যুদ্ধ এড়ানোর জন্য তারা কী করছেন তা বলেননি।

মি. লিই যে প্রথম কোনো সিনিয়র চীনা নেতা যার মুখ দিয়ে যুদ্ধ শব্দটি উচ্চারিত হলো তা নয়। এর আগে মার্চে চীনা পররাষ্ট্রমন্ত্রী কিন গ্যাং বলেন, যুক্তরাষ্ট্র যদি তাদের বর্তমান তৎপরতায় রাশ না টানে এবং একই ভুল পথে চলতে থাকে তাহলে দুই দেশের মধ্যে সংঘাত অবশ্যম্ভাবী।

শুধু চীনাদের কাছ থেকে নয়. আমেরিকার ভেতর থেকেও ইদানীং চীনের সাথে সরাসরি যুদ্ধের সম্ভাবনার কথা এমনকি অনেক দায়িত্বশীল ব্যক্তির মুখ থেকেও শোনা যাচ্ছে।

ফেব্রুয়ারিতে আমেরিকার বিমান বাহিনীর একজন চারতারকা জেনারেল, মাইক মিনিহান, তার অধীনস্থ সেনা ইউনিটগুলোর কাছে এক চিঠিতে লেখেন ২০২৫ সালে চীনের সাথে আমেরিকার যুদ্ধ হবে, এবং সেজন্য তিনি তার সৈন্যদের প্রস্তুত হতে বলেন। জেনারেল মিনিগান মার্কিন বিমান বাহিনীর এয়ার মোবিলিটি কম্যান্ডের প্রধান। তার অধীনে ৫০০০০ সৈন্য এবং ৫০০ যুদ্ধবিমান রয়েছে।

তার এই কথা নিয়ে অনেক হৈচৈ হয়েছে, তবে অনেক বিশ্লেষক মনে করেন চীনকে নিয়ে আমেরিকাতে যেসব আলোচনা চলছে, জেনারেল মিনিহানের কথায় তারই প্রতিফলন ছিল।

লন্ডনের দৈনিক ফাইনানসিয়াল টাইমসের আন্তর্জাতিক ঘটনাপ্রবাহের প্রধান ভাষ্যকার, গিদিওন র‍্যাকম্যান এপ্রিলে যুক্তরাষ্ট্র থেকে ফিরে তার এক ভাষ্যে লিখেছেন - চীনের সাথে যুদ্ধের সম্ভাবনা নিয়ে ওয়াশিংটনে যেভাবে খোলাখুলি কথাবার্তা হচ্ছে তাতে তিনি বিস্মিত হয়েছেন। সরকারের ভেতর এবং বাইরের অনেক প্রভাবশালী ব্যক্তি মনে করেন চীনের সাথে যুদ্ধ খুবই সম্ভব।

ব্রিটেনে কৌশলগত ঝুঁকি সম্পর্কিত গবেষণা প্রতিষ্ঠান কন্ট্রোল রিস্কের সাম্প্রতিক এক রিপোর্টে বলা হয় যুক্তরাষ্ট্র ও চীনের সম্পর্কের টানাপড়েন ব্যবসাবিনিয়োগের সমনে এখন সবচেয়ে বড় ঝুঁকি। তারা বলছে, যদিও ২০২৩ সালে কোনো সংঘাত শুরু হওয়ার সম্ভাবনা খুবই কম, কিন্তু দুই দেশের রেষারেষি এখন ব্যবসা এবং প্রযুক্তি ছাপিয়ে সামরিক অঙ্গনে প্রবেশ করেছে। কন্ট্রোল রিস্ক তাদের বিশ্লেষণে বলছে - এশিয়াতে চীনা এবং আমেরিকান যুদ্ধ জাহাজগুলো এখন খুব কাছাকাছি চলাচল করছে এবং যে কোনো সময় যে কোনো পক্ষ ভুল সিদ্ধান্ত নিতে পারে, এবং তেমন পরিস্থিতির জন্য ২০২৩ সালে কোম্পানিগুলোকে প্রস্তুত থাকতে হবে। ঐ প্রতিষ্ঠানের মতে, দুদেশই এখন একটি সংকটে জড়িয়ে পড়ার জন্য প্রস্তুত হচ্ছে এবং সে লক্ষ্যে তারা সামরিক পরিকল্পনা, কূটনৈতিক তৎপরতা এবং দেশের অভ্যন্তরীণ রাজনীতিকে প্রস্তুত করছে। সবচেয়ে বড় কথা, উত্তেজনা কমাতে দুদেশের মধ্যে যেসব রাজনৈতিক, কূটনৈতিক, সামরিক চ্যানেলগুলো কাজ করতো তা এখন আগের যে কোনো সময়ে চেয়ে দুর্বল এবং অকার্যকর হয়ে পড়েছে।

সেই লক্ষণ এ সপ্তাহে চোখে পড়েছে সিংগাপুরে সাংরিলা সম্মেলনেও।

সম্মেলন শুরুর আগের দিন রাতে আগত অতিথিদের জন্য আয়োজিত নৈশভোজে চীনা প্রতিরক্ষা মন্ত্রী লি শাংফু এবং মার্কিন প্রতিরক্ষামন্ত্রী লয়েড অস্টিন হ্যান্ডশেক করে খুব অল্প সময়ের জন্য কুশল বিনিময় করেছেন, কিন্তু তাদের মধ্যে কার্যত কোনো কথাই হয়নি।

মার্কিন প্রতিরক্ষা দপ্তরের সূত্র উদ্ধৃত করে নিউইয়র্ক পোস্ট সহ একাধিক আন্তর্জাতিক মিডিয়া খবর দিয়েছে সম্মেলনের এক ফাঁকে চীনা মন্ত্রীর সাথে একটি দ্বিপাক্ষিক বৈঠকের জন্য আমেরিকার প্রস্তাব চীনারা অগ্রাহ্য করে। রাশিয়া থেকে যুদ্ধবিমান কেনার জন্য ২০১৮ সালে যুক্তরাষ্ট্র মি. লির ওপর নিষেধাজ্ঞা দেয়। তিনি তখন চীনা সামরিক কমিশনের ঊর্ধ্বতন একজন কর্মকর্তা ছিলেন। চীনের পক্ষ থেকে ইঙ্গিত দেওয়া হয়েছে তাদের মন্ত্রীর ওপর এ ধরণের নিষেধাজ্ঞা থাকলে দ্বিপাক্ষিক বৈঠকের প্রশ্নই ওঠেনা।

নিউ ইয়র্ক পোস্টের রিপোর্ট বলছে সামরিক পর্যায়ে যোগাযোগ এখন এতটাই খারাপ হয়ে পড়েছে যে ফেব্রুয়ারিতে চীনা একটি পর্যবেক্ষণ বেলুন গুলি করে নামানোর ঘটনার ব্যাখ্যা দেওয়ার জন্য মার্কিন প্রতিরক্ষামন্ত্রী ফেব্রুয়ারিতে বেইজিংয়ে ফোন করলেও চীনা মন্ত্রী তার সাথে কথা বলেননি। পেন্টাগনের একজন সিনিয়র কর্মকর্তাকে উদ্ধৃত করে পত্রিকাটি লিখেছে ২০২১ সাল থেকে দুই সেনা কর্তৃপক্ষের মধ্যে যোগাযোগ কার্যত বন্ধ এবং চীনার কোনো কথাতেই সাড়া দিচ্ছেনা।

এমন পরিস্থিতিই সবচেয়ে বড় বিপদ। দুই বৈরি দেশের মধ্যে যোগাযোগ বন্ধ হলে সংঘাতের ঝুঁকি অনেক বেড়ে যায়। আকস্মিক ভুল কোনো সিদ্ধান্তে দুই পারমানবিক শক্তিধর দেশের মধ্যে অনিচ্ছেকৃতভাবে সংঘাত শুরু হয়ে যেতে পারে, বলেন ঢাকায় নিরাপত্তা বিষয়ক গবেষণা প্রতিষ্ঠান বাংলাদেশে ইন্সটিটিউট অব পিস অ্যান্ড সিকিউরিটি স্টাডিজের প্রধান মেজর জেনারেল (অব) এনএনএম মুনীরুজ্জামান।

তিনি বলেন, সংঘাত এড়াতে ভারত ও পাকিস্তানের মধ্যে এ ধরণের সিবিএম (কনফিডেন্স বিল্ডিং মেজরস) রয়েছে, চীন ও ভারতের মধ্যে রয়েছে। দুই সরকারের বিভিন্ন পর্যায়ে তাৎক্ষণিক যোগাযোগের ব্যবস্থা রয়েছে।

'গার্ডরেইল' মডেলে নজর আমেরিকার

১৯৬২ সালে কিউবায় পারমানবিক ক্ষেপণাস্ত্র মোতায়েন নিয়ে পারমানবিক যুদ্ধের হুমকি তৈরির পরিপ্রেক্ষিতে সেময় ওয়াশিংটন ও মস্কো নিজেদের মধ্যে যোগাযোগের একটি ব্যবস্থা তৈরি করেছিল।

১৯৬৩ সালেই হোয়াইট হাউস এবং ক্রেমলিনের মধ্যে হটলাইন প্রতিষ্ঠিত হয়। দুই দেশের সামরিক বাহিনীর নেতারা নিয়মিত কথা বলতে শুরু করেন। আর তার ফলেই, শীতল যুদ্ধের প্রচণ্ড রেষারেষির মধ্যেও আমেরিকা ও সোভিয়েত ইউনিয়ন যুদ্ধ এড়াতে পেরেছিল।

আমেরিকা এখন তেমন একটি ব্যবস্থা চাইছে বেইজিংয়ের সাথে। ফাইনানসিয়াল টাইমসের গিদিওন র‍্যাকম্যান লিখেছেন, যুক্তরাষ্ট্র এখন শীতল যুদ্ধের সেই গার্ডরেইল মডেলের দিকে নজর দিয়েছে।

তবে চীন রাজী তো হচ্ছেইনা, বরঞ্চ যুক্তরাষ্ট্রের উদ্দেশ্য নিয়ে সন্দেহ করছে। মার্চে চীনা পররাষ্ট্রমন্ত্রীর বিবৃতিকে প্রত্যাখ্যান হিসাবে দেখেছেন অনেক পর্যবেক্ষক। চীনা পররাষ্ট্রমন্ত্রী বলার চেষ্টা করেন যুক্তরাষ্ট্র এমন একটি ফাঁদ তৈরির চেষ্টা করছে যেখানে আক্রান্ত বা অপদস্থ হলেও চীন যেন পাল্টা প্রতিক্রিয়া না দেখাতে পারে।

চীন মনে করে - তাইওয়ান প্রণালিতে মার্কিন সামরিক গতিবিধি অবৈধ, তাইওয়ান নিয়ে আমেরিকার মাথাব্যথার কোনো কারণ নেই, আর 'ফ্রিডম অব ন্যাভিগেশনের' নামে দক্ষিণ চীন সাগরে আমেরিকা এবং তাদের পশ্চিমা মিত্ররা উসকানি দিচ্ছে।

অন্যদিকে যুক্তরাষ্ট্রের ভয় - তার শাসনকালেই তাইওয়ানকে চীনা নিয়ন্ত্রণে নিয়ে আসতে প্রেসিডেন্ট শি সিদ্ধান্ত নিয়ে ফেলেছেন।

সুতরাং আমেরিকানরা এখন প্রেসিডেন্ট শি জিন পিংয়ের হিসেবনিকেশ বদলানোর পথ নিয়েছে বলেই মনে হচ্ছে। মিত্রদের ইন্দোপ্যাসিফিকে একত্রিত করছে তারা। জাপানের সামরিক শক্তিবৃদ্ধিকে সমর্থন করছে। অকাস এবং কোয়াডের মত জোট গঠন করেছে। তাইওয়ানের কাছাকাছি ফিলিপাইনের নৌ ঘাঁটিতে বাড়তি জায়গা নিয়েছে। আর এর ফলে, আমেরিকা চীনকে আয়ত্তে রাখতে, ঘিরে ফেলতে এবং নতজানু করতে বদ্ধপরিকর বলে যে প্রেসিডেন্ট শির যে সন্দেহ তা আরো দৃঢ় হচ্ছে। এ মাসে জাপানে জিসেভেন শীর্ষ বৈঠকের পর চীনের দেওয়া ক্রুদ্ধ প্রতিক্রিয়ায় তা স্পষ্ট।

জিসেভেন জোটের শীর্ষ বৈঠকের সময় প্রেসিডেন্ট বাইডেন বলেছিলেন তিনি আশা করছেন চীনের সাথে সম্পর্কে বরফ গলতে শুরু করবে। কিন্তু বাস্তবে বরফ আরও জমাট বাধছে। সম্পর্কের দূরত্ব বাড়ছে, এবং সেইসাথে বাড়ছে অকস্মাৎ বড় কোনো বিপর্যয়ের ঝুঁকি।

টুকরো খবর

কাশ্মীরে মাদকাসক্তির বিরুদ্ধে যেভাবে লড়াই চলছে

শ্রীনগর (ওয়েবডেস্ক)ঃ মে মাসের এক বৃষ্টিমুখর সকালে ভারতশাসিত কাশ্মীরের গ্রীষ্মকালীন রাজধানী শ্রীনগরে একটি মাদকাসক্তি পুনর্বাসন কেন্দ্রের বাইরে লাইন ধরে দাঁড়িয়েছে বহু তরুণ। তাদের মধ্যে অনেকেই কিশোর যারা তাদের পিতামাতার সঙ্গে এখানে এসেছেন। ইন্সটিটিউট অব মেন্টাল হেলথ এন্ড নিউরোসায়েন্সেস নামের একটি প্রতিষ্ঠান থেকে ওষুধ নেওয়ার জন্য তারা অপেক্ষা করছেন। এই প্রতিষ্ঠানটিই কাশ্মীরের একমাত্র সরকারপরিচালিত মাদকাসক্তি পুনর্বাসন কেন্দ্র।

হঠাৎ করেই মাদক নেওয়া বন্ধ করে দিলে একজন মানুষের দেহে ও মনে যে ধরনের প্রতিক্রিয়া হয় এসব ওষুধ তা কমাতে সাহায্য করে। একই সঙ্গে সংক্রামক রোগও প্রতিরোধ করে থাকে।

আপনি কি আবার হেরোইন নিয়েছেন? এক তরুণের চোখের মণি পরীক্ষা করে ডাক্তার জানতে চাইলেন।

হ্যাঁ, আমি নিজেকে নিয়ন্ত্রণ করতে পারিনি, তরুণ জবাব দিলেন।

হিমালয় অঞ্চল কাশ্মীরে সংঘাত ও অশান্তির কারণে গত কয়েক বছর ধরেই এখনকার মানুষের জীবন বিপর্যস্ত। পরমাণু শক্তিধর প্রতিবেশী দুটো দেশ ভারত ও পাকিস্তান এই অঞ্চল তাদের বলে দাবি করছে। কিন্তু এই দুটো দেশই কাশ্মীরের দুটো অংশ নিয়ন্ত্রণ করছে। এই অঞ্চলকে নিয়ে ভারত ও পাকিস্তানের মধ্যে দু'বার যুদ্ধও হয়েছে। ১৯৮৯ সালের পর থেকে কাশ্মীরে ভারতীয় শাসনের বিরুদ্ধে আন্দোলন চলছে যাতে হাজার হাজার মানুষের মৃত্যু হয়েছে। ২০১৯ সালে ভারত সরকার জম্মু ও কাশ্মীরকে কেন্দ্রশাসিত দুটো রাজ্য হিসেবে ঘোষণা করার পর থেকে সেখানে উত্তেজনা আরো বৃদ্ধি পেয়েছে। এখন এই অঞ্চলে নতুন এক সমস্যা দেখা দিয়েছে,কর্মকর্তারা বলছেন কাশ্মীরে মাদক সমস্যা সত্যিকার অর্থেই বড় ধরনের উদ্বেগ হিসেবে দেখা দিয়েছে। এর ফলে তরুণদের জীবন বিপর্যস্ত হয়ে পড়ছে। কর্মকর্তারা বলছেন, কাশ্মীরে হেরোইনের মতো হার্ড ড্রাগের আসক্তিও উল্লেখযোগ্য পরিমাণে বেড়ে গেছে। ভারতে কেন্দ্রীয় সরকারের একজন মন্ত্রী পার্লামেন্টে বলেছেন জম্মু ও কাশ্মীরে প্রায় ১০ লাখ মানুষ কোনো না কোনো ধরনের ড্রাগে আসক্ত যা ওই অঞ্চলের মোট জনসংখ্যার ৮। এসব ড্রাগের মধ্যে রয়েছে গাঁজা, আফিম অথবা স্নায়বিক উত্তেজনা ও মানসিক অস্থিরতা প্রশমিত করে এমন ওষুধ। অতীতের সঙ্গে তুলনা করার জন্য তথ্য পরিসংখ্যান না থাকলেও ডাক্তাররা বলছেন মাদকাসক্ত রোগীর সংখ্যা বর্তমানে অনেক বৃদ্ধি পেয়েছে।

এক দশক আগেও আমরা হাসপাতালে প্রতিদিন ১০ থেকে ১৫ জন মাদকাসক্ত রোগী পেতাম। কিন্তু এখন তাদের সংখ্যা বেড়ে দাঁড়িয়েছে ১৫০ থেকে ২০০। এটা খুবই উদ্বেগজনক, বলেন ইন্সটিটিউট অব মেন্টাল হেলথ এন্ড নিউরোসায়েন্সেসের একজন মানসিক রোগ চিকিৎসক ড. ইয়াসির রাথার। মাদকাসক্তি বেড়ে যাওয়ার পেছনে বিশেষজ্ঞরা নানা কারণকে দায়ী করছেন যার মধ্যে রয়েছে চাকরির অভাব এবং সংঘাতময় এলাকায় বাসজনিত মানসিক অস্থিরতা। পুলিশের শীর্ষস্থানীয় কর্মকর্তারা সম্প্রতি যে বিপুল পরিমাণ নিষিদ্ধ মাদকদ্রব্য জব্দ করেছেন সংবাদ সম্মেলনে সেসব তুলে ধরে বলেছেন যে এসবের সঙ্গে পাকিস্তান জড়িত। তাদের অভিযোগ এই মাদক পাচার থেকে যে অর্থ পাওয়া যায় সেটা কাশ্মীরে জঙ্গি তৎপরতায় ব্যবহার করা হয়। এই অভিযোগের ব্যাপারে পাকিস্তান সরকার আনুষ্ঠানিকভাবে কোনো মন্তব্য করেনি। তবে কয়েকজন মাদক ব্যবসায়ী এই প্রতিবেদককে বলেছেন যে তারা ভারতীয় রাজ্য পাঞ্জাব ও রাজধানী দিল্লি থেকেও মাদকের যোগান পেয়ে থাকেন। এই অঞ্চলে মাদক নতুন কোনো সমস্যা নয়। কিন্তু আগে লোকজন গাঁজা অথবা চিকিৎসায় যেসব ব্যথানাশক ওপিয়ড ব্যবহার করা হয় সেগুলো গ্রহণ করতো। এখনকার মতো হেরোইন আগে ছিল না, বলেন ড. ইয়াসির রাথার। জম্মু ও কাশ্মীর প্রশাসন (২০১৮ সালের পর থেকে সেখানে নির্বাচিত কোনো সরকার নেই) গত বছর মাদকসংক্রান্ত একটি জরিপ পরিচালনা করেছে। তাতে দেখা গেছে কাশ্মীরে ৫২ হাজারেরও বেশি মানুষকে হেরোইন আসক্তির কারণে হাসপাতালে ভর্তি করা হয়েছে।

JATIO KHOBOR
BANGLA DAINIK
বাংলা দৈনিক
জাতীয় খবর
রাঁচি
বুধবার
web : www.rashtriyakhabar.com
epaper.rastriyakhabar.com
07:06:2023

দেশের দশের কথা

রাজনীতির তোলপাড়

কেমন হতে পারে বাংলাদেশের নির্বাচনকালীন সরকার

ঢাকা (এজেন্সী) ঃ বাংলাদেশের পরবর্তী সাধারণ নির্বাচনকে সামনে রেখে যুক্তরাষ্ট্র বিশেষ ভিসা নীতি ঘোষণা করার পর নির্বাচনকালীন সরকার নিয়ে আবার আলোচনা শুরু হয়েছে। রবিবার আইনমন্ত্রী আনিসুল হক বলেছেন, প্রধানমন্ত্রী যখন মনে করবেন, তখন ছোট সরকার বা নির্বাচনকালীন সরকার গঠন করবেন। প্রধানমন্ত্রী ইতিমধ্যে বলে দিয়েছেন, নির্বাচনকালীন সরকারে কারা কারা থাকতে পারেন, সে ব্যাপারে একটি রূপরেখা তিনি দিয়েই দিয়েছেন। এর আগে গত ১৫ই মে একটি সংবাদ সম্মেলনে প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা বলেছিলেন, বাংলাদেশ ওয়েস্টমিনস্টার ধাঁচের গণতন্ত্র অনুসরণ করে। তাই ব্রিটেনে যেভাবে নির্বাচন হয়, বাংলাদেশেও সেভাবেই করা হবে। ''এর মধ্যে আমরা এইটুকু উদারতা দেখাতে পারি, পার্লামেন্টে সংসদ সদস্য যারা আছে, তাদের মধ্যে কেউ যদি ইচ্ছা প্রকাশ করে যে, নির্বাচনকালীন সময়ে তারা সরকারে আসতে চায়, আমরা রাজি আছি,'' তিনি বলেন। যদিও বিরোধী দল বিএনপি বরাবরই বলে আসছে, নির্দলীয় নিরপেক্ষ সরকার ছাড়া তারা কোন নির্বাচনে যাবে না। মে মাসেই যুক্তরাষ্ট্র জানিয়েছে, বাংলাদেশে সুষ্ঠু নির্বাচনে বাধা দানকারীদের তারা ভিসা দেবে না। এমন ঘোষণার পর থেকে নির্বাচনকালীন সরকার নিয়ে নতুন করে আবার আলোচনা শুরু হয়েছে।

ইউক্রেনের বিশাল বাঁধ ধ্বংস, কিয়েভ ও মস্কোর পাল্টাপাল্টি অভিযোগ

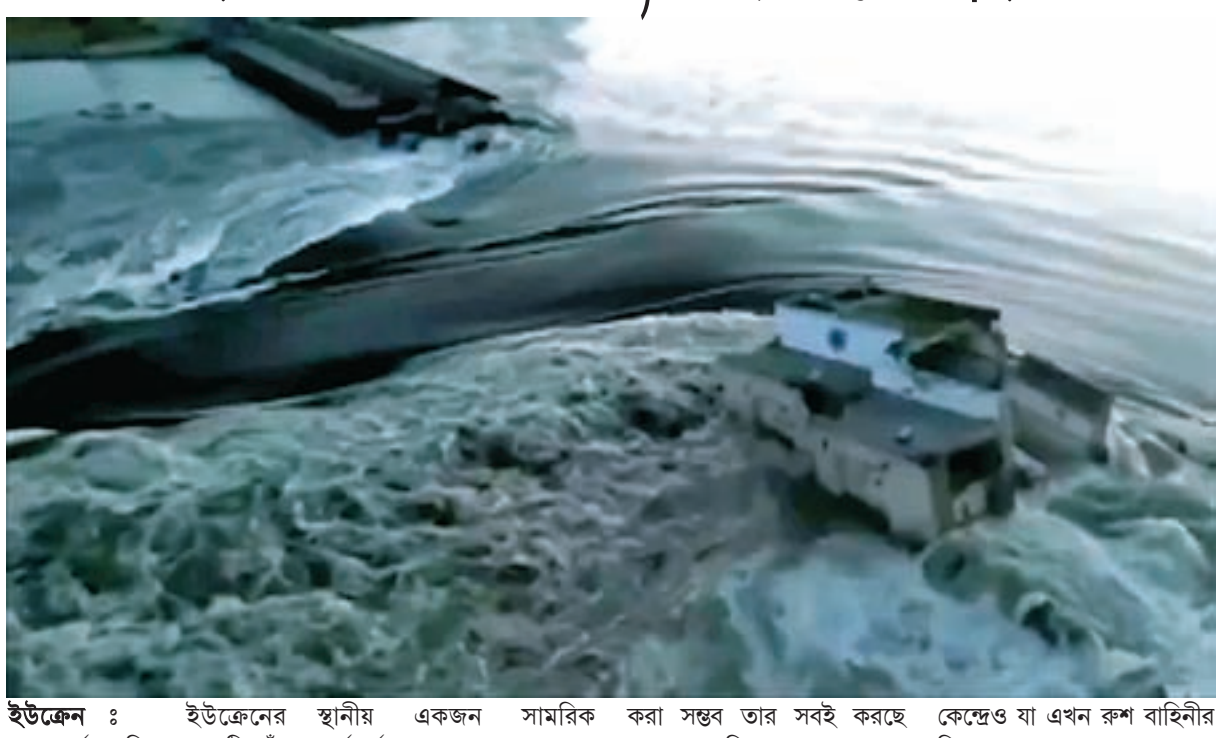

ইউক্রেন ঃ ইউক্রেনের গুরুত্বপূর্ণ ও বিশাল একটি বাঁধ রাশিয়া বিস্ফোরণের মাধ্যমে উড়িয়ে দিয়েছে বলে কিয়েভ অভিযোগ করছে। তারা বলছে ইউক্রেনীয় বাহিনী যাতে নিপ্রো নদী পার হয়ে দেশটির দক্ষিণাঞ্চলে রুশ বাহিনীর ওপর পাল্টা সামরিক আক্রমণ চালাতে না পারে সেজন্যই বাঁধটি ধ্বংস করে দেওয়া হয়েছে।

রাশিয়ার পক্ষ থেকে এই অভিযোগ অস্বীকার করে এজন্য ইউক্রেনীয় বাহিনীর গোলাবর্ষণকেই দায়ী করা হয়েছে। এই বাঁধটি খেরসন অঞ্চলের যে নোভা কাখভকা শহরে, সেটি বর্তমানে রুশ সৈন্যদের নিয়ন্ত্রণে।

ইউক্রেনের প্রেসিডেন্ট ভলোদিমির জেলেনস্কি বলেছেন বাঁধটি ধ্বংস হওয়ার কারণে ৮০টি শহর এবং বসতি বন্যার ঝুঁকিতে পড়েছে।

ছবিতে দেখা যাচ্ছে বাঁধের ভাঙা অংশ দিয়ে জলের স্রোত লোকালয়ের ভেতরে ঢুকছে।

বাঁধটি বিধ্বস্ত হওয়ার পর পরই আশেপাশের এলাকা থেকে লোকজনকে সরিয়ে নেওয়ার কাজ শুরু হয়েছে।

স্থানীয় একজন সামরিক কর্মকর্তা বলছেন খেরসন অঞ্চলের অন্তত আটটি বসতি ইতোমধ্যে প্লাবিত হয়ে গেছে।

রাশিয়ার রাষ্ট্রীয় সংবাদ সংস্থা তাস বলছে, নোভা কাখভকা শহরটি পানির নিচে তলিয়ে গেছে।

মস্কো সমর্থিত স্থানীয় কর্তৃপক্ষকে উদ্ধৃত করে তাস আরো বলছে যে সেখানে জরুরি অবস্থা জারি করা হয়েছে।

প্রেসিডেন্ট জেলেনস্কি বলছেন, বন্যার হাত থেকে লোকজনকে উদ্ধারের জন্য তারা সর্বাত্মক চেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছেন।

পরিস্থিতি মোকাবেলায় তিনি ইউক্রেনের জাতীয় নিরাপত্তা ও প্রতিরক্ষা পরিষদের জরুরি বৈঠক ডেকেছেন।

বিস্তৃত এলাকা প্লাবিত হওয়ার আশঙ্কা

ইউক্রেনের প্রেসিডেন্ট জেলেনস্কি বলছেন ভোর রাত স্থানীয় সময় ২টা ৫০মিনিটে এই জলবিদ্যুৎ বাঁধটি উড়িয়ে দেওয়া হয়। তার আশঙ্কা এর ফলে ৮০টির মতো টাউন ও গ্রাম ক্ষতিগ্রস্ত হতে পারে।

তিনি বলেন, তার সরকার ও সরকারের বিভিন্ন বিভাগ লোকজনকে রক্ষায় যা কিছু করা সম্ভব তার সবই করছে এবং যারা বিপদজনক এলাকায় অবস্থান করছে তাদেরকে যতো দ্রুত সম্ভব সেখান থেকে সরিয়ে নেওয়ার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে।

এই ঘটনায় ক্ষোভ প্রকাশ করেছেন পশ্চিমা প্রতিরক্ষা জোট নেটোর প্রধান ইয়েন্স স্টলটেনবার্গ।

নেটোর মহাসচিব বলেন এই বাঁধ ধ্বংস করা থেকে ইউক্রেন যুদ্ধে রাশিয়ার বর্বরতা সম্পর্কে ধারণা পাওয়া যায়।

এক টুইট বার্তায় তিনি বলছেন এর ফলে হাজার হাজার বেসামরিক লোকজন হুমকির মুখে পড়েছে এবং এর ফলে পরিবেশেরও বড় ধরনের ক্ষতি হয়েছে।

ইউরোপীয় কাউন্সিলের প্রধান চার্লস মিশেল বাঁধ ভাঙার জন্য রাশিয়াকে দায়ী করেছেন। তিনি বলছেন, এধরনের একটি বেসামরিক অবকাঠামো ধ্বংস করা যুদ্ধাপরাধ।

হুমকির মুখে জাপোরিশা পরমাণু বিদ্যুৎ কেন্দ্র

এই বাঁধের সাহায্যে তৈরি জলাধারের জল রাশিয়ার দখলিত ক্রাইমিয়ায় সরবরাহ করা হয়। এই জল ব্যবহার করা হয় জাপোরিশার পরমাণু বিদ্যুৎ কেন্দ্রেও যা এখন রুশ বাহিনীর নিয়ন্ত্রণে।

জাতিসংঘের আন্তর্জাতিক পরমাণু শক্তি সংস্থা আইএইএর প্রধান রাফায়েল গ্রোসি এক বিবৃতিতে বলেছেন নোভা কাখভকা বাঁধ ভেঙে যাওয়ার কারণে জলাধারের জলের স্তর প্রতি ঘণ্টায় পাঁচ সেন্টিমিটার করে হ্রাস পাচ্ছে।

তিনি বলছেন স্থানীয় সময় সকাল আটটায় পানির উচ্চতা ছিল ১৬.৪ মিটার। এই উচ্চতা ১২.৭ মিটারের নিচে নেমে গেলে সেখান থেকে জল পাম্প করা যাবে না।

তিনি বলেন, বিদ্যুৎ কেন্দ্রটিতে অপরিহার্য নয় এমন সব ধরনের কাজের জলের ব্যবহার বন্ধ করে দেওয়া হয়েছে।

তিনি বলছেন, পরমাণুবিদ্যুৎ কেন্দ্রটিকে শীতল রাখার জন্য প্রয়োজনীয় জল না পাওয়া গেলে এর জরুরি জেনারেটর চালু রাখা বিঘ্নিত হতে পারে।

অতিরিক্ত সময় ধরে শীতল রাখার জলের অভাব হলে জ্বালানি রডগুলো গলে যেতে পারে, তখন ডিজেল জেনারেটরগুলো কাজ করবে না, বলেন মি. গ্রোসি।

তবে তিনি বলছেন, এখনই তারা এধরনের কোনো হুমকির আশঙ্কা করছেন না। কারণ এই কেন্দ্রের জন্য প্রয়োজনীয় জলের বিকল্প উৎস রয়েছে।

ইউক্রেনের উপপ্রতিরক্ষা মন্ত্রী হান্না মালিয়ার বলেছেন তার দেশের সৈন্যরা বাখমুত শহরের দিকে অগ্রসর হচ্ছে। পূর্বাঞ্চলীয় এই শহরটিকে তিনি শত্রুতার কেন্দ্র বলে উল্লেখ করেছেন।

তবে এর মধ্য দিয়ে রাশিয়ার ওপর ইউক্রেনীয় বাহিনীর পাল্টা আক্রমণ শুরু হয়েছে কি না সেবিষয়ে তিনি কিছু বলেন নি।

ইউক্রেন গত কয়েক মাস ধরেই রাশিয়ার ওপর পাল্টা হামলা চালানোর পরিকল্পনা করে আসছে। কিন্তু তারা এই অভিযান কখন ও কোথায় শুরু করবে সেবিষয়টি গোপন রেখেছে।

অন্যদিকে রুশ সামরিক বাহিনী বলছে যে তারা পূর্বাঞ্চলীয় দোনেৎস্ক অঞ্চলে সোমবার ইউক্রেনের নতুন করে চালানো এক আক্রমণ নস্যাৎ করে দিয়েছে। এসময় তারা আড়াইশোর বেশি ইউক্রেনীয় সৈন্যকে হত্যা করেছে বলেও দাবি করেছে।

মস্কোর এই দাবি নিরপেক্ষ সূত্র থেকে যাচাই করে দেখা সম্ভব হয়নি।

এই বাখমুত শহর দখলের জন্যে কয়েক মাস ধরে রুশ বাহিনীর সাথে ইউক্রেনীয় সৈন্যদের লড়াই হয়েছে। সম্প্রতি রাশিয়ার ভাড়াটে বাহিনী ওয়াগনার গ্রুপ দাবি করেছে যে তারা এই শহরটিকে পুরোপুরি দখল করে নিয়েছে।

মঙ্গলবার ভোরেও ইউক্রেনজুড়ে বিমান হামলার সতর্ক সাইরেন বেজে ওঠে। হামলা চালানো হয়েছে রাজধানী কিয়েভ লক্ষ্য করেও।

বলা হচ্ছে কিয়েভ টার্গেট করে রাশিয়ার ছোড়া ২০টিরও বেশি মিসাইল গুলি করে ধ্বংস করা হয়েছে।

ইসরায়েলি সৈন্যের গুলিতে তিন বছর বয়সী ফিলিস্তিনি শিশু নিহত

ইসরায়েল (এজেন্সী) ঃ ফিলিস্তিনে চলতি বছরের সহিংসতায় নিহত হওয়া সবচেয়ে কম বয়সী ফিলিস্তিনি মোহাম্মেদ তামিমি।

ইসরায়েলি সেনাবাহিনীর গুলিতে আহত ফিলিস্তিনের তিন বছর বয়সী শিশুটি মারা গেছে। আহত হওয়ার চারদিন পর মোহাম্মেদ তামিমি নামে শিশুটির মৃত্যু হয়। চলতি বছর সহিংসতায় নিহত হওয়া ফিলিস্তিনের সবচেয়ে কম বয়সী শিশু তামিমি। অধিকৃত পশ্চিম তীরের নাবি সালেহ এলাকায় নিজেদের বাড়ি থেকে বের হবার সময় তামিমি এবং তার বাবা গুলিবিদ্ধ হয়। ইসরায়েলি সেনাবাহিনী বলছে, ওই এলাকার খুব নিকটবর্তী ইহুদি বসতিতে দুই বন্দুকধারীকে তাড়া করার সময় গুলি চালায় সৈন্যরা। ওই ঘটনার পর এক বিবৃতিতে ইসরায়েলের সেনাবাহিনী 'বেসামরিক নাগরিকদের' ক্ষতির জন্য দুঃখ প্রকাশ করেছে।

ফিলিস্তিনি সাংবাদিক বিলাল তামিমিও ওই ঘটনায় আহত হয়েছেন।

তিনি বলেছেন যে ইসরায়েলি সেনাবাহিনী নাবি সালেহের প্রবেশদ্বারে একটি গাড়িতে অতর্কিত হামলা চালানোর অপেক্ষায় ছিল এবং গাড়িটি কাছে আসার সাথে সাথে তারা গুলি চালায়।

মোহাম্মেদ তামিমি নামের ওই শিশুটিকে বাঁচানোর অনেক চেষ্টা করা হয়।

গুলিবিদ্ধ হবার পরপরই ইসরায়েলি সেনারা তাকে হেলিকপ্টারে করে সাফরা চিল্ড্রেনস হসপিটালে নিয়ে যান। কিন্তু মাথায় আঘাত পাওয়া শিশুটিকে বাঁচাতে ব্যর্থ হন চিকিৎসকেরা।

শিশুটির বাবা হাইথাম তামিমি ফিলিস্তিনের হাসপাতাল থেকে বাড়ি ফিরেছেন। ধারণা করা হচ্ছে, ছেলের মৃত্যুর আগে তিনি ইসরায়েলে গিয়ে তাকে দেখে আসতে পেরেছেন।

নাবি সালেহর বাইরে ইসরায়েলের সেনাবাহিনীর একটি চেকপোস্ট রয়েছে।

একটি ভিডিও প্রকাশ হয়েছে, যেখানে দুই ব্যক্তিকে গুলি করতে দেখা যাচ্ছে। সেনাবাহিনীর পক্ষ থেকে বলা হচ্ছে যে হালামিশ বসতি যা নেভেহ তজুফ নামেও পরিচিত সেখানে গোলাগুলির ঘটনাটি কয়েক মিনিট স্থায়ী হয়েছিল। এদিকে, সেনাবাহিনীর বিবৃতিতে বলা হয়েছে, সৈন্যরা পাল্টা গুলি চালায়, যার ফলে দুই ফিলিস্তিনি আহত হয়।

(ইসরায়েলের সেনাবাহিনী) এরকম ক্ষতির জন্য অনুতপ্ত এবং এই ধরনের ঘটনা প্রতিরোধে সবকিছু করতে প্রতিশ্রুতিবদ্ধ। ঘটনাটি পর্যালোচনা করা হচ্ছে, এক বিবৃতিতে বলেছে ইসরায়েলি সেনাবাহিনী।

হালামিশের বসতি স্থাপনা করা হয়েছিল ১৯৭০ সালের দিকে এবং এর নিকটবর্তী ফিলিস্তিনি গ্রামগুলোর বাসিন্দাদের সঙ্গে ইসরায়েলি সেনাদের দীর্ঘদিন ধরেই বিরোধ চলছিল।

বেশ কয়েক বছর ধরে, শুক্রবারের বিক্ষোভগুলো হচ্ছিল নাবি সালেহতে। গ্রামের জমি বাজেয়াপ্ত করা এবং দখলের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ জানিয়ে আসছে স্থানীয় বাসিন্দারা।

আর এরকম প্রতিবাদ প্রায়শই ইসরায়েলি সৈন্যদের সাথে সহিংস সংঘাতে গড়ায়, অনেক সময় সেনারা বিক্ষোভকারীদের আটকাতে টিয়ার গ্যাস এবং রাবার বুলেট ব্যবহার করে।

চলতি বছরে এ পর্যন্ত অধিকৃত পশ্চিম তীর, পূর্ব জেরুজালেম এবং গাজায় ইসরায়েলি বাহিনী বা বসতি স্থাপনকারীদের দ্বারা প্রায় ১৫০ জন ফিলিস্তিনি নিহত হয়েছে। নিহতদের মধ্যে বেসামরিক মানুষও রয়েছেন।

যুক্তরাজ্যের স্টর্ম শ্যাডো ক্ষেপণাস্ত্র কি ইউক্রেন যুদ্ধের গতি পাল্টে দেবে?

লন্ডন (এজেন্সী) ঃ যুক্তরাজ্যের সরকার জানিয়েছে যে, তারা ইউক্রেনে বেশ কিছু স্টর্ম শ্যাডো ক্ষেপণাস্ত্র পাঠিয়েছে। গত ১১ই মে এ তথ্য জানালেও দেশটি সংখ্যা প্রকাশ করেনি।

স্টর্ম শ্যাডো ক্ষেপণাস্ত্রগুলো ১৫০ মাইল পর্যন্ত দূরত্বে আঘাত করতে সক্ষম। ইউক্রেন বর্তমানে যে ধরনের ক্ষেপণাস্ত্র ব্যবহার করছে, এই দূরত্ব তার প্রায় তিনগুণ। এর মানে হলো, ইউক্রেন এখন রাশিয়ার এমন কিছু গুরুত্বপূর্ণ স্থাপনায় আঘাত করতে পারবে, যা এতদিন তাদের আওতার বাইরে ছিল। এই ক্ষেপণাস্ত্র থাকায় ইউক্রেন এখন থেকে দখলীকৃত এলাকায় রুশ সামরিক অবস্থানগুলোর দিকে নজর দিতে পারবে।

আবার রুশ সামরিক পরিকল্পনাকারীদের এখন থেকে ভাবতে হবে কীভাবে তারা সরঞ্জাম, কমান্ড সেন্টার এবং সরবরাহ ব্যবস্থা নিরাপদ রাখতে পারে।

সেই সঙ্গে স্টর্ম শ্যাডো ক্ষেপণাস্ত্রগুলো বিমান ঘাটির হ্যাঙ্গার ভেদ করে আঘাত করতে পারে।

ইন্টারন্যাশনাল ইন্সটিটিউট ফর স্ট্র্যাটেজিক স্টাডিজের জ্যেষ্ঠ গবেষক বেন ব্যারি বলছেন, এর ফলে ইউক্রেনের দখলকৃত এলাকার ভেতরে থাকা রুশ বিমান ঘাটিগুলো এখন আরও বেশি ঝুঁকির মধ্যে পড়বে।

এর ফলে রাশিয়া এখন তাদের বেশ কিছু বিমান ঘাটি সরিয়ে নিতে পারে।

সেটা হলে ইউক্রেন এখন যে সোভিয়েত যুগে তৈরি করা ক্ষেপণাস্ত্র সজ্জিত সু২৪ ফেন্সার জেট ফাইটারগুলো ব্যবহার করছে, সেগুলো ব্যবহার করে নিরাপদ দূরত্বে থেকেই বিমান হামলা করতে পারবে। এর মধ্যেই স্টর্ম শ্যাডো ক্ষেপণাস্ত্রের প্রভাব যুদ্ধ ক্ষেত্রে পড়তে শুরু করেছে। গত ১২ই মে রাশিয়া দাবি করেছে, যুক্তরাজ্যের সরবরাহ করা ক্ষেপণাস্ত্র দিয়ে তাদের দখলে থাকা পূর্ব ইউক্রেনের লুহানস্কের দুটি শিল্প এলাকায় আঘাত করা হয়েছে।

তবে এই দাবির সত্যতা যাচাই করতে পারেনি বিবিসি।

স্টর্ম শ্যাডো ক্ষেপণাস্ত্র দিয়ে হামলার কোন তথ্য এখনো জানায়নি ইউক্রেন। তবে দেশটি সম্প্রতি দাবি করেছে, ইউক্রেনের দক্ষিণ-পূর্ব জাপোরিশা এলাকার ভেতরে বেরদিনস্ক বন্দরে রাশিয়ার একটি সামরিক সদর দপ্তরে তারা হামলা চালিয়েছে।

যুক্তরাজ্যের স্টর্ম শ্যাডো বনাম যুক্তরাষ্ট্রের হিমার্স ক্ষেপণাস্ত্র

গত বছরের জুলাই মাস নাগাদ যুক্তরাষ্ট্র যে হিমার্স ক্ষেপণাস্ত্রগুলো সরবরাহ করেছে ইউক্রেনকে, সেগুলো ৫০ কিলোমিটার দূরত্বের লক্ষ্যবস্তুতে আঘাত হানতে সক্ষম।

এসব হামলার ফলে রাশিয়া তাদের অবস্থান সরিয়ে নিতে বাধ্য হয়েছে এবং সামরিক সরঞ্জামগুলো এসব ক্ষেপণাস্ত্রের আওতার বাইরে রাখছে।

আন্তোনিভকা সেতুর ওপরে ইউক্রেনের হামলার ফলে খেরসন শহর দখলে রাখা রুশ সৈন্যদের কাছে সরবরাহ ব্যবস্থা ভেঙ্গে পড়েছিল। ফলে রাশিয়া সৈন্যদের দানিপ্রো নদীর অন্য পাশে সরিয়ে নিতে বাধ্য হয়েছিল।

ইউক্রেন যুদ্ধের গতি বদলে দেয়ার ক্ষেত্রে হিমার্স ক্ষেপণাস্ত্রগুলোকেও আংশিক কৃতিত্ব দেয়া হয়।

হিমার্সের তুলনায় ইউক্রেনের হয়তো কম স্টর্ম শ্যাডো ক্ষেপণাস্ত্র রয়েছে, কিন্তু এগুলো রাশিয়ার যুদ্ধ পরিকল্পনায় বাধা তৈরি করতে ভালো কাজ দেবে।

যুক্তরাষ্ট্রের কাউন্সিল অন ফরেন রিলেশন্সের নিরাপত্তা বিশ্লেষক জে অ্যান্ড্রেস ঘানান বলছেন, রাশিয়া যদি তাদের কমান্ড সেন্টার এবং সরবরাহ কেন্দ্রগুলোকে সুরক্ষার প্রতি বেশি গুরুত্ব দেয় বা যুদ্ধক্ষেত্র থেকে তাদের আরও দূরে সরিয়ে নেয়ার সিদ্ধান্ত নেয়, তাহলে অবশ্যই তাদের সামনে এগিয়ে যাওয়ার অভিযানগুলোকে শ্লথ করে দেবে।

কৌশলগত অবস্থানগুলোতে এর মধ্যেই কার্যকারিতা প্রমাণ করতে সক্ষম হয়েছে হিমার্স ক্ষেপণাস্ত্রগুলো, যদিও সেটি বেশি দূরের বা চলমান লক্ষ্যবস্তুতে আঘাত করতে পারে না।

যেমন চলমান অবস্থায় গাড়ির ওপরে থাকা আকাশ প্রতিরক্ষা স্থাপনায় সহজে হামলা করা যায় না।

কিন্তু স্টর্ম শ্যাডো ক্ষেপণাস্ত্র এক্ষেত্রে ব্যতিক্রম।

এটি ব্যবহার করে ইউক্রেনের ভেতরে রাশিয়ার দখলকৃত এলাকায় বিমান প্রতিরক্ষা ব্যবস্থায় আঘাত করা যাবে।

যার ফলে ইউক্রেনের পাল্টা হামলা শুরুর আগে রাশিয়ার আকাশ প্রতিরক্ষা ব্যবস্থাকে দুর্বল করে তোলা যাবে, যা বিশেষ সুবিধা দেবে ইউক্রেনের স্থল সৈন্যদের।

যদিও যুক্তরাজ্যের এসব ক্ষেপণাস্ত্র ব্যবহারের ক্ষেত্রে রাজনৈতিক একটি সীমাবদ্ধতা রয়েছে।

রাশিয়ার ভেতরে এটির আঘাত করার ক্ষমতা থাকলেও ইউক্রেনকে এই শর্তে রাজি হতে হয়েছে যে, রুশ ফেডারেশনের ভেতরে সামরিক কোন স্থাপনায় হামলায়, এমনকি সীমান্তের অন্যপাশে হামলায় এগুলো ব্যবহার করা হবে না, যাতে যুদ্ধ আরও বিস্তৃত হয়ে না পড়ে।

এই যুদ্ধে ইউক্রেনকে সমর্থন করে যাচ্ছে পশ্চিমা দেশগুলো, যদিও তাদের ক্ষেপণাস্ত্র আর আকাশ প্রতিরক্ষা ব্যবস্থার সরবরাহ সীমাহীন নয়।

যুক্তরাজ্য যখন ইউক্রেনকে তাদের প্রধান যুদ্ধাস্ত্র চ্যালেঞ্জার২ ট্যাঙ্ক সরবরাহ করার প্রতিশ্রুতি দিয়েছিল, যুক্তরাষ্ট্র এবং অন্য ইউরোপিয় দেশগুলোও এরপর দেশটিকে ট্যাঙ্ক সরবরাহ করতে শুরু করে।

স্টর্ম শ্যাডো ক্ষেপণাস্ত্র হয়তো সেরকম আরেকটি উদাহরণ তৈরি করতে যাচ্ছে।

তেলাপোকা মারার স্প্রে'র প্রভাবে দুই শিশুর মৃত্যু, কী বলছে পরিবার ও পুলিশ

ঢাকা (এজেন্সী) ঃ ঢাকায় বসুন্ধরা এলাকায় রোববার এক পরিবারের দুই শিশুর মৃত্যুর ঘটনা সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমে ব্যাপক আলোড়ন সৃষ্টি করেছে। পুলিশ এবং চিকিৎসকেরা প্রাথমিকভাবে ধারণা করছেন, শরীরে 'টক্সিক কেমিক্যালের' প্রভাবে শিশু দুইজনের মৃত্যু হয়েছে। ওই পরিবারের আরো তিনজন সদস্য চিকিৎসা নিয়ে হাসপাতাল থেকে সোমবার সন্ধ্যায় বাড়ি ফিরেছেন। এই ঘটনায় সোমবার গুলশানের ভাটারা থানায় একটি মামলা দায়ের হয়েছে, এবং ঘটনায় জড়িত সন্দেহে গতকাল রাতেই পুলিশ একজনকে গ্রেপ্তার করেছে। পুলিশ বলছে, 'দায়িত্বে অবহেলাজনিত' মৃত্যুর অভিযোগে দায়ের মামলায় গ্রেপ্তার করা হয়েছে ওই ব্যাক্তিকে। রোববার রাতে সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যম ফেসবুকে এক পোষ্টে প্রথম 'কীটনাশকের প্রভাবে স্কুল পড়ুয়া দুইটি শিশুর মৃত্যু'র কথা জানা যায়। অল্প সময়ে সেটি সামাজিক মাধ্যমে ভাইরাল হয়ে যায় এবং সোমবার সারাদিনই বিষয়টি নিয়ে আলোচনা হয়েছে। বিষয়টি নিয়ে ওই দুই শিশুর পরিবার, হাসপাতালের চিকিৎসক, পুলিশ এবং বিশেষজ্ঞদের সাথে কথা বলেছে। পুলিশ জানিয়েছে, মারা যাওয়া শিশু দুইজনের বয়স যথাক্রমে ১৫ বছর এবং নয় বছর। শিশু দুইজনের মা শারমিন জাহান লিমার চাচাতো ভাই শিহাবুল হক চৌধুরী বিবিসি বাংলাকে বলেছেন, ঘটনার আগের দিন 'পেস্ট কন্ট্রোল' থেকে লোক এসেছিল ঔষধ দিতে। তিনি বলেছেন, পেস্ট কণ্ট্রোলের লোক বলেছিল (স্প্রে করার পর) দুই ঘণ্টায় যাতে কেউ ঘরে না ঢোকে। দুই ভাই এবং তাদের মা,বাবা ও বোন একদিন ঘরে ঢোকেনি। তারা পরের দিন ঘরে ঢোকার পরে সব কয়জন অসুস্থ হয়ে পড়ে। মি. হক বলেছেন, পরিবারের সদস্যরা ঘরে ঢোকার পর কিছু সময় সব স্বাভাবিক ছিল। কিন্তু ঘণ্টা খানেক পরে তাদের সবারই পেটে ব্যথা, বমি ও পাতলা পায়খানা শুরু হয়।মারা যাওয়া শিশু দুইজনের নানি শামসুন্নাহার বলেছেন, অসুস্থ হয়ে পড়লে পরিবারটির সব কজন সদস্য বসুন্ধরা আবাসিক এলাকাতেই এভারকেয়ার হাসপাতালে ভর্তি হন।